Leadership

নেতৃত্ব প্রদান

সুলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিয়ান

সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনী হতে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ কৌশল
ও সকলকে প্রভাবিত করার শক্তিশালী পন্থাসমূহের ওপর

Leadership
নেতৃত্ব প্রদান

ও প্রভাবিত করার গুপ্ত রহস্যাবলি

মূল :
সূলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিয়ান

ভাষান্তর
প্রকৌশলী হাফেজ রাফাফ তাহ্‌সীন
খুলনা প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা
জি. এম. মেহেরুল্লাহ
এম.এম.বি.এ.অনার্স.এম.এ.বি.সি.এস. (শিক্ষা)
প্রকল্প পরিচালক : জামিয়া মিল্লিয়া বাংলাদেশ
ভূতপূর্ব প্রভাষক : সরকারি মাদ্রাসা-ই- আলিয়া, ঢাকা
ও নিউ গভ : ডিগ্রি কলেজ রাজশাহী
অধ্যক্ষ : আল আছালা ইন্টাঃ স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ, সৌদি আরব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মো : নূরুল ইসলাম মণি

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০।

Leadership
নেতৃত্ব প্রদান

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে সমগ্র জগতসমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। ছলাত ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর ওপর, যিনি স্বীয় প্রথিতযশা উৎকর্ষ স্বভাব, উন্নত চরিত্র, সাবলীল বচন ও সর্বপ্রকার অসাধারণ সৎ গুণাবলীর সমাহার নিজ জীবনে বাস্তব রূপ প্রদান করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। আর তাঁর স্বশ্রদ্ধ পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ ও সকল উম্মতের ওপর ছলাত ও সালাম।

পিস পাবলিকেশনের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সাহেব দেশ-দেশান্তর হতে বিভিন্ন ভাষার গবেষণালব্ধ মূল্যবান গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করত: ইসলাম ও মুসলিমদের অসাধারণ খেদমত করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সুলাইমান বিন আওয়াদ ক্বিমান রচিত ও ড. মাহমুদ হ. আল-দিনায়ী কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত Secrets of leadership and influence" পুস্তকটি প্রকৌশলী হাফেজ রাফাফ তাহ্সীনকে দিয়ে বাংলায় ভাষান্তর করান। পুস্তকটি এক নজর দেখেই বাংলা ভাষায় প্রকাশের গুরুত্ব, যথার্থতা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করে শত ব্যস্ততার মাঝেও সম্পাদনার কাজটি করতে আগ্রহী হই।

উচ্চ পদ হতে মাঠ পর্যায়সহ সর্বস্তরে যাঁরা নেতৃত্ব প্রদান, ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেন বা করবেন তাদের জন্য পুস্তকটি অমেয় সুধা হিসেবে গৃহীত হবে বলে আশা করি। সকল মানুষই নিজ নিজ অবস্থানে এক একজন নেতা বা পরিচালক। এ জন্য সকলকেই দায়িত্ব কর্তব্য সুচারুরূপে

পালনের নেপথ্যে যে গুণাবলির গুপ্ত রহস্য স্বভাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন তা জেনে জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য এ পুস্তকটি সকলের পথের দিশা হবে।

আমাদের প্রাণের নবী ﷺ-এর বিষয়ে অভূতপূর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলির সমন্বয়ে পুস্তকটির বাংলারূপ বাংলাভাষীদের হাতে যাওয়ার সুযোগ প্রদানে আল্লাহ আমাকে কবুল করায় অবনত শীরে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ যেন প্রিয় নবী ﷺ বিষয়ে এ সামান্য খিদমতকে তাঁর প্রতি মহব্বতের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেন ও পরকালে নাজাতের ওসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমীন!

ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ইং

জি.এম. মেহেরুল্লাহ

লেখকের পরামর্শ

কিভাবে এ বইটি পড়বেন

১. নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম যখন উচ্চারিত হবে তখন দরুদ ও সালাম পড়বেন। কেননা, এটা পড়ার ব্যাপারে আমরা এভাবে আদিষ্ট হয়েছি। কেননা, তিনি বলেছেন" ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আমার নাম শুনে অথচ আমার ওপর দরুদ ও সালাম দিল না।"[১]

২. হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের ওপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করেছিলেন। আর তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত দান করুন। যেমন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের ওপর বরকত দান করেছেন।[২]

৩. আপনি এ বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রত্যেকটি পাঠ যখন পড়বেন তখন খুবই আগ্রহভরে গভীর অনুপ্রেরণার সাথে পড়া আরম্ভ করবেন। গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য এ বইয়ের অনুচ্ছেদ, অধ্যায়, বিষয়বস্তু প্রয়োজনমত আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহান নবীর ওপর বেশি বেশি সালাত ও সালাম ব্যতিত আর তেমন কিছু করতে পারছেন না বলে যদি মনে হয়, তাহলে মনে করবেন ঐটিও পর্যাপ্ত লাভ ও আপনার জন্য করুণা।

৫. প্রিয় পাঠক! এ বইটিতে নবী ﷺ -এর নৈতিক উৎকর্ষ সম্বলিত দূরদর্শিতার বর্ণনা আছে। যা নেতৃত্বে মানসম্পন্ন শিক্ষা, উপদেশ, পরামর্শ দিবে ও প্রভাবিত করবে।

এ বইতে আপনি কি পড়বেন

এ বইটিতে নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সরাসরি ধারা বিবরণী বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর অনুরাগ-অনুভূতি, তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন, তাঁর নেতৃত্বের ধারা, তাঁর প্রেরণা ও অনুপ্রেরণা প্রদানের পন্থা, মানুষ ও জনসাধারণকে আকর্ষীত ও অনুপ্রাণীত করার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরও সমন্বয় করা হয়েছে, দায়িত্ব পালনের প্রেরণা গভীরভাবে যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নমুনাসমূহ। এটা যে শুধু তাঁর বাকপটুতা ও বাচনভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়; বরং তিনি হৃদয়ের

---

[১]. ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৯০৯

[২]. বুখারী হাদীস নং ৩২১০

গভীরে গথিত করতে পারতেন।[৩] তিনি যে শুধু অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সকল কিছু করতে পারতেন তা নয় বরং এ সকল বৈশিষ্ট্য ও উপাদান তার মজ্জাগত, স্বভাবগত ও সহজাতগত।

ঘটনা প্রবাহের আলোকচ্ছটা

এ বইটি ঐ সমস্ত ঘটনাবলির আলোকে রচনা করা হয়েছে যেথায় নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঐ সব ঘটেছে, যেথায় তার স্বভাবের প্রকাশ পেয়েছে, তার অবস্থান ও সুন্দর উপস্থাপনা উদ্ভাসিত হয়েছে। তা এমনই প্রণিধানযোগ্য যার বিপরীতে সকল স্বভাব, সকল তত্ত্বাবধান, অবস্থান ও সকল উপস্থাপনা ম্লান।

মহান নেতা নবী ﷺ-এর সৌন্দর্যময় আলেখ্য, দ্বিপ্তীময় প্রভাব, মাধুর্যপূর্ণ অসাধারণ প্রেরণা, গভীর আকর্ষণ, মনমুগ্ধকর বচন, এমন গভীরভাবে পাঠককে প্রভাবিত করবে যে, তা বারবার পাঠ করেও নিগুঢ় তত্ত্বে পৌছতে আরও ব্যাকুল হবে, আরও অধিক আত্মতৃপ্তি পেতে থাকবে, শিহরিত হতে থাকবে।

এটা সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবন স্মৃতি। মানুষ যার সুঘ্রাণে বিমোহীত হবে। এটা প্রবাহমান একটা ঝরণার মত দীপ্তিময় আলোকচ্ছটা যার নূরে নুরান্বিত হতেই হবে। এটা এমনই সুঘ্রাণ যার সুগন্ধে সুবাসিত ও মৃয়মান হবেই হবে।

নব ধারায় রচিত এ বইটি

গতানুগতিক যে সকল বই নবী করীম ﷺ-এর জীবনীর ওপর লেখা হয়েছে এটার ধারা ও ধরণ একটু অন্যরকম। এ বইতে ধারাবাহিক জীবনী বা ঘটনাবলি বা যুদ্ধ জেহাদের পর্যায়ক্রমিক আলোচনা নয়; বরং একটি ঘটনা বা ঘটনাংশকে বিচার বিশ্লেষণ করা ও প্রেক্ষাপট চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমে একটি অনুচ্ছেদ বা হাদীস উপস্থাপন করে তার গভীরতম প্রেক্ষাপট ও শিক্ষণীয় উপাখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। যার মাঝে মহান নেতার নেতৃত্বের পিছনে যে মহাগুপ্ত রহস্য নিহিত ছিল তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

যার মাধ্যমে একজন নেতার নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরি গুণ থাকা প্রয়োজন তা প্রকাশ করা হয়েছে। যা মানুষের স্বভাবের সাথে, মন-মস্তিষ্ক, মানবিকতার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

প্রত্যেকটা অধ্যায়ের একটি করে মুক্ত দানা নামে সারাংশ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় কুরআনের আয়াত নেয়া হয়েছে।

---

৩. সহীহ মুসলিম-৫২৩

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

অধ্যায়-২

অধ্যায়-৩

অধ্যায়-৪

অধ্যায়-৫

অধ্যায়-৬

অধ্যায়-৭

অধ্যায়-৮

অধ্যায়-৯

অধ্যায়-১০

প্রথম অধ্যায়

মসজিদের ঝাড়ুদার এক বৃদ্ধা নারী

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। একজন গাঢ়কৃষ্ণকায় মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। এজন্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পছন্দ করতেন ও তার খোঁজ খবর নিতেন। কেউ একজন এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ঐ মহিলা মারা গেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন তোমরা কেন আমাকে জানাওনি? এ প্রশ্নের মাধ্যমে এমন একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন যে, তারা হয়ত উক্ত মহিলার ঝাড়ু দেয়ার কাজকে তুচ্ছ ভাবত। তিনি বললেন : আমাকে তার কবরে নিয়ে চল। তখন তারা তাঁকে তার কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তার জন্য দুয়া করলেন। এরপর জানালেন, এ কবরস্থানের অনেক কবরবাসীর কবর সম্পূর্ণ অন্ধকারে (আযাবে) নিমজ্জিত ছিল। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের জন্য আমার দুয়ার মাধ্যমে স্বীয় রহমত বর্ষণ করত: আলোকিত করেছেন।[৪]

আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, উক্ত মহিলা অতি কৃষ্ণকার ছিলেন। তিনি রাতে মারা যান আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সকালে তার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছিল। তিনি প্রশ্নকরে বলেন, "কেন আমাকে তোমরা তার মৃত্যুর খবর জানাওনি? তিনি তার সাহাবীদেরকে নিয়ে যান ও তার কবরের পার্শ্বে দাড়ান। তিনি আল্লাহু আকবার বলে অনেক্ষণ ধরে দু'য়া করেন। অন্যরা তার পিছে একইভাবে থাকেন তিনি দীর্ঘক্ষণ দুয়া করে ফিরে আসেন।[৫]

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি ঐ মহিলাকে জান্নাতে মসজিদ হতে ময়লা ঝাড়ু দিতে দেখেছি।[৬]

হাদীসের শিক্ষা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গভীর মনোযোগ এমনই একটি অতি সাধারণ ঝাড়ুদার মহিলার প্রতি ছিল, যাকে তিনি অত্যন্ত মূল্যায়ন করেন ও যথাযথ সম্মানে আসীন করেন।

---

[৪]. মুসলিম : হাদীস-১৬৪৮

[৫]. ইবনে মাজাহ, কবর জিয়ারত অধ্যায় হাদীস নং ১৫৩৪

[৬]. মাজমা আল-জওয়াইদ ২/১৩, তাবারানী।

মানবতার মহান নেতা নবী মুহাম্মাদ ﷺ এ প্রকার একজন মহিলা যিনি তাঁর ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতেন তাকে সর্বশেষ স্তরের স্থানে সমাসীন করলেন? তিনি কতটাই সচেতন ছিলেন যে ঐ মহিলার অনুপস্থিতিতে যিনি মসজিদ ঝাড়ু দিতেন তিনি তার সম্পর্কে প্রশ্ন করে বসলেন? কি মহানুভবতা তাকে তাঁর সাহাবীদেরকে অভিযোগ করালেন যে তোমরা আমাকে না জানিয়ে কেন তাকে কবর দিলে?

কি জিনিস বাধিত করেছে তাঁকে যাওয়ার জন্য তাও একাকী নয় বরং তাঁর সাহাবীগণসহ একটি দল এবং তার কবরের পার্শ্বে দাড়িয়ে তার নাজাতের জন্য, তার কাজের প্রতি অনুমোদন প্রকাশ করার জন্য দুয়া করতে কি অনুভূতি তাকে উৎসাহিত করেছে? নেতার পক্ষ হতে সাহাবীর এ দলটির অন্তরে কি মহানুভূতির প্রেরণা তিনি যুগিয়েছেন যেটি তার অবর্তমানে নেতৃত্বের চরিত্রের প্রশিক্ষণ কি প্রদান করা ছিল না?

কেন এ মহিমান্বিত মহিলাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে আনন্দিত করাল? এটা কি মহানুভবতা প্রকাশের ছোটখাট স্থর? তিনি ছিলেন একজন মহিলা যিনি তার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ও তার ঘরের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, এটি তাকে মহান করে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

তার চেহারাগত কদার্জতা ও বার্ধক্যজনিত বয়স থাকা সত্ত্বেও নিজেকে মসজিদের কাজে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করে রেখেছিলেন যেখানে মানুষের পক্ষ হতে কাজের স্বীকৃতি বা প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

মহান শিক্ষক ও পথ নির্দেশক রসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দিকে আসা-যাওয়া করতেন তখন এ পূণ্যবতী মহিলার একাগ্রচিত্রে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে যে মসজিদ ঝাড়ু দেয়ার কাজ করতেন তা তিনি দেখতেন। তিনি তার এ মহান ইবাদতের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হতেন ও আত্মতৃপ্তি পেতেন। বস্তুতঃ এটা এমনই একটি বিষয়, যার প্রতি খুব কম সংখ্যক মানুষই গভীরভাবে উপলব্ধি করে। আর পূর্ণাত্মা-মহিলা তার কাজ প্রতিনিয়ত মসজিদে আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে একান্ত ইবাদতের নিয়তেই করতেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন জান্নাতের আটটি দরজা তার বান্দাদের কাজের স্তর ভিত্তিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তৈরী করেছেন। একাগ্রতা ও

ঐকান্তিকতা দিয়ে যা মাপা হবে। উক্ত মহিলা এমনই কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন যার মাধ্যমে তার জন্য জান্নাতের সকল দরজা উম্মুক্ত হয়েছে ও নবীজী তাকে জান্নাতে মসজিদের ঝাড়ু দিতে দেখেছেন। সুতরাং তার সমাপ্ত ছিল অত্যন্ত চমৎকার। আর প্রতিটি মানুষ তার শেষ কর্ম দিয়েই আখিরাতের প্রতিফলের সম্মুখীন হবেন। ঐ মহিলা তার কাজ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেছেন ও তার জীবনের শেষ সময় আল্লাহর মহান ঘর নবীর মসজিদ পরিষ্কারের কাজে অতিবাহিত করেন।

এ কারণে মহান নেতা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে যথাযথ প্রতিদানও পেয়েছেন। আর তা হলো তাঁর জান্নাতে পদচারণ। আর ঐ মসজিদের মহান ইমামের পক্ষ হতে তার প্রতি তাঁর মসজিদ পরিচ্ছন্নতা কাজের পরম স্বীকৃতি ও প্রতিদান। আর তাহলো তিনি স্বয়ং ও তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে তার কবরের কাছে যেয়ে তার জন্য একান্তভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঐরূপভাবে দুয়া ও প্রার্থনা করেছেন ও ঐ মহিলার সর্বশেষ আকাঙ্খা, জান্নাতে যাওয়া যা যথাযথ পেয়েছেন তার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

মহান নেতার সফলতার প্রথম গুপ্ত বিষয়ঃ

প্রতি মানুষের গুণের যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও প্রত্যেকের প্রতি একান্ত গভীর মনোযোগ প্রদান।

এ গুপ্তভেদের মূল

নিশ্চয় মানুষের এক মহা উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা অর্জন করা ও তার কর্মফলের স্বীকৃতি পাওয়া। সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষের উন্নত বৈশিষ্ট্যের প্রধানতম গোপন রহস্য হলো তাকে পুরস্কৃত করা। আর এটিই মানুষের কৃতকর্মের জন্য মূল শক্তি। এটি মানুষকে একটি উন্নত চরিত্র ও সঞ্চালনশক্তি হিসেবে অনুরণিত করতে থাকে।

মানবসত্ত্বা অবশ্যই তার মালিকের প্রতি দয়াবান ও বিনয়ী। সুতরাং সে তার কর্মফলের স্বীকৃতি বা প্রশংসা বা প্রতিদানের মাধ্যমে নিজেকে অনেক উর্ধ্বে উন্নীত করতে সমর্থ হয়।

আবু মূসা আশয়ারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি যুদ্ধ করলেন গানিমত পাওয়ার উদ্দেশ্যে, অন্যজন যুদ্ধ করলেন বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে আর তৃতীয় ব্যক্তি যুদ্ধ করলেন আত্ম প্রকাশের জন্য তাদের কার যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় হবে? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ঐ ব্যক্তির যুদ্ধ আল্লাহর রাস্তায় হবে যে আল্লাহর কালেমা সর্বোচ্চে আসীন করার জন্য যুদ্ধ করবে।[৭]

সুতরাং অনেক ব্যক্তি এমন যিনি তাদের নিজেদেরকে ভয়ংকর পরিস্থিতি যুদ্ধ ও মৃত্যুর ময়দানে আত্মদান করেন। তাঁরা এরূপ কেন করে? সে এজন্য করে যাতে তার সত্ত্বা একটা প্রশংসসীয় স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে। সে তার অবস্থান উর্ধ্বে আরোহন করার জন্য এটা করে।

বিচারের দিনে বান্দা তার প্রভুর সমীপে বলবেন আমি শহীদ হিসেবে মৃত্যু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার রাস্তায় যুদ্ধ করেছিলাম। আল্লাহ বলবেন; তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ জন্য যুদ্ধ করেছ যে, তোমাকে একজন মহাবীর বলা হবে। যা তোমাকে বলা হয়েছে। তখন তার মাথা নিচে দিয়ে পা ধরে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৮]

---

[৭]. সহীহ বুখারী কিতাবুল জিহাদ হাদীস নং ২৬৭৭

[৮]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩৬৩৫

যেখানে মুসলিম জাতির পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলে ঈমানের বিনিময়ে তার জীবনের সকল কিছু ত্যাগ করে, ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করে, নামাযে একান্ত অবনত হয়, মানসম্মান ত্যাগ করে, সেখানে তার পরিণতি ঐরূপ হোক নিশ্চয় কোনো মুসলিমের নিকট তা গ্রহণযোগ্য না।

আত্মত্যাগ করা ও মনোনিবেশ প্রদান

মানবসত্ত্বা এমন যে, তার দিকে একান্ত মনোনিবেশ করা হোক, এটাই গভীরভাবে সে আশা করে। যা কুরআনে কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ.

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে।[৯]

যে কুরআনের মধ্যে তোমাদের উপদেশ অর্থাৎ তোমাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদা।[১০]

ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে আমরা ও আবদ মুনাফের পরিবার সম্মানের সাথে বক্তব্য পেশ করছি যে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত দুইটি প্রতিযোগী ঘোড়া হব। যতক্ষণ আমাদের মাঝে একজন নবী হবেন যিনি আমাদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ দিবেন।

সম্মাননা প্রদানের দিন

কোনো প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীরা কাজ করেছেন। সে সকল কর্মচারীর জন্য হৃদয়স্পর্শী দিক হলো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কর্মচারীদের সম্মান নিশ্চিত করার দিন। এমন হতে পারে যে, এখনও কর্মরত, কেহ কাজ সমাপ্ত করেছে, কেহ বা দূরে আছে সকলেই এ বিষয়ে একই মনোভাব পোষণ করেন। আর তাদের প্রতি সম্মান বলতে এটা নয় যে, তাদেরকে কোনো বড় উপহার প্রদান করা হোক; বরং তাদের প্রতি আস্থা বা কর্মের প্রশংসা বা কর্মফলের স্বীকৃতি প্রদান করা যথেষ্ট হতে পারে তা খুবই বড় বা ছোট আর অনেকে তা অতি অল্প দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেনও কিন্তু যিনি

---

৯. আম্বিয়া-১০

১০. তাফসীর ইবনে কাসীর

কোনো কাজে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে এ ভূমিকা রাখতে পারবেন তিনি অতি উচ্চ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

মহান নেতা নবী করীম ﷺ তাঁর জীবনে নেতৃত্বের গভীর প্রেরণাময় অসম দৃষ্টান্ত ঐ প্রকার কাজের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তিনি যথাযথ মূল্যায়ন ও একান্ত মনোনিবেশ করেছেন ঐ সকল ব্যক্তিগণের প্রতি যারা ইসলাম গ্রহণ করে তার অনুগত হয়েছেন তাই সে যদি এক মুহূর্তের পূর্বে ও মুসলিম হয়ে থাকে।

দুই নেতা ও প্রতিদ্বন্দ্বী

মক্কা যেথায় নবী ﷺ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, আবু সুফিয়ান এবং হারব তথাকার একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্ব একজন নেতা একজন সুবক্তা, একজন ব্যবসায়ী এবং মক্কায় একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যার মান সম্মান ও প্রতিপত্তিতে কেহ সমকক্ষ ছিল না। যার নেতৃত্ব ও অবস্থানে কারও সংগে তুলনা করা যেত না।

নতুন ডাক এল, নবী ﷺ মানুষকে তাঁর অনুসরণ করতে ও দিক নির্দেশনা মত চলতে আহ্বান করলেন ও অনুপ্রাণিত করতে থাকলেন। আবু সুফিয়ান প্রথম হতেই এ দাওয়াতের পরিণতি অনুধাবন করেছিলেন যে কারণে তিনি নিজেই এ আহ্বানের বিপরীতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালেন। এবং অবলীলাক্রমে এ দাওয়াতের প্রতিরোধ করতে থাকলেন। মক্কাতে তার অবস্থান পূর্ণভাবে ধরে রাখতে, সত্য ন্যায়ের বিপরীতে নিজ আধিপত্যের লাগাম দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকল।

মক্কাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানের কারণে নবী ﷺ-এর দিকে ঘৃণার মনোভাব ছিল ব্যক্ত। এ কারণে নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে চরমভাবে ভোগ করতে হয়েছে তার বর্বরতা ও নৃশংসতার ভয়ানক পরিণতি, মানহানির মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা কলংক, সর্বশেষ সর্দারের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, উপহাস-ও অবজ্ঞা।

মুহাজির

পরিশেষে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করলেন। ভালবাসায় সিক্ত হলেন। ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ এক বসতিতে উপনীত হলেন। মদিনা পরিচালনার দিকে আত্মনিমগ্ন করলেন। কিন্তু মক্কার প্রধান নেতা, মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক জাজিরাতুল আরবের আরব জনগোষ্ঠিকে সত্য পথ প্রদর্শনের বিপরীতে দাড়াতে তাঁর পিছু ছাড়লেন না। ৮ বৎসর যাবৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে বদর প্রান্তর, উহুদ, খন্দক, এমনকি হুদায়বিয়াতে মক্কায় প্রবেশের বাধা দিয়ে প্রতিরোধ করতেই থাকলেন। তারপরও কি হলো?

মহান বিজয়

পরিশেষে আবু সুফিয়ান ও মক্কার নেতারা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিল যে, নতুন দাওয়াত তার নিজস্ব শক্তিতে ধাবমান যা অপ্রতিরোধ্য। মদিনাবাসী, নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণসহ দিবালোকে মক্কায় রওয়ানা হলেন। মক্কার ক্ষমতাধর কোনো শক্তি তা প্রতিরোধ করতে পারল না। তবে তাঁদেরকে এক মহান আবেগ থমকে দিল তা ছিল মক্কায় পবিত্র কেবলা বাইতুল্লাহ।

মক্কার নেতার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

৮ম হিজরীর ১১ই রমাদান নবী ﷺ মক্কার পানে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি আল-আদওয়া নামক স্থানে পৌছেন তিনি আবু সুফিয়ান ও তার চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার সাক্ষাৎ পেলেন।

নবী করীম ﷺ তাদের থেকে তাঁর ওপর যে মিথ্যা অপবাদ ও বারংবার চরম আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর কোনোরূপ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন না। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু সুফিয়ানকে বলেন: আল্লাহর রসূল ﷺ -এর নিকট যাও আর সরাসরি তাকেই ঐ কথা বল, যে কথা ইউসুফ (আ)-এর সামনে তাঁর ভাইয়েরা বলেছিল। তারা বলেছিল–

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ .

অর্থ : তারা বলল, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাদের ওপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরাই ছিলাম অপরাধী।

আবু সুফিয়ান একেবারে তাই করলেন; তখন নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, যা ইউসুফ (আ) তার ভাইদের বলেছিলেন–

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

অর্থ : আজ তোমাদের প্রতি আমার পক্ষ হতে কোনো ভৎসনা বা অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, যারা ক্ষমা করেন তাদের প্রতি তিনি মহান দয়াবান।[১১]-[১২]

আবু সুফিয়ান যিনি খ্যাতি পছন্দ করতেন

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আবু সুফিয়ান এমন ব্যক্তি যিনি আত্মসম্মান পছন্দ করেন। সুতরাং তার জন্য কিছু করেন। নবী ﷺ তাতে সম্মত হয়ে বলেন : যে আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকবে সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের বাড়ির দরজায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিবে সে নিরাপদ। যারা পবিত্র মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তারাও নিরাপদ। অনুরূপভাবে যারা মসজিদে ও তাদের বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করবে তারাও।[১৩]

আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলুন, ঐ ব্যক্তি কতই না সম্মানিত হন, যার বাড়ি যুদ্ধের সময় নিরাপদ ও শংকামুক্ত ঘোষণা করা হয়।

আবু সুফিয়ানের প্রতি মহান নবীর এহেন মহানুভবতা শুধু সম্মান প্রকাশ হয়নি বরং এমন ব্যক্তির ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে যিনি মানুষের মাঝে বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন।

মানুষ তার নেতৃত্বের অনুগত হতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল আর তার শত্রুদেরকেও তারা চিনে ফেলেছিল। যে কারণে এটা সত্য নয় যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মান অর্জন করেছেন ও তার অবস্থান নষ্ট করেছেন বা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার স্তর নিম্নে নেমে গেছে।

---

[১১]. ইউসুফ-৯২

[১২]. আল বানী ফিকহছিরাহ পৃ:৩৭৬

[১৩]. আবু দাউদ -হাদীস নং ২৬৬৯

সত্যই মহামানব

আপনি কি তার মত নেতা, বা নীতি নির্ধারক পেয়েছেন?

যে নেতা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও তাঁর শত্রু ছিলেন ও তাঁর প্রতি অসম্মত ছিলেন মাত্র ইসলাম গ্রহণেই তিনি তার মান সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখেছেন। আবু সুফিয়ানের সম্মান ও নেতৃত্ব সুসংরক্ষণ করা হয়। তার বাড়ি ছিল সকলের জন্য নিরাপত্তাস্থল ও প্রশ্রয়স্থল যারা সেখানে প্রবেশ করবে। এটা কত মহান শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে, তিনি মক্কায় পবিত্র মসজিদের পূর্বে আবু সুফিয়ানের বাড়ি উল্লেখ করেছেন। অথচ সকলের এ বিষয় জানা যে প্রাচীন এ মসজিদই সম্মানের উচ্চস্তরে, সান্নিধ্য অর্জনের প্রণিধানযোগ্য ও অন্যান্য ঘর হতে উচ্চতর অবস্থানেই সমাসীন।

হ্যাঁ এটাই সত্য ধর্ম যা হৃদয় স্পর্শ করে ও মনের মাধুরীকে দোলা দেয়।

সুতরাং যে একবার এ ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এ মহান আভিজাত্য, মহত্ব ও চমৎকার সুউচ্চ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্তপ্রকর্ষ মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসে তার আর অন্য কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না। এটা এমনই এক ধর্ম যা দায়িত্বের সর্বশেষ স্তরের দায়িত্ববান করে, মমত্ববোধের প্রতি অনুভূতিশীল ও অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ করে।

সম্মাননা প্রদান ও সম্ভ্রম রক্ষার প্রতিক্রিয়া

আবু সুফিয়ান অতি দ্রুত দৌড়াতে দৌড়াতে মক্কা পৌঁছেন ও সর্বোচ্চ আওয়াজে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকলেন: ওহে কুরাইশরা! মুহাম্মাদ তোমাদের দিকে চলে আসছে, তাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকবে সে নিরাপদ থাকবে। তারা বলল : আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। তোমার ঘর আমাদেরকে উপকার করবে না।

তিনি বলেন : যারা তাদের নিজেদের বাড়ির দরজা বন্ধ করবে তারাও নিরাপদ আবার যারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তারাও নিরাপদ। মানুষেরা তাদের বাড়িতে ফিরে গেল ও অনেকে মসজিদে গেল।

বিজয় হয়ে গেল। নির্দ্বিধায় ক্ষমা ও অনুমোদন হলো। মক্কার লোকেরা দলে দলে ইসলামের শান্তি সুধা পান করল।[১৪]

মহান ব্যক্তিবর্গ

কোনো মহান নেতার জীবনী পড়ুন, যিনি তার নেতৃত্বে অন্যদের চেয়ে মহত্ত্ব অর্জন করেছেন ও যার নাম প্রশংসার ঘ্রাণে বিমোহীত হয়েছে ও যার সুনাম বিচ্ছুরিত হয়েছে, এ রকম একজন নেতার জীবনীতে এমন কিছু বিশেষ দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ মিলবে যার কারণে আম-জনতা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তার প্রচেষ্টা আবাল বৃদ্ধ বর্ণিতা নির্বিশেষে সকলকে আকর্ষিত করেছে। তাতে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে প্রয়াশ পেয়েছে ও সকলের ভালবাসায় সিক্ত হয়েছে, সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তবে ঐ সমস্ত সকল নেতাগণই মহান নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদ্যাপীঠের নগন্য ছাত্র মাত্র। নবী ﷺ -এর জীবনী একটা গভীরতর মহাসাগর যার মাঝে পড়ে আছে মহামূল্যবান রত্নপাথর হীরা-চুন্নি, মনি-মুক্তা যা হচ্ছে তার নেতৃত্বের পিছনে লুক্কায়িত রহস্যসমূহ। যে মহাসাগর হতে আহরণ করা যায় পূর্ণতার বারতা।

তিনি কারও সাথে মিলিত হলে তার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে সম্পূর্ণ চেহারা তার দিকে দিয়ে কথা বলতেন:

আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী ﷺ যখন কারও প্রতি মনোনিবেশ করতেন তখন তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল তার দিকে সম্পূর্ণ ফিরাতেন এবং অত্যন্ত একান্তভাবে তাদের সাথেই কথা বলতেন। তিনি যখন আমার দিকে মনোযোগ দিতেন তখন তার চেহারা সম্পূর্ণ আমার দিকে এতটাই ফেরাতেন যে, আমি ভাবতাম আমি সকলের চেয়ে অধিক প্রিয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ রসূল! আমি কি অধিকতর ভালো না আবু বকর? তিনি বললেন, আবু বকর" তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ রসূল! আমি অধিকতর ভালো না ওমর? তিনি নবী ﷺ বললেন, "ওমর" তখন আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি অধিক ভালো না ওসমান? তিনি (নবী) বললেন, "ওসমান" আমি আল্লাহর রসূলের

---

[১৪]. শরহে মায়ানী আল-আছার লিত্তাহাবী (৩/৩২০)

নিকট যা জিজ্ঞাসা করেছি তিনি সত্য বলেছেন। এরপর আমি আর প্রশ্ন না করাটাই পছন্দ করলাম।[১৫]

এ মনোনিবেশের প্রতি লক্ষ্য করুন। যা নবী করীম ﷺ আমর ইবনুল আসের দিকে করেছিলেন। কি অভিভূতই না ছিল তার মনোনিবেশ?

নবী করীম ﷺ তার মহান ও সম্পূর্ণ মনোযোগ এবং সাবলীল দৃষ্টি তার প্রতি দিলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল তার দিকে ফিরালেন। যাতে তিনি যার সাথে কথা বলছেন তিনি যেন খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎটা যেন প্রশস্ত হয়।

আমর ইবনুল আসের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার কারণে তিনি ভাবতে পারলেন যে, তিনি আবু বকরের চেয়ে অধিক ভাল যিনি ইসলামের পিলার যিনি ইসলামের অর্ধেক হিসেবে বিবেচ্য, যার সর্বোচ্চ আসন সম্পর্কে সকলে জ্ঞাত, যার উচ্চ মর্যাদা, সকল জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট প্রণিধানযোগ্য।

এমনটি আমর নিজেই আবু বকর, ওমর, ওসমানের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি মহান নবীর একান্ত মনোযোগ ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ এতটাই আপ্লুত করেছিল যে, তিনি তা ভুলে গেছিলেন।

বিশেষ প্রয়োজন যাদের

আনাস رضي الله عنه বলেন, মানবিক বিকারগ্রস্থ এক মহিলা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার থেকে কিছু চাই, তিনি বললেন হে উমুক ও উমুকের মা! তোমার পছন্দ মত কোনো এক রাস্তায় আমার সংগে দেখা করতে পারলে তাহলে তোমার প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা করতে পারব। তিনি তাঁকে রাস্তার পাশে নিয়ে তার প্রয়োজন মিটালেন।[১৬]

নবীর আহ্বানটি এমনই ছিল হে উমুক ও উমকের মা! তোমার পছন্দমত কোনো রাস্তায় আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে পার তাহলে তোমার প্রয়োজন

---

[১৫]. জামে তিরমিযী হাদীস নং৩৩৫

[১৬]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪১৪৪

মিটাতে পারব। এ স্বীকারুক্তিটি এমনই এক মহিলার প্রতি ছিল যিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল না।

সাইয়েদুল মুরসালিন ﷺ-এর পক্ষ হতে এ মহিলার প্রতি এ সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দ্বীন প্রচারে কি প্রভাব পড়তে পারে? এমন কিছুই না কিন্তু প্রজ্ঞাবান প্রশিক্ষক, মহান নেতা ও শেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ মহিলার ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করে তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা বাস্তবে পরিণত করতে দ্বিধা করলেন না। তিনি জানালেন ও বাস্তবে পরিণত করলেন যে, নবুওয়াতের প্রকাশ হয়েছে মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আর প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্তর বিশেষে সকলের আত্মতৃপ্তি সংরক্ষিত হয় তাই করতে যদিও ঐ ব্যক্তি মানসিকভাবে প্রতিবন্ধিও হয়। আপনি কি কখনও দেখেছেন, শুনেছেন, পড়েছেন বা গভীরভাবে জেনেছেন যে, এমন মানসিক প্রতিবন্ধির মত ব্যক্তির প্রতি কোনো ব্যক্তি এমন গভীরভাবে তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথাযথ এগিয়ে আসে বা এমন সুমধুর ব্যবহার করে?

সকল সৃষ্টের প্রতি করুণা প্রদর্শন

রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান উক্তি যে,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ : তাকে পাঠান হয়েছে সকল সৃষ্টের প্রতি করুণা বা রহমত স্বরূপ।[১৭]

আমরা কি গভীরভাবে সকল সৃষ্টের প্রতি বাক্যটির প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করে দেখেছি?

এ 'সকল সৃষ্ট' শব্দটি সকল প্রকার জীবজন্তু ও জড় পদার্থসহ সকল মানবকুলকে সমম্বয় করে। যার মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিও আছে যারা শারিরীক মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী।

আমি ঐ ব্যক্তিকে অপছন্দ করছি, যিনি এ সকল বস্তু পড়ে জেনে ও ঐ মহান নবীর ওপর দরূদ পড়ছেন না। হে আল্লাহ যিনি আমাদের ও সকল কিছুর প্রতি করুণা ও দয়াবান, তার প্রতি আপনি রহমত নাজিল করুন।

---

[১৭]. আম্বীয়া-২১ : ১০৭

মুখামুখি

আনাস ﷺ বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন ও মোসাফাহা করতেন, ঐ ব্যক্তি তার হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি হাত ছেড়ে দিতেন না। তিনি (নবী) তার চেহারা তার থেকে অন্য দিকে ফিরাতেন না যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি না ফিরাতেন। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ সংগ দিতেন ততক্ষণ তিনি তার অবস্থান পরিবর্তন করতেন না।[১৮]

আমি অবধারিতভাবে নিশ্চিত যে, ওপরে বর্ণিত ঘটনায় যে দায়িত্ববোধ ও যে প্রেরণা প্রদান করা হয়েছে, তা যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে অতি অবশ্যই আমরা জনগণের এমন নেতা ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হব যা সকলেই উপলব্ধি করবে। গভীর ভালবাসা, অনুপ্রেরণা ও সুবিস্তীর্ণ উদ্দীপনার ব্যাপকতা আপনি অনুভব করবেন। ঐ ব্যক্তির প্রতি যিনি আপনার সামনে অবিচলভাবে দাড়িয়ে আপনার সাথে করমর্দনে ব্যাপ্ত ও আপনার বিষয় গভীর মনোযোগের সাথে সমাধানে ব্যস্ত।

আপনার সাথে যখন কেহ এরূপ ব্যবহার করবে আপনি তাকে ভাল না বেসে পারবেন?

আপনার প্রতি যিনি এমনভাবে মনোনিবেশ করেছেন তার প্রতি অনুপ্রাণিত না হয়ে পারা কি কারও পক্ষে সম্ভব?

এক দুর্বল মহিলা, একটি বালিশ ও ভালবাসা

যখন আদী ইবনে হাতিম ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ উঠে আমার সাথে মিলিত হলেন। আল্লাহর ওয়াস্তে তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে আতিথেয়তার জন্য নিচ্ছিলেন। পথে একজন বৃদ্ধা ও দুর্বল মহিলার সংগে সাক্ষাৎ হলো। যে মহিলা তাকে থামালেন। মহিলার কাজ মিটানোর জন্য দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করলেন। আদী বলেন: তখন আমি মনে মনে বললাম "এ ব্যক্তি নিশ্চিত একজন বাদশাহ নয়"।

---

[১৮]. সুনানে তিরমিযী-হাদীস নং ২৫০৩

তিনি বলেন, এরপর নবী করীম ﷺ আমাকে নিয়ে যেতে থাকলেন। আমরা তাঁর বাড়িতে পৌছলাম। তিনি খেজুরের পাতা ভর্তি একটা বালিশ নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, এটার ওপর ভর করে বস। আমি বললাম, না আপনি ওটার ওপর ভর দিয়ে বসুন। তিনি বললেন, না তুমিই বস। তখন আমি তার ওপর ভর করে বসলাম। আর নবী করীম (সা) মাটিতে বসলেন, তখন আমি আমার নিজেকে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চিত কোনো বাদশাহর সাথে তাকে তুলনা করব না।[১৯]

প্রথম অধ্যায়ের মুক্তদানা

সাধারণ জনগণের স্বাভাবিক স্বভাব যে, তার থেকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিগণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে। মানুষ মাত্ররই এমনটা স্বাভাবিক। সাধারণ জনগণের এ মনোভাবের ব্যত্যয় ঘটে ঐ সময়, যখন উক্ত বিশেষ ব্যক্তি সাধারণ জনগণ, গরিব ও নিম্নবিত্তদের সংগে বিরূপ মানসিকতা প্রকাশ করে। এমনকি আপনি দেখবেন কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি পর্যায়ে না হয়েও সাধারণ মানুষের প্রতি বিশেষ সুদৃষ্টি দেয়ার কারণে ও তাদের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করায় যিনি বিশেষ প্রশংসার পাত্র হন।

আবার দেখবেন সমাজের উচ্চবিত্ত অনেকে সাধারণ জনগণকে ভালবাসা-প্রীতি প্রদর্শন করার কারণে তাকে সমাজে বিশেষ স্থান দেয়া হচ্ছে। আবার সাধারণ জনগণের সংগে ঐরূপ ভালো আচরণ না করার কারণে তিনি প্রশংসা হারাচ্ছেন। যদিও সাধারণ জনগণ ব্যস্ত থাকে ও সমাজে বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে উচ্চ বিত্তদের পর্যায়ে দেখা যায় না। কিন্তু এরা যখন কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে থাকবে। তিনি একক নেতার পরিণত হবেন। আর আপনি জেনে রাখুন ঐ ব্যক্তি এমন মহান নেতায় রূপান্তরিত হবেন যা আপনার চক্ষু কখনও দেখেনি আর আপনার কান কখনও তা শুনেনি।

---

[১৯]. তাবাকাত হাদীস নং ২৮৪, আল-বিদায়া ওয়ান্নেহায়া ৫/৭৫

প্রথম মুক্তদানা

আবু রেফায়া বর্ণনা করেন: আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এমন সময় আসলাম যখন তিনি হিতোপদেশ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! একজন ব্যক্তি যিনি দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে না তিনি দ্বীন সম্পর্কে জানতে চায়। আল্লাহর রসূল ﷺ আমার দিকে তাকালেন। তিনি তাঁর বক্তব্য বন্ধ করে আমার কাছে আসলেন। তাকে একটি আসন দেয়া হলো মনে হলো তার পায়া লোহার। আল্লাহর রসূল ﷺ তার ওপর বসলেন ও আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা আমাকে শিখাতে লাগলেন। এরপর তিনি (মেম্বারে)ফিরে গেলেন তার বক্তব্য প্রদানের জন্যও তা যথাযথ সম্পন্ন করলেন।[২০]

স্মরণীয়

একজন মহান ও সফল নেতা হওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্য সকলের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করে, তাদের কর্মের প্রশংসা বা বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে।

সকল সত্তার স্রষ্টা, করুণাময় মহান আল্লাহ বলেন-

وَ اِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আমার আয়াতসমূহের ওপর যারা ঈমান এনেছে তারা যখন আপনার নিকট আসবে তাদের বলুন : আপনাদের ওপর সালাম। তোমাদের রব নিজ থেকে রহমত নির্ধারণ করেছেন এ বিষয়ে যে, তোমাদের কেহ অসাবধানতা বশত কোনো খারাপ কাজ করে ফেলল তারপর তওবা করে ও ভাল কাজ করে তাহলে তিনি (আল্লাহ) ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[২১]

---

[২০]. সহীহ মুসলিম-হাদীস নং ১৫০৬

[২১]. আল-আনয়াম- ৬: ৫৪

যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান রাখে তারা যখন আপনার নিকট আসে তারা ঐ সকল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন তাদেরকে আপনি বলুন; তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা এ জন্য যে, তাদের হৃদয় সুবিন্যস্ত হবে ও তাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে।

এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করে নবী করীম ﷺ তাদের (সাহাবীদের) সাথে দেখা হলে তিনিই প্রথম সালাম দিতেন।[২২]

---

[২২]. জুবদাতুত্তাফসীর মিম ফাতহুল কাদীর পৃ:১৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছোট বালক একজন ভাগ্যবান সেবক

আনাস ইবনে মালিক (রা) নবী করীম (সা) -এর একজন যোগ্য সাহাবী ছিলেন। মদিনা মুনাওরায় হিযরত করা পর্যন্ত তিনি নবীর সাথে ছিলেন। আনাস (রা) বদর যুদ্ধ এবং একাধিক যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাইয়াতে রেদওয়ান (গাছের তলায়) অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১]

আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি প্রশ্নকারিকে বলেছিলেন, "তোমার মা তোমাকে ভুলে থাকতে পারেন। আমি কিভাবে বদর যুদ্ধে থেকে নিজেকে বিরত রাখি?"[২] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আয্যাহাবীর মতে, "যারা যুদ্ধাভিযানের প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন তারা বদরের যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আনাসকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কারণ আনাস (রা)-এর বয়স তখন কম ছিল এবং তিনি বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধ করেননি। আনাস (রা) যোদ্ধাদের মালপত্র নিয়ে তাদের পিছনে ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এ কারণেই আনাস (রা) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কথা শোনা যায়।[৩]

আনাসের ভাষ্য হলো, "আমি দশ বছর নবী করীম (সা) -এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে তিনি কখনও আমাকে অপমান করেননি, আঘাত করেননি এমনকি আমার দিকে কখনও ভ্রূকুটি করেননি। তাঁর দেয়া আদেশ পালন না করার জন্য কখনও আমাকে দোষারোপ করেননি। এমনকি ঘরের কেউ যদি আমাকে দোষারূপ করতেন, তাহলে তিনি বলতেন, 'তাকে তার মতোই থাকতে দাও। কারণ যেটা পূর্ব নির্ধারিত সেটা ঘটবেই।[৪]

আরেকটি বর্ণনায় আছে, "তিনি কখনও উহ্ (রাগ প্রকাশের একটি অভিব্যক্তি) প্রকাশ করেন নি এবং আমি যা করতাম সেটার কারণ তিনি

---

১. সীয়ারুল আলম আন নুবালা (২/৩৯৭) লিজ জাহাবী)
২. আল হাকীম কর্তৃক আল মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস- ৬৪৯৯।
৩. আয-যাহারী কর্তৃক প্রণীত সীয়ারুল আলম আন-নুবালা (২/৩৯৭)।
৪. আবু নুয়াঈম কর্তৃক দালাইল আন-নবুয়াহতে বর্ণিত। দ্বাদশ অধ্যায়, হাদীস নং ১২০।

আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন না অথবা যে কাজটা আমি অসম্পূর্ণ রাখতাম সে ব্যাপারে নবী করীম ﷺ কোনো কৈফিয়ত চাইতেন না।[৫]

উল্লিখিত সূত্রের পাঠ

একটি নাবালক শিশু যার বয়স ছিল মাত্র আট থেকে দশ, সে এমন এক মহামানব সেবাদানে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন তাঁর সময়ের তার পরবর্তী সময়ের এমনকি তাঁর পূর্বের সময়েরও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান।

উল্লেখযোগ্য যে, এ বালকটি দিবারাত্রি নবী ﷺ-কে সাহচার্য দিতেন সফরে অথবা ঘরে, শান্তি অথবা যুদ্ধের সময় এবং কোনোটিই নবীকে এ বালকের সাহচার্য থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। এ ধরনের সম্পর্ককে ঘিরে আমরা কি ধরনের চিত্র কল্পনা করতে পারি?

তাদের উভয়ের মধ্যে বয়স এবং অবস্থার ভিন্নতা থাকা স্বত্ত্বেও এ বালকের কাধে কি বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেটা কি চিন্তা করা যায়? আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বয়সের অন্য কেউ যদি এ দায়িত্বটা পালন করত তাহলে কি পরিমাণ ভুল-ভ্রান্তি সে করত সেটা কি ভেবে দেখার বিষয় না?

ভেবে দেখুন, এ শিশুটিকে সে দায়িত্বগুলো অর্পন করা হয়েছিল যেগুলোর ব্যাপারে যদি সে অবহেলা করত তাহলে কতই খেসারত, নেতার [(নবী (সা)] সময়ের অপচয় এবং মুসলিম স্বার্থের কি পরিমাণ ক্ষতি হতো?

কোনো গালমন্দ ছাড়াই এ বালক তার কষ্ট সহিষ্ণুতার গুণে নবী করীমের সাথে দশ বছর কাটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। "একবারের জন্য হলেও তিনি আমাকে কখনও অপমান করেননি।

হে মাতা-পিতা এবং নেতরা! এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এ বালকের অনুভূতি কখনও আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি- এমনকি কুচকানো ভ্রূ অথবা ভ্রূকুটি করা মুখমণ্ডল দ্বারাও আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কখনও আক্রান্ত হয়নি; তিনি আমাকে কখনও গালমন্দ করেননি এমনকি এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নবী করীম ﷺ এ বালকের প্রতি কখনও ভ্রূ কুচকানো অথবা ভ্রূকুটি করেননি। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে নিন্দনীয় কিছুই বলেননি : যে কাজগুলো আমি দেরি করে করতাম সেগুলো করার জন্য তিনি আমাকে কখনও আদেশ

---

[৫]. আল তিরমিজীর হাদীস নং ২০০৮।

করেননি এবং যে ব্যাপারে গালাগাল আমার প্রাপ্য ছিল সেগুলোর ব্যাপারেও আমাকে গালাগাল করতেন না।

সেগুলোর ব্যাপারেও মুহাম্মাদ ﷺ -এর ওপর আপনার দয়া এবং শান্তি বর্ষণ করুন যার ডাকের মাধ্যমে আপনি বিশ্বাসীদেরকে আশির্বাদপুষ্ট করেছেন এবং যার বাণীর মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে অন্যান্যদের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। "অভিযোগ হতে বিরত থাকা ও সমালোচনা থেকে দূরে থাকা," ভবিষ্যতদ্রষ্টা কৃতকার্য নেতা হওয়ার জন্য এ মহান গুণ হলো অন্যতম গোপন তত্ত্ব।

সফল নেতার দ্বিতীয় গোপন তত্ত্বঃ

অভিযোগ হতে বিরত থাকা ও সমালোচনা থেকে দূরে থাকা

নেতৃত্ব করার গোপন রহস্য হলো নিন্দা থেকে বিরত থাকা এবং ধ্বংসাত্মক সমালোচনা থেকে দূরে থাকা। প্রথম দিকের মুসলমানদের জীবনী পড়লে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, সুন্দর অভিব্যক্তি এবং অনুপ্রেরণার সাক্ষাত মিলে। দু'জনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির ইস্যুতে এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলেছিলেন যে, সে এ ব্যাপারে বন্ধুর প্রতি সুবিচার করেছে "আগামীকাল আমরা আমাদের নিন্দা করব। উত্তরে বন্ধুটি বললেন, "আগামীকাল আমরা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেব।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমাকে বলুন আপনারা কি এই অভিব্যক্তির সৌন্দর্য অনুধাবন করেছেন এবং এই স্তরের মিষ্টতা পরীক্ষা করে দেখেছেন : "আগামীকাল আমরা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। "এ ধরনের উচ্চাঙ্গের নেতৃত্বের ভিত্তি হলো সঠিক প্রত্যাশা এবং সামগ্রিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন। এ ধরনের নেতৃত্ব ভালটাকে গ্রহণ করে এবং প্রশংসা করে আর যা খারাপ সেটাকে ক্ষমা করে।

মানুষের প্রত্যেক আলাপচারিতার সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা হলো ভুল এবং অন্যায় কাজে নিজেকে ব্যস্ত না করে আত্মমর্যাদাকে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা। ভাইয়েরা, নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, এ ধরনের আত্মমর্যাদা অর্জন করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো, সে ব্যক্তি ভুল করেছে তাকে দোষারোপ না করা এবং তার সমালোচনা না করা।

দীপ্তিময় রত্ন

আত্মা দেহের কাছে মূল্যবান এবং মানুষের অহংকারবোধ হলো মূল্যবান জহরত। প্রত্যেক জীবিত মানুষের জন্য এটা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন তার জহরতে আঁচড় লাগে এবং নিন্দার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যখন প্রশিক্ষক, প্রচারক অথবা নেতা অন্যান্যদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য নিন্দাকে বেছে নেন, তখন তার এটা মোটেই আশা করা উচিত হবে না যে, নিন্দিত ব্যক্তি তার নিন্দাকে গ্রহণ করবে অথবা তার সমালোচনা ঐ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে। নিন্দা এবং ঘৃণার সাধারণ পরিণতি হলো- শত্রুতা, অসন্তুষ্টি এবং আত্মপ্রত্যাহার।

একজন সমালোচক তাকে কখনও অবহেলা এবং ভুলের পাল্টা দোষারোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না। এ ধরনের বেদনাদায়ক সমালোচনা মাঝে-মধ্যে সন্তানের চাকুরিজীবী বা অন্য যে কাজের ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পারে। তবে একজন দুঃস্থ মানুষের বর্তমান পরিস্থিতি, অব্যাহত উপকার অথবা দুর্বলতার কারণে এ পরিবর্তনটা অস্থায়ী হতে পারে। যখন অবস্থার পরিবর্তন হবে অথবা দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাবধান করার জন্য কেউ থাকবে না তখন ঐ ব্যক্তি তার প্রাথমিক অবস্থাতে ফেরত যাবে।

তপস্যারত বন্ধু

আবু মূসা আল আশারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন। "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পত্নীদের ওপর উসমান ইবনে মাযুনের পত্নী অধিকার অর্জন করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীরা অনুধাবন করলেন যে, মাযুন-পত্নী ভাল নেই। সেজন্য তারা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সমস্যাটা কি? কুরাইশ গোত্রে তোমার স্বামীর চাইতে সম্পদশালী আর কেউ কি আছে?

উত্তরে মাযুন-পত্নী বললেন, আমি এ বিবাহবন্ধন থেকে কিছুই পাই না। আমার স্বামী উসমান সাওম পালনের মধ্য দিয়ে দিনের বেলা কাটান এবং রাত কাটান নামাজ-কালামের মাধ্যমে। সে মুহূর্তে নবী করীম (সা) আলোচনা স্থলে প্রবেশ করলেন এবং নবী পত্নীরা তাঁকে ঘটনা অবহিত করেন।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে দেখা করে বললেন। হে উসমান, আমি কি তোমাদের জন্য অনুকরণযোগ্য একটি দৃষ্টান্ত নই? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করুক, তবে ব্যাপারটা কি? রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি রাতে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাক এবং দিনের বেলায় সাওম পালন কর। অবশ্যই পরিবারের সদস্যদের তোমার ওপর একটা অধিকার আছে এবং তোমার শরীরেরও তোমার ওপর অধিকার আছে। সুতরাং আল্লাহর বন্দেগী কর এবং ঘুমাও, সাওম পালন কর এবং সাওম ভঙ্গ কর।" '

আবু মুসা বলেছিলেন যে, পরবর্তীতে উসমান পত্নী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীদের সামনে সুগন্ধি ব্যবহার করে উপস্থিত হন এবং তাকে বধূর মতো লাগছিল। এটাতে তাঁরা (রসূল পত্নী) আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং উসমান পত্নী

বললেন, যে দয়াটা মানুষের ওপর ভর করে সেটা আমাদেরকেও আচ্ছন্ন করেছে। যার অর্থ হলো তার স্বামীর ওপরে রসূল ﷺ-এর উপদেশ বিরাট প্রভাব ফেলেছে।[৬]

আমরা এ বিষয়টার ওপর চিন্তা করি

উসমান ইবনে মাযুন সত্যিকার অর্থে একজন বিশ্বাসী এবং আল্লাহর অকৃত্রিম অনুরাগী। তিনি তাঁর সালাতের স্থানে রাতভর সালাত আদায় করেন এবং দিনের সময়টা অতিবাহিত করেন সাওম পালন করে। তাঁর একজন সুন্দরী যুবতী পত্নী আছেন যিনি এ ধরনের খাপছাড়া দাম্পত্য জীবনে অসুখী। তিনি কোনো অভিযোগ ছাড়াই রসূল ﷺ-এর পত্নীদের শরণাপন্ন হলেন। রসূল পত্নীরা তার এ অবস্থা আঁচ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি তার অবস্থাটা ব্যাখ্যা করলেন। এ খবরটা রসূল ﷺ-এর কানে গেল এবং তিনি এটা শুনে বিরক্ত হলেন। উসমান বিন মাযুনের পক্ষে এটা কিভাবে সম্ভব।

শেষ বার্তাটা ছিল সুখের দিকের একটি নির্দেশনা, যেটা মানুষ অনুসরণ করবে এবং যে বার্তার মধ্যে হৃদয়ের জন্য আনন্দ এবং আত্মার জন্য আরাম খুঁজে পাবে, যার মাধ্যমে তারা সঙ্গতভাবে আবেগের প্রয়োজনীয়তাকে পরিপূর্ণ করতে পারবে।

সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো পরিষ্কার। সে ক্ষেত্রে উসমানের হৃদয়ে কিভাবে এ অন্যের মনোভাব স্থান পেল? এ ঘটনাটা পরবর্তী সময়ে ঘটেছিল অর্থাৎ রসূল করীম ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন, সেখানে বসতি স্থাপন এবং সেখানে তাঁর মসজিদ এবং ঘর তৈরি করেন।

এ নেতা এবং প্রশিক্ষক উসমানের সাথে কি করলেন?

নবী করীম ﷺ উসমানকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে গালমন্দ করলেন না। এমনকি তার কাজের কোনো খুঁতও ধরলেন না অর্থাৎ তার ইবাদত-বন্দেগী, সালাত এবং সাওমের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করলেন না।

---

৬. ইবনে হিব্বান কর্তৃক প্রণীত সাহীতে বর্ণিত। হাদীস নং ৩১৭

এবং রসূল করীম ﷺ উসমানের সালাত ও সাওম আদায় করার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেননি।

অন্যপক্ষে রসূল ﷺ এমন একটি পরিপূর্ণ চিত্র তাঁর সামনে হাজির করলেন যার মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাসীরা এ জীবনের প্রয়োজন এবং পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির মধ্যে একটি অনুকূল ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।

রসূল ﷺ তাকে সবচাইতে ন্যায়পরায়ণ পথের সন্ধান দিলেন এবং একট পরিপূর্ণ পন্থা বাতলে দিলেন। 'তুমি কি আমার মধ্যে অনুসরণযোগ্য একটি পরিপূর্ণ আদর্শের সন্ধান পাও না? অর্থাৎ তোমার এটা জানা আছে যে, আমি হলাম আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে একেবারে নিখাদ। যিনি হলেন আল্লাহ সম্পর্কে সবচাইতে বেশি সচেতন এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত। তবুও আমি সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই, আমি সাওম পালন করি এবং সাওম ভঙ্গ করি।'

এভাবেই আমার পত্নীকে আদর সোহাগ করার জন্য, শিশুদের সাথে খেলার জন্য আবেগ পরিপূর্ণ করার জন্য এবং বসতবাড়ির প্রতিটি অংশে শান্তি ছড়িয়ে দিতে আমি কিছু সময় ব্যয় করি। ঘরের বাসিন্দারা যেভাবে আনন্দ পায় এবং সঠিক মনযোগের জন্য তাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয় সেটার ব্যবস্থা করি। এগুলোর মাধ্যমে জীবনের সমস্যা এবং জীবন ধারণের কষ্টের মূলোৎপাটন করা সম্ভব।

এ সুন্দর শব্দগুলো ইবনে মাযুনের হৃদয় জয় করে এবং তার মনকে বশীভূত করে...........

ইবনে মাযুন রাতে কেন অতিরিক্ত সালাত আদায় করেন এবং দিনের বেলায় কেন সাওম পালন করেন? তার এ অতিরিক্ত সালাত আদায় এবং সাওম পালনের উদ্দেশ্য হলো বেহেশতে একটি উচুঁ আসন লাভ করা এবং একমাত্র শেষ নবীই বেহেশতের সবচাইতে উঁচু আসনে উপবিষ্ট হবেন।

বেহেশতের সবচাইতে উচ্চাসনে যিনি স্থান পাবেন (অর্থাৎ নবী) তিনি রাতে ঘুমাবেন এবং ইবাদত-বন্দেগী করবেন, দিনের বেলায় সাওম পালন এবং ভঙ্গ করবেন। তিনি হলেন শরীয়তের প্রবর্তক এবং আল্লাহর বাণীর জিম্মাদার।

আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তার চেয়ে ভাল পথ আর কি হতে পারে? অথবা তিনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তার চেয়ে ভাল পদ্ধতি আর কি হতে পারে? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে পথে নির্দেশ দিয়েছেন তার চেয়ে খাঁটি পথ আর কি হতে পারে?

উসমান ইবনে মাযুন স্বগোক্তি উক্তি করেছেন : এ পথটা যদি সঠিক হয়। তাহলে আমি অবশ্যই এটা অনুসরণ করব, কারণ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেই ইহজগত এবং পরজগতে দয়া অর্জন করা সম্ভব ।

নতুন বধূ এবং সুখী জীবন

তারপর ইবনে মাযুনের জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা গেল এবং এই পরিবর্তনটা চলতে থাকলো। এ ধরনের পরিবর্তন তার চরিত্রের অন্যতম স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলো। অন্যান্য মহিলাদের মতো ভাল পোশাক এবং ভাল চাহনীসহ মাযুন পত্নী রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর বাসস্থানে গেলেন। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যে, তার একটি শান্তিপূর্ণ ঘর এবং সমৃদ্ধশালী জীবন আছে।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে উপস্থিত অনেকেই তাকে তার এমন অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে মাযুন পত্নী বলল, তার স্বামীর আচার-ব্যবহার পরিবর্তনের কারণে তিনি আনন্দময় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাচ্ছেন এবং কঠিন তপস্যারত স্বামীর মনযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন ।

ভদ্রতার মাধ্যমে অভিযোগ

মাযুন পত্নী চুপেচাপে অভিযোগ করার সময় তার প্রকাশভঙ্গি ছিল খুব সূক্ষ্ম এবং কি চমৎকার ছিল তার ছবি। তার অভিযোগটি ছিল : আমরা তার কাছ থেকে কিছুই পাই না। কারণ তিনি রাতে ইবাদত-বন্দেগী করেন এবং দিনের বেলা সাওম পালন করেন। তারপর এ কথাগুলো দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন : যে দয়া অন্যান্য মানুষ পায়, সেটা আমরাও পেয়েছি।

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাস মুক্ত করলেন

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে অতিক্রম করে যচ্ছিলেন। যখন আবু বকর তার কিছু ক্রীতদাসকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তিনি (অর্থাৎ নবী) আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) -এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি যে, দু'জন

অভিশপ্ত এবং দুজন সৎ মানুষ একই জায়গায় মিলিত হতে পারে না।' একথা শুনে আবু বকর তাঁর কিছু ক্রীতদাসকে মুক্তি দিলেন। তিনি রসূল-এর কাছে এসে বললেন, আমি এটার পুনরাবৃত্তি করব না।

ওমর তাঁকে টেনে ধরলেন

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর -এর বরাতে বলা হয়েছে। "যখন মুনাফিকদের প্রধান আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মৃত্যু হলো তখন তার পুত্র আল্লাহর নবীর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, তাকে ঢেকে রাখার জন্য দয়া করে আপনার জুব্বাটি আমাকে দিন, যাতে করে তার জানাযা আদায় করা যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেতে পারি।" [৭]

আল্লাহর রসূল তাঁর জুব্বাটি দিয়ে বললেন, 'জানাযার সময় হলে আমাকে খবর দিও, যাতে করে আমি তার জানাযায় উপস্থিত হতে পারি। সুতরাং তিনি রসূল-কে খবর দিলেন এবং যখন রসূল জানাযা আদায় করার জন্য উদ্যোগী হলেন তখন উমর রসূলের হাত ধরে বললেন 'আল্লাহ কি মুনাফিকদের জানাযা আদায় করার জন্য নিষেধ করেননি? মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'কোনো কিছু যায় আসে না আপনি (মুহাম্মাদ) মুনাফিকদের মাফ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে মিনতী করলেন বা নাই করলেন। এমনকি তাদেরকে মাফ করে দেয়ার জন্য আপনি যদি আল্লাহর কাছে সত্তর বারও দোয়া করেন তাহলেও আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না।" তারপর এ আয়াতটি নাযিল হলো-

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ.

অর্থ : "এবং হে মুহাম্মাদ! মুনাফিকদের থেকে যারা মারা গেছে তাদের কারও জন্য (জানাযার) নামায পড়াবেন না।"[৮]

কিছু লোকের ব্যাপারে

বিশ্বাসীদের মাতা আয়েশা নবী করীম-এর সাথে বসবাস করতেন এবং সে কারণে তিনি নবীর কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারে জানতেন সেটা অন্যান্য সাহাবী এবং অন্যান্য স্ত্রীগণ জানতেন না। ভুল সংশোধন করা

---

[৭]. আল বায়হাকী কর্তৃক তাঁর গ্রন্থ সুয়ার আল-ঈমানে বর্ণিত। হাদীস নং ৪৯১৯।

[৮]. আল তাওবাহ (৯ : ৮৪) আল বুখারী হাদীস নং ৫৪৭১

এবং যে কোনো বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনার যে পথ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখিয়ে গিয়েছেন সেটা সম্পর্কে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) অবগত ছিলেন। এটা হলো যেসব ব্যক্তিরা কুরআন প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছিলেন, "যখনই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কারো সম্পর্কে খবর জানানো হতো, তখন তিনি বলতেন না, অমুকের ব্যাপার কি? তবে তিনি বলতেন, "কিছু লোকের ব্যাপারে কি যারা অমুক অমুক বলছে?"[৯]

শিক্ষার নিয়ম-নীতি - পথ প্রদর্শন এবং নেতৃত্ব

এখানে আমরা অভিযোগ থেকে বিরত থাকা ও সমালোচনা থেকে দূরে থাকার সাধারণ নিয়ম-নীতি এবং এ ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ত পন্থার কথা আলোচনা করছি। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) (আল্লাহ তাঁর ওপর এবং তার বাবার ওপর সন্তুষ্ট হোন) কয়েকটি উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে তাঁর এ ধারণা সৃষ্টি করেন- যার কিছু তিনি শুনেছিলেন এবং অন্যান্যগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা, "কিছু লোকের ব্যাপারটা কি" তিনি দিক-নির্দেশনা দিতেন এবং সচরাচর তিনি ভুল শুদ্ধ করতেন। এরকম কিছু ব্যাপার এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

১. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) -এর ভাষ্য অনুযায়ী, "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু ব্যাপারকে ধর্মীয়ভাবে অনুমোদনযোগ্য বলে ঘোষণা করেন, তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ অনুমোদনযোগ্য ব্যাপারগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। যখন এ ব্যাপারটি রসূলের কানে পৌঁছে তখন তিনি আল্লাহর সুনাম গেয়ে এবং তাঁকে মহিমান্বিত করে বললেন, যে কাজগুলো আমি করতে পারি সেগুলো থেকে অন্যান্য লোকেরা কিভাবে নিজেকে বিরত রাখে? আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি। তারা আল্লাহকে যতটুকু জানে তার চেয়ে বেশি আমি আল্লাহকে জানি এবং আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশি ভয় করি।"[১০]

---

[৯]. সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৪২১২। আল আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

[১০]. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৬৯০৬

২. ইবরাহীম ইবনে যায়েদ ইবনে কায়েসের মতে, "সাহাবীদের একজন দীর্ঘ সময় যাবত সালাতে ইমামতী করতেন। নবী করীম ﷺ-কে ব্যাপারটা জানানো হলো এবং এ প্রসঙ্গে নবী করিম ﷺ বললেন, 'কিছু লোকের ব্যাপারটা কি যাদের কারণে অন্যান্যরা এ ধর্মকে ঘৃণা করে? যে ব্যক্তি সালাতে ইমামত করেন তার উচিত হবে না দীর্ঘ সময় ক্ষেপণ করা, কারণ মুসুল্লীদের মধ্যে অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং দুঃস্থ লোক থাকে।'[১১]

৩. আল আসওয়াদ ইবনে সারীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বরাতে বলা হয়েছে, "আমরা একটি যুদ্ধাভিযানে রসূল ﷺ-এর সাথে বাইরে গিয়েছিলাম, যে যুদ্ধে আমরা অবিশ্বাসীদের পরাজিত করেছিলাম। যোদ্ধাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করেছিল এবং শিশুদেরকে হত্যা করেছিল। (শিশুদেরকে হত্যা না করার আদেশ তখনও পর্যন্ত দেয়া হয়নি) এ ব্যাপারটা নবী (সা)-কে জানানো হলো এবং তিনি বললেন, 'কিছু লোকের ব্যাপারটা কি যারা শিশু হত্যা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি। শিশু হত্যা থেকে বিরত থাক। "তিনি এ কথাটা তিনবার বললেন।[১২]

৪. আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বলা হয়েছে। 'নবী করীমের কতিপয় সাহাবী তার স্ত্রীদেরকে তিনি যে কাজগুলো একাকী করেন সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সাহাবীদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি বিয়ে করব না; "সাহাবীদের মধ্যে আরেকজন বললেন, 'আমি গোশত খাব না এবং আরেকজন বললেন, "আমি বিছানায় শোব না।" তিনি (নবী) আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁকে মহিমান্বিত করে বললেন, "কিছু লোকের ব্যাপারটি কি যে তারা অমুক অমুক কথা বলছে? যে ক্ষেত্রে আমি সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই; আমি সাওম পালন করি এবং ভঙ্গ করি; এমনকি আমি বিয়েও করি এবং যে আমার সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাবে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[১৩]

---

১১. মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান কর্তৃক তাঁর আল আমার গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ১৮৪

১২. সুনানে আল দারিমী হাদীস নং ২৪২৮

১৩. মুসলিম হাদীস নং ২৫৭৫।

লভ্যাংশের দিক

যেহেতু অবহেলা ভুল এবং অজ্ঞতা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং বংশ পরম্পরা থেকে আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে আসছি। রসূল কিভাবে এগুলো সমাধান করতেন? আরোও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন যে, সমালোচনা, দোষারোপ এমনকি মার-ধরও মাঝে-মধ্যে জীবনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেগুলো ব্যতিরেকে কেউ চলতে পারবে না, যাদের ওপর কিছু লোককে শাসন ভার ন্যস্ত রয়েছে।

আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা

আনাস ﵁-এর বরাতে বর্ণিত। 'যখন আমরা রসূলের সাথে ছিলাম তখন এক বেদুঈন মসজিদের ভিতর প্রস্রাব করেছিল। সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন তাকে ভর্ৎসনা করা অথবা এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তবে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তাকে বাধা দিও না, তাকে প্রস্রাব করতে দাও।'

তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ বেদুঈনকে ডেকে বলল, 'অবশ্যই এ মসজিদগুলোতে প্রস্রাব অথবা মলত্যাগ করা ঠিক নয়। সর্বশক্তিমান, মহিমান্বিত আল্লাহকে স্মরণ করা, সালাত আদায় করা, কুরআন তেলাওয়াত অথবা আল্লাহর রসূল যা করতে বলবেন সেগুলো করার জন্য মসজিদ।" বর্ণনাকারী আরোও বললেন, "যখন রসূল ﷺ কথা শেষ করলেন তিনি এক বালতি পানি আনতে বললেন এবং প্রস্রাবের ওপর ঐ পানি ঢেলে দিলেন।[১৪]

আরেকটি হাদীস মতে, "বেদুঈন আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং আমার প্রতি দয়াবান হও এবং অন্য কারো ওপরে তোমার দয়া প্রদর্শন কর না।' একথা শুনে রসূল ﷺ বললেন "তুমি কোনোকিছু যা প্রশস্ত ছিল সেটাকে সঙ্কীর্ণ করেছ।[১৫]

---

[১৪]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬০

[১৫]. আল বুখারী সহীহ হাদীস নং ৫৬৮৩।

অপরাধীর পুরস্কার

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে বলা হয়েছে। "যখন রসূলের সাথে আমি হাঁটছিলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল ঘন মুড়ি সেলাই করা একটি নাযরানী আলখেল্লা। এক বেদুঈন রসূল ﷺ-কে হঠাৎ করে আক্রমণ করে বসলো এবং তাঁর পোশাক এমন প্রচণ্ডভাবে টান মারল যে,আমি তার কাঁধের ওপর ঐ সেলাইয়ের দাগ দেখতে পেলাম। এরপর বেদুঈন রসূল ﷺ -কে বললেন, আল্লাহর কাছ থেকে তার (বেদুঈন) জন্য একটি উপহারের কথা বলতে।' রসূল ﷺ তার দিকে ঘুরলেন, হাসলেন এবং তারপর এ বেদুঈনকে একটি উপহার দেয়ার জন্য আদেশ করলেন।[১৬]

বেমানান পোশাক

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه-এর বরাতে বর্ণিত।এক ব্যক্তির পরনে ছিল হলুদ রংয়ের পোশাক। যে রংটা রসূল ﷺ পছন্দ করতেন না। যখন ঐ ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন তখন রসূল ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে বললেন, 'তোমরা যদি ঐ লোকটিকে হলুদ রং ত্যাগ করতে বলতে পার।" তিনি এ কথাটা দুই বা তিনবার বললেন। রসূল ﷺ সে রংটা অপছন্দ করতেন সে রংয়ের পোশাক কারো পরণে দেখলে রসূল ﷺ-এর তার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটা ছিল খুবই কদাচিত।[১৭]

সর্বোত্তম শিক্ষক

মুয়াবিয়াহ বিন আবদ-হাকম আল-সুলামী বর্ণনা করেছেন, "আমি যখন রসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি বললাম, 'আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করুন।' উপস্থিত মুসল্লীরা আমার দিকে একটি না সূচক দৃষ্টি নিয়ে তাকাল, সে কারণে আমি বললাম, 'আমার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক, কি কারণে তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছ? তারা হাত দিয়ে উরু চাপড়াতে শুরু করল এবং যখন আমি

---

[১৬]. সহীহ বুখারী হাদীস নং ১২৩৪২

[১৭]. আহমদ কর্তৃক তাঁর মুসনাদে বর্ণিত বানী হাকিমের মুসনাদ, আনাস বিন মালিকের মুসনাদ।

বুঝতে পারলাম যে, তারা আমার নিশ্চুপ চাচ্ছে তখন আমি রাগান্বিত হলাম, তবে আমি কিছুই বললাম না।[১৮]

যখন আল্লাহর রসূল ﷺ সালাত শেষ করবেন তখন আমার বাবা এবং মাকে মুক্তিপণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে। আমি এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগে অথবা পরে আমি এমন কোনো শিক্ষকের সাক্ষাত পাইনি, যে রসূল ﷺ-এর চেয়ে ভাল পন্থায় শিক্ষা দিতে পারেন। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, তিনি আমাকে গাল-মন্দ, মার-ধর অথবা বদ দোয়া করেননি, তবে তিনি বলতেন, সালাত চলাকালীন সময়ে মানুষের কথাপোকথন সমীচীন নয়। সালাতের সময় আল্লাহর গুণকীর্তন করা, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করা এবং কুরআন তেলাওয়াত অনুমোদন যোগ্য।[১৯]

তাওরাতের নেতা

আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দেখা করে বলেছিলাম, তাওরাত কিতাবে যেভাবে আল্লাহর রসূল (সা) বর্ণিত হয়েছেন সেটা আমাকে বল।" আব্দুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, কুরআন মজিদে রসূল ﷺ-এর যে বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো তাওরাতেও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে এভাবে ইরশাদ হয়েছে : "হে নবী! আমরা আপনাকে আল্লাহর সত্য দ্বীনের সাক্ষী, বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদদাতা, অবিশ্বাসীদের জন্য সাবধানকারী এবং অশিক্ষিত লোকদের জন্য অভিভাবক স্বরূপ পাঠিয়েছি।"

আপনি আমার দাস এবং বার্তাবাহক। আপনার নামকরণ করেছি আল মুতাওয়াক্কিল হিসেবে অর্থাৎ সে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ওপরেই নির্ভর করেন। আপনি অভদ্র নির্দয় অথবা হাটে-বাজারে গোলমাল সৃষ্টিকারী এর কোনোটিই নন এবং আপনি অশুভের প্রতিশোধ অশুভের মাধ্যমে নেন না, তবে ক্ষমাশীলতা এবং দয়ার মাধ্যমে আপনি এগুলো সমাধান করেন।"

---

[১৮]. মুসলিম কর্তৃক সাহীহ হাদীসে বর্ণিত : Book of Virtuer of the Companins, Chapter of the prophets (sm) Auoidance of Suns and choce of Permissible theingr No 4417

[১৯]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৮৭৫

আল্লাহ নবী করীম ﷺ -কে সে পর্যন্ত হায়াত দান করবেন যে পর্যন্ত না তিনি বিকৃত মনের মানুষকে সোজা পথে এনে একথা বলাতে সক্ষম না হবেন, "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, যার মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং অসতর্ক মন তাদের নির্দিষ্ট কাজ সঠিক মতো করতে পারে।[২০]

রাগান্বিত ব্যক্তির রাগ প্রশমন

সুলায়মান বিন সার্দের রাদিয়াল্লাহু আনহু বরাতে বলা হয়েছে। "আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর সাথে বসা ছিলাম তখন দু'জন লোক একে অপরকে গালাগালি করছিল। দু'জনের মধ্যে একজন অপর সাহাবীকে প্রচণ্ডভাবে গালাগালি করছিল এবং রাগে তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গিয়েছিল। নবী ﷺ বললেন, আমি একটি বাক্য জানি সেটা যদি কেউ উচ্চারণ করে তাহলে তার রাগ প্রশমিত হবে, যদি সে শুধু এ বাক্যটা উচ্চারণ করে, "সমাজ বিবর্জিত শয়তানের কব্জা থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।" সাহাবীরা ঐ রাগান্বিত লোকটিকে বলল, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না আল্লাহর নবী কি বলেছেন? উত্তরে সে বলল, 'আমি পাগল নই।[২১]

চিৎকারের জবাবে নিরবতা

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে বলা হয়েছে। আমিসহ রসূলে করীম ﷺ উম্মে আয়মানের কাছে গিয়েছিলাম। আয়মন একটি পাত্রে নবীকে পানীয় দিলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি জানিনা নবী করীম ﷺ সাওম পালন করছিলেন বলে এ পানীয়টি তাকে দেয়া অথবা তিনি না চাওয়াতে এটা তাঁকে দেয়া হয়েছিল কিনা। সে কারণে এ মহিলা চিৎকার শুরু করে দিলেন।[২২]

হাদীস : দুল-খুওয়াইযিরাহ

আবু-সায়ীদ আল-খুদরীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বরাতে বলা হয়েছে। "একদিন যখন আল্লাহর রসূল ﷺ কিছু সম্পত্তি বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন তখন বানু তামীম

---

[২০]. আল বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাদীস নং ২০৩৮

[২১]. আল -বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত : হাদীস নং ৫৭৮২

[২২]. মুসলিম কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত : সাহাবীদের গুণাগুণ, উম্মে আইমানের রাদিয়াল্লাহু আনহা গুণাবলি অধ্যায় দ্রষ্টব্য। হাদীস নং ৪৬১৪।

গোত্রের দুল-খুওয়াইযিরাহ বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রসূল ﷺ সুবিচার করার চেষ্টা করুন।' উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার ওপর লানত বর্ষিত হোক! আমি যদি সুবিচার না করি তাহলে সুবিচার করার আর কে আছে? উমর রাঃ রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে তার মাথা কেটে ফেলার অনুমতি দিন।'[২৩]

নবী করীম ﷺ বললেন, "বাদ দাও তার কথা, তার কিছু সঙ্গী আছে যারা এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী এবং সাওম পালন করে যে, তুমি তোমার সাওম পালনকে তার সাওম পালনের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র মনে করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করে তবে কুরআনের শিক্ষা কাজে পরিণত করে না এবং একটি তীর যেভাবে লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে ঠিক সেভাবে তারাও ধর্ম ত্যাগ করতে পারে। আরেক বর্ণনানুযায়ী নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তার ওপর লানত হোক, আমি ছাড়া তোমার প্রতি কে বেশি সুবিচার করবে? "ঐ ব্যক্তি প্রস্থান করার পর নবী করীম ﷺ বললেন, "তাকে ভদ্রভাবে আমার কাছে নিয়ে এসো।"[২৪]

মন্তব্য

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তাঁর বদ দোয়া প্রাথমিকভাবে নির্দয় মনে হতে পারে। তবে আপনারা যদি বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, আরবরা এ ধরনের অভিব্যক্তি করতে অভ্যস্ত। এ কারণেই কোনো কোনো পরিস্থিতিতে দোষারোপ করার জন্য এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা এ ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ধরনের ভাষার মাধ্যমে সুনাম করা হয়। এর সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, নবী ﷺ যখন আবু বাসীরের রাঃ সাহস এবং বীরত্বের সুনাম করেছিলেন এই বলে, "তোমার মায়ের ওপর লানত বর্ষিত হোক। তার যদি সম্পর্ক থাকত তাহলে তিনি কত সুন্দর যুদ্ধের মদতদাতা হতে পারতেন।[২৫]

---

[২৩]. আল বুখারী কর্তৃক তাঁর সহীহ হাদীসে বর্ণিত। হাদীস নং ৫৮৩০

[২৪]. রসূলের ﷺ আচার-ব্যবহার গ্রন্থে আবু আল-বাহানী কর্তৃক বর্ণিত, নবীর দয়া এবং ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে অধ্যায় নং ৬৬। ইবনে তাইমিয়াহ্‌র মতে বর্ণনাকারীদের সকলে সহীহ।

[২৫] সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ২০৩

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের ভাষা ব্যবহারে তেমন কিছু আসে যায় না বরং এটা শ্রোতাকে সাবধান করার জন্য আরবদের অভ্যাসগত একটি অভিব্যক্তি। সে পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে ভদ্রভাবে আমার কাছে নিয়ে এসো।" এ কথাগুলো দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করলেন।

মনযোগ আকর্ষণে পাথর দিয়ে আঘাত

যাইদ ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরাতে বলা হয়েছে। "আল্লাহর রসূল (সা) খেজুর গাছের পাতার মাদুর দিয়ে একটি ছোট ঘর তৈরি করেছিলেন, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার সাথে সালাত আদায় করল। অত:পর একই কাজে তারা আরেক রাতে এলো, এবারে আল্লাহর রসূল বিলম্ব করলেন এবং তাদের কাছে আসলেন না। সেজন্য তারা চেচামেচি শুরু করল এবং তাঁর মনযোগ আকর্ষণ করার জন্য দরজায় ছোট পাথর দিয়ে করাঘাত করল। রসূল ﷺ রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে এসে বললেন, "তোমরা এখনও পীড়াপীড়ি করছ যাতে আমি সিদ্ধান্ত দেই তাহাজ্জুতের এ সালাত তোমাদের জন্য ফরয করা হোক।" তোমাদের উচিত হবে এ সালাত তোমাদের নিজ গৃহে আদায় করা। কারণ শুধুমাত্র জামাতের সালাত ব্যতীত একজন মুসল্লীর জন্য সালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নিজ বাসস্থান।[২৬]

মন্তব্য

ওপরে উল্লিখিত অভিব্যক্তিগুলো দোষারোপ করা বা গালি-গালাজকে বুঝায় না। তবে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে উপদেশ এবং পথ প্রদর্শনের জন্য।

হে আল্লাহ! খালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যেটা করেছে সেটার পাপবোধ থেকে আমি নিজেকে বিমুক্ত করলাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য এরূপ "নবী করীম ﷺ খালিদ বিন ওয়ালীদকে জুডাইমা গোত্রের কাছে ইসলাম গ্রহণ করার প্রস্তাব নিয়ে পাঠালেন, তবে তারা "আসলামনা" অর্থাৎ আমরা ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিলাম না বলে; বরং তারা বলল, "সাবানা! সাবানা! অর্থাৎ আমরা একটি ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিদায় নিয়ে আরেকটি ধর্ম গ্রহণ করলাম।"

খালিদ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেই চললেন এবং তার বন্দীদেরকে আমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

---

[২৬]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৫৭৮০

খালিদ (রা) একদিন আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক মুসলিম সৈনিকের উচিত হবে তার বন্দীকে হত্যা করা। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি বললাম, "আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার অন্য কোনো সঙ্গীও তাদের বন্দীদের হত্যা করবে না। যখন আমরা নবী (সা) -এর কাছে পৌঁছলাম তখন পুরো ঘটনা তাকে জানালাম এবং রসূল (সা) তাঁর হাত ওপরে তুলে দুবার বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ যেটা করেছে সেটার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।"[২৭]

মন্তব্য

"খালিদ (রা) যা করেছে তার জন্য হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।" এটা মহান নেতার একটি ঘোষণা। এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খালিদের অনুমান সঠিক ছিল না। যদিও যে গোত্রের কাছে খালিদকে পাঠানো হয়েছিল তারাও "আমরা একটি ধর্ম থেকে বের হয়ে আরেকটি ধর্মে প্রবেশ করেছি"- না বলে তাদের বলা উচিত ছিল, আমরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি।"

সুতরাং সমালোচনা কর্মের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছে, কর্তার (খালিদ) দিকে নয়। এটা হলো সবচাইতে ফলপ্রসূ পন্থা এবং শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ফর্মুলা।

না! না! না!

আব্দুল্লাহ ইবনে যামাহ (রা)-এর বরাতে বলা হয়েছে। "যখন নবী (সা) উমরের (রা) গলার স্বর শুনতে পেলেন তখন তিনি তাঁর কক্ষ থেকে মাথা বের করে বললেন— না না, না, আবু কুহাফার ছেলে; বরং সালাতে ইমামত করবে।" কথাটি তিনি রাগান্বিত স্বরে বলেছিলেন।[২৮]

মন্তব্য

নবী করিম (সা)-এর 'না' বলাতে দোষের কিছু নেই। যদিও এ শব্দটার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। এক ব্যক্তিকে ছোটদের সালাতে ইমামত করতে

---

[২৭]. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৪১০

[২৮]. আবু দাউদ কর্তৃক প্রণীত সুনানে বর্ণিত : মুন্না সম্পর্কিত গ্রন্থ, আবু বকরের খিলাফতের অধ্যায় হাদীস নং ৪০৪৯

দেয়ার অর্থ হলো ঐ ব্যক্তিকে বয়োপ্রাপ্তদের ব্যাপারে সর্বাধিক দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া এবং একাজের জন্য উমর -এর চাইতে আবু বকর অধিক যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে দেখা গেলো যে, সঠিক জিনিসকে প্রাপ্য মর্যাদা দান করা এবং যে কোনো কিছুকে তাদের সঠিক জায়গায় বসানো।

আল্লাহর কিতাব নিয়ে কি খেলা সাজে?

মাহমুদ বিন লাবীদের বরাতে বলা হয়েছে। "নবীকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানানো হলো যে, তার স্ত্রীকে কোনো বিরতি ছাড়া তিনবার তালাক প্রদান করেছে। এটা শুনে রসূল রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন। "আমি তোমাদের মাঝে থাকা স্বত্ত্বেও কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা হবে?[২৯]

মন্তব্য

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এ কথাটা Passive Voice -এর (কর্মবাচ্য বাক্যের) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এটার সাথে মিল আছে, "কিছু মানুষের ব্যাপারটা কি?" এভাবে প্রকাশের মধ্যে সমস্যার কিছু নেই।

দুল ইয়াদাইন

আবু হুরায়রা - হতে বর্ণনা।, "আল্লাহর রসূল যোহর অথবা আসরের সালাতে ইমামতি করছিলেন হয়ত যোহর অথবা আসরের সালাত এবং দুই রাকায়াত পর সালাম ফিরিয়ে ছিলেন। তিনি মসজিদের ভিতর একটি কাঠের টুকরা দেখতে পেলেন সেটা কিবলামুখী হয়েছিল। রসূল এই কাঠের টুকরার ওপর হেলান দিলেন এমনকি তিনি রাগান্বিত ছিলেন। ঘটনাস্থলে অন্যান্যদের মধ্যে আবু বকর ও উমর উপস্থিত ছিলেন এবং তারা নবীর সাথে কথা বলতে অতিশয় ভীতবোধ করেছিলেন। মুসুল্লীরা তাড়াহুড়া করে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলেন। 'সালাতে রাকাত বাদ পড়েছে।' দুল ইয়াদান নামে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! সালাত কি ইচ্ছা করেই কম আদায় হয়েছে না আপনার ভুল

---

[২৯]. আস সুনান আল-নাসাই কর্তৃক বর্ণিত। ইবনে আল কাইয়াম তাঁর গ্রন্থ যা'আদ আল মা'দে লিখেছেন : এ হাদীসে সনদ সহীহ।

হয়েছে?” আল্লাহর রসূল ﷺ ডানে এবং বাঁয়ে তাকানোর পর বললেন, ‘দুল ইয়াদাইন কি বলছে? উত্তরে তারা বলল, ঠিকই বলেছে। আপনি শুধু দুই রাকাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি আরোও দুই রাকাত আদায় করলেন এবং সালাম ফেরালেন। তারপর তিনি তাকবীর বললেন এবং সেজদায় গেলেন, তারপর তাকবীর বললেন এবং সেজদা থেকে উঠলেন অত:পর পুনরায় তাকবীর বললেন এবং সেজদায় গেলেন, আবার তাকবীর বললেন এবং মাথা তুললেন।”[৩০]

মন্তব্য

নবীর ﷺ জিজ্ঞাসা “দুল ইয়াদাইন কি বলছে?” এ প্রশ্নটা তোলা হয়েছে, কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে যেটা সালাত ছাড়া অন্য কিছু না। এটা কোনোভাবেই দোষারোপ করাকে বোঝায় না।

বেদুঈনের আলখেল্লা

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল আমের ﷺ-এর বরাতে বলা হয়েছে। ‘একজন বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসলেন যার পরনে ছিল বুক-ফাড়া লম্বা আলখেল্লা, প্রশস্ত হাতা সেটা বুটিদার রেশমী কাপড়ের ছিল এবং মুড়ি সেলাই করা। এ লোকটা বললেন, ‘আপনার বন্ধু (নবী) প্রতিটি মেষপালকের অবস্থা উন্নীত করতে চান এবং প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোককে মান-মর্যাদায় খাটো করতে চান। নবী করীম ﷺ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আলখেল্লা ধরে লোকটিকে টান দিয়ে বললেন, “আমি তোমাকে একটি পাগলের বেশে দেখতে চাই না।”

অত:পর নবী করীম ﷺ তাঁর জায়গায় ফেরত গেলেন এবং বললেন, “যখন নূহ (আ) মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলেন তখন তিনি তার ছেলে দুটিকে ডেকে বললেন, ‘আমার রেখে যাওয়া সম্পদ শুধু তোমাদের দু’জনের মধ্যে থাকবে। আমি তোমাদেরকে দুটো জিনিস করার জন্য এবং দুটো কাজ না করার জন্য আদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করার জন্য। আর আমি তোমাদের আদেশ করছি এটা বলতে, ‘লা ইলাহা ইল্লাললাহু’ (আল্লাহর ব্যতীত আর কোনো উপাস্য

---

৩০. সহীহ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস নং ৯৩৭।

নেই) কারণ যদি আকাশ, পৃথিবী আর সমস্ত জিনিসকে একপাল্লায় দেয়া হয় এবং লা ইলাহাকে অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে এটার ওজন (লা ইলাহা) বেশি হবে। আকাশ এবং পৃথিবী যদি বৃত্তের মতো হতো এবং লা ইলাহাকে যদি এগুলোর ওপর স্থাপন করা হয়, এতে ওগুলো ছিড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। তোমাদেরকে আদেশ করছি সুবহান আল্লাহ বলতে। কারণ এটা হলো সবকিছুর দোয়া যার বদৌলতে সকলে আহার পায়।[৩১]

মন্তব্য

এটা পরিষ্কার যে যারা নবী করীম ﷺ-কে ঘিরে জঘন্য শব্দ ব্যবহার করে তারা মুনাফিক। যাদের দ্বিমুখিতা মানুষের জানা।

রসূল ﷺ-এর তাঁর কাছে বারংবার অনুমতি নিয়েছেন এ ধরনের মুনাফিকদের হত্যা করার জন্য তিনি এ কাজ থেকে বিরত রেখেছেন। রসূল ﷺ তাদের অনেকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিলেন এবং মৃত অনেক মুনাফিকদের জানাযা পড়েছেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাঁকে (নবী) এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। সে ধরনের প্রচণ্ড গালাগাল এবং চরম ব্যবহার মুহাম্মাদ (সা) বেদুঈন ব্যক্তির প্রতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেটা ছিল বেদুঈন যে বিরাট ঝামেলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং যে অশুভ কাজ সে করেছিল তার বিরুদ্ধে রসূল ﷺ-এর দিক থেকে অতি কম মাত্রার প্রতিক্রিয়া। সতের নেতাকে তিনি দোষারোপ করেছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যুগের অযৌক্তিক গোড়ামীকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। যদিও এ নতুন ধর্ম এ ধরনের গোড়ামীকে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধ পরিকর।

আমার সাহাবী কি ক্ষমার যোগ্য নয়?

আবু দারদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনানুযায়ী, "আমি যখন নবী করীম ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাঁটুর ওপর তার পোশাক তুলে আমাদের কাছে আসলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার সাহাবীদের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়েছে। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নবীজীকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আল খাত্তাবের পুত্র এবং আমার মধ্যে কিছু একটা (অর্থাৎ ঝগড়া) হয়েছে। আমি তার সাথে কর্কশভাবে কথা বলেছিলাম এবং

---

[৩১]. আহমদ কর্তৃক প্রণীত মুসনাদে বর্ণিত, বনী হাশিমের মুসনাদ, আব্দুল্লাহ আমর বিন আল আস- ৬৯২২। আহমদ শাকীরের মতে এ হাদীসের বর্ণনা সহীহ।

তারপর এ ব্যাপারে অনুশোচনা করেছিলাম। আমাকে মাফ করে দেয়ার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম, তবে সে অস্বীকার করেছে। এ কারণে আমি আপনার কাছে এসেছি।' নবী করীম ﷺ তিনবার বললেন, হে আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।'

এর মধ্যে উমর এ ব্যাপারে তাঁর দুঃখ প্রকাশ করে আবু বকর رضي الله عنه -এর বাড়িতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তিনি আছেন কিনা। উত্তর পাওয়া গেল না সূচক। সেজন্য তিনি নবীর কাছে এসে তাকে অভিনন্দন জানালেন। তবে নবী ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ ফুটে উঠল। সে জন্য তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং দুবার বললেন, হে আল্লাহ নবী!, আমি আল্লাহর নামে বলছি, আমি তার প্রতি অধিক অবিবেচক ছিলাম। নবী করীম ﷺ বললেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য আমাকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, তবে তোমরা আমাকে বলছ, "তুমি মিথ্যাচার করছ। "কিন্তু আবু বকর رضي الله عنه বললেন, "সে সত্যি কথাটাই বলেছে। তিনি আমাকে তার লোকবল এবং সম্পদ দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তিনি দু'বার বললেন, 'তাহলে কি তুমি আমার সাহাবীদের ক্ষতি করা ছাড়বে না? এরপর থেকে আর কেউ আবু বকরের ক্ষতি করেনি।[৩২]

মন্তব্য

ওপরে উল্লিখিত ঘটনায় বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁর প্রচণ্ড রাগের কারণে ভ্রূকুটি করেছিলেন। রাগ প্রশমনের পর তিনি বলেছিলেন, "তোমরা কি আমার কথা বিবেচনায় রেখে আমার সাহাবীকে ক্ষমা করে দেবে?"

মুহাম্মাদ ﷺ-এর এ ধরনের কথা থেকে কি কোনো ধরনের দোষারোপ বা সমালোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? এটা বরং এমন ধরনের কথা যেটা আমাদেরকে আবু বকর رضي الله عنه-এর মহত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। আল্লাহই সবচাইতে ভাল জানেন।

তাদের দিকে বালু নিক্ষেপ করা

আমর বিন শুয়ায়েব رضي الله عنه তাঁর বাবা এবং দাদা থেকে জেনে বলেছেন, "আমি আমার ভাইসহ এমন এক চেয়েও জায়গায় বসেছিলাম সেটা আমার

---

[৩২]. সহীহ আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত ; হাদীস নং ৩৪৮৯ ।৩

সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসের চেয়েও প্রিয়। আমি আমার ভাইয়ের সাথে এসে দেখলাম কয়েকজন সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর দরজার গোড়ায় বসে আছেন। আমরা তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিলাম না, সেজন্য আমরা আরোও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।

হঠাৎ তারা কুরআন মাজিদের একটি আয়াত উল্লেখ করে সেটা নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিল এবং এ ব্যাপারে শোরগোল শুরু করে দিল। এ অবস্থায় রসূল ﷺ রাগের কারণে লাল-মুখমণ্ডল নিয়ে বের হয়ে আসলেন। তিনি তাদের ওপর বালু নিক্ষেপ করে বললেন, হে মানুষ! ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর শাস্তি পাওয়ার কারণ ছিল, তারা তাদের নবীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করত এবং কিতাবের একটি দিকের সাথে অন্য দিকের বিরোধ খুঁজে বের করত। একটি দিক দিয়ে অন্যদিকের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। কুরআন থেকে তুমি জেনে সেটা অনুসরণ কর, কিন্তু তুমি যেটা জাননা সেটা এমন কারো কাছে নিয়ে যাও যে ব্যক্তির কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান আছে।[৩৩]

মন্তব্য

তৎকালীন সময়ের মানুষের অভ্যাস এবং সমাজের রীতি-নীতির নিরীখে বিভিন্ন ব্যাপারকে বুঝতে হবে। ধুলা ছোড়ার ব্যাপারটাকে কি দোষ বলে গণ্য করা যাবে যখন মানুষ মৃত্যুর সন্নিকটে এবং এ প্রজন্মের পর যাদের আগমন হবে তাদেরও মৃত্যু হবে? তারা কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল যেখানে নবী করীম ﷺ নিজে উপস্থিত ছিলেন।

তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে?

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, "আল্লাহর রসূল (সা) আমাদেরকে একটি যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা সকালে আল-হুরকাত আক্রমণ করলাম। তাদের মধ্য থেকে আমি একজনকে পাকড়াও করলাম এবং সে বলল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, তবে আমি তাকে ছুরিকাঘাত করেছিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে এ ব্যাপারটা আমার চিন্তার উদ্রেক করল এবং আমি ব্যাপারটা রসূলের কাছে বললাম। আল্লাহর রসূল জিজ্ঞাসা

---

[৩৩]. আহমদ কর্তৃক তার মুসনাদ বাণী হাশীম, মুসনাদ আব্দুল্লাহ বিন আমার বিন আল আসে বর্ণিত হাদীস নং ৬৫১৯। আহমদ শফীরের মতে বর্ণনাকারীর সনদ সহীহ।

করলেন : তুমি কি কলেমা পড়ার পরে তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, হে রসূল ﷺ সে অস্ত্রের ভয়ে কলেমা পড়েছিল। রসূল ﷺ বললেন তুমি তার হৃদয় চিরে কেন দেখলে না সে ব্যক্তিটি কি আসলেই ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করে কলেমা পড়ছে নাকি বিশ্বাস স্থাপন না করেই কলেমা পড়ছে।[৩৪]

মন্তব্য

যেহেতু অবিশ্বাসীদের হত্যাকারী উসামা رضي الله عنه যে ব্যাপারে নির্ভুল কোনো প্রমাণ ছিল না। সে জন্যই রসূল ﷺ বলেছিলেন, তোমরা তার হৃদয় চিরে দেখলে না কেন? সে কি বাস্তবিক পক্ষেই ইসলামে বিশ্বাস এনেছে কিনা? তার অর্থ হলো ঐ ব্যক্তিটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞাত ছিলে। সে ক্ষেত্রে তুমি অবিশ্বাসীকে হত্যা করলে কেন? সে জন্যই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা মানানসই। এরকম অবস্থায় সেটা আশা করা হয়েছিল তার চাইতে এটা সহিষ্ণু ছিল। অভিব্যক্তিটা তার লক্ষ্য অর্জন করেছিল।

মসজিদের সামনে শ্লেষ্মা

আবু সায়িদ আল-খুদরী رضي الله عنه-এর বরাতে বলা হয়েছে। আল্লাহর রসূল খেজুর গাছের ছোট ডাল পছন্দ করতেন এবং কিছু ডাল তাঁর হাতে সবসময়ই থাকত। রসূল ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দেওয়ালে শ্লেষ্মা লাগানো সেজন্য তিনি এটা উঠিয়ে ফেললেন। তারপর তিনি রাগান্বিত অবস্থায় মুসুল্লীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি খুশী হতো যদি তোমাদের মুখের ওপর কেউ থুথু ফেলত। কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর অর্থ হলো, যে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী এবং মহিমান্বিত। যাঁর ডানে এবং বায়ে উপস্থিত থাকে ফেরেশতারা। সুতরাং কারোই উচিত হবে না তার ডান দিকে অথবা কিবলার দিকে থুথু ফেলা। যদি কারোর তাড়া থাকে তাহলে তাকে থুথু ফেলার কাজটা এভাবে করতে হবে-ইবনে আযলান

---

[৩৪]. মুসলিম কর্তৃক তাঁর সহীহ হাদীসে বর্ণিত : ঈমান সম্পর্কিত গ্রন্থ। অবিশ্বাসী কলেমা পড়ার পরও তাকে হত্যার অভিযোগ্য সম্পর্কিত অধ্যায়।

দেখিয়েছে কিভাবে তাড়ার সময় থুথু ফেলতে হবে, পরনের কাপড় মুখের ওপর নিতে হবে এবং থুথুটাকে মুছে ফেলতে হবে।[৩৫]

মন্তব্য

রসূলের জিজ্ঞাসা, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি খুশী হতে পারতে যদি তোমাদের মুখের ওপর কেউ থুথু ফেলতো? –এটা হলো সর্বোচ্চ আল্লাহর অবমাননার একটি উদাহরণ। এ ধরনের অবমাননাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

মুয়া'য তুমি কেন মুসুল্লীদের কষ্ট দিতে চাও?

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)এর বরাতে বলা হয়েছে। "মুয়া'য ইবনে যাবাল রসূল (সাঃ)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন। তারপর মুসল্লীদের সালাতে ইমামত করতেন। এভাবে একবার ইমামত করার সময় সুরা বাকারা থেকে তেলাওয়াত করলেন।

সে কারণে মুসুল্লীদের মধ্যে একজন সালাতরত মুসল্লীদের লাইন ছেড়ে দিয়ে পৃথকভাবে সালাত আদায় করল এবং মসজিদ ত্যাগ করল। খবরটা মু'য়াযের কানে পৌছালে তিনি এভাবে তার প্রতিক্রিয়া জানালেন, 'ঐ ব্যক্তিটি একটা মুনাফেক।'

পরবর্তীতে মুয়াযের প্রতিক্রিয়া ঐ ব্যক্তিটি জানতে পেয়ে রসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, উটের সাহায্যে আমরা কৃষিজমিতে পানি সেচের কাজ করি। গতরাতে এশার সালাতে ইমামত করার সময় সূরা বাকারা থেকে তেলাওয়াত করেছিলেন। সে কারণে আমি পৃথকভাবে সালাত আদায় করি, পরিণামে সে (মু'য়ায) আমাকে মুনাফেক বলে আখ্যায়িত করে। রসূল (সাঃ) মু'যাযকে ডেকে তিনবার বললেন, "হে মু'য়ায, তুমি কি মুসল্লীদেরকে কষ্ট দিতে চাইছ? তেলাওয়াত কর ওয়াশ-শামস ওয়াদ-দুহা অথবা সাব্বিহি ইসমা রাব্বিকা আল আলা এবং এর কোনো আয়াত।[৩৬]

[৩৫]. সুনান আবু দাউদ হাদীস নং ৪২০

[৩৬]. আল বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাদীস নং ৫৭৭।

মন্তব্য

মুসুল্লীদের মসজিদ ত্যাগ করা এবং সালাত অপছন্দ করা নিন্দনীয়। কতবড় নিন্দনীয় কাজ এটা! রসূল ﷺ মু'য়ায যেটা করেছে সেটার গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে রসূল ﷺ তাকে বুঝিয়ে দিলেন। মুয়াযের সাথে তার কথা খবর অথবা প্রতিবেদনের আকারে আসেনি এটা এসেছিল প্রশ্ন অনুসন্ধানের আকারে: হে মুয়ায! তুমি কি মুসুল্লীদেরকে কষ্টে ফেলতে চাও?" এবং প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধানের মধ্যে পার্থক্যটা পরিষ্কার।

হাদীসের কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মহানবী ﷺ এ কথাগুলো খবরের আকারের বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "যে কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলে .....।" অথবা তিনি বলেছিলেন, 'যে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে। (তিনবার)[৩৭]

তবে বর্ণনা থেকে এটা বুঝা যায় যে, মুয়ায ওখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি রসূল ﷺ-এর কথা শুনেছেন।

মু'য়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তিটি সম্পর্কে রসূল ﷺ কাছে অভিযোগ করেছিলেন, যে কারণে নবী ﷺ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাই ঐ ব্যক্তি রসূল (সা)-এর কাছে আসলেন যখন মুয়ায অনুপস্থিত ছিলেন। সুতরাং নবী করীম ঐ ব্যক্তিকে সালাত ত্যাগ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ঐ ব্যক্তি সালাতের সময় কি করেছিলেন সেটা জানালেন। নবী করীম ﷺ হয়তো মুয়াযের মতো কাজ থেকে অন্যান্যদেরকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্যই তিনি ঐভাবে কথা বলেছিলেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

ইমাম আল দাউদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলের বক্তব্যের অন্যান্য দিকে আলোকপাত করে বক্তব্যটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। "সে ব্যক্তি মানুষকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে তাকে শাস্তি দেয়।' কারণ তিনি সালাত দীর্ঘায়িত করে মুসুল্লীদের শাস্তি দিয়েছিলেন, সেটার ইঙ্গিত আমরা আল্লাহর কথা থেকে ইঙ্গিতে পাই : অবশ্যই যারা বিশ্বাসীদের শাস্তি দেয়।[৩৮] কথিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে "তাদেরকে অত্যাচার করে।"[৩৯]

---

[৩৭]. আল বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাদীস নং ৬৮০।

[৩৮]. আল বুরুজ- (৮৫ : ১১)

[৩৯]. ফতহুলবারী লিইবনে হাজার (২/২৪৯)

সারাংশ

নবীকে পৃথিবীতে প্রশিক্ষণ শিক্ষক এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাকে গালমন্দ অথবা বিরক্তিকর কথা বলার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। এটার অন্যতম অর্থ হলো যদি তাঁর অনুসারীরা ভুল করে সে ক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে অনুসারীদেরকে শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা। তবুও সে স্থানের ও লোকদেরকে এ শিক্ষা ও পথের প্রদর্শন দেয়া হবে সেটা অভিন্ন নাও হতে পারে। সে জন্য নবী ﷺ সতর্কতা, শিক্ষা এবং ট্রেনিংয়ের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা গ্রহণ করবেন। যেটা এগুলো অর্জন করার জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

যদি ভুলটা গর্হিত ও গুরুতর হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত করে- যেমন কর্তৃত্ব, বিচার সামগ্রিক এবং ছোট-খাটো নেতৃত্ব অথবা চরম পাপাচার যেটার পরিণাম হতে পারে রক্তখরন, জাহেলিয়ার যুগ সাদৃশ্য দলাদলিতে উস্কানী। আল্লাহর প্রতীকে অবমাননা, বিরোধিতা সহকারে অশুভ কাজে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত মানসিকতায় লিপ্ত হওয়া, তাহলে রসূলের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হবে বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠা করে দায়িত্ব পালন করা।

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে পাঠকের কাছে এ কথাগুলো নির্দয় বা কর্কশ মনে হতে পারে তবে যদি পাঠক এ কথাগুলো সঠিকভাবে চিন্তা করেন তখন তিনি রসূল ﷺ এ কথাগুলো কেন বলেছেন সেটা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং তাঁর কথাগুলো পাঠকের কাছে সবচাইতে কম কঠিন এবং নির্দয় বলে প্রতীয়মান হবে।

একজন পাঠক অসংখ্যবার এ ধরনের অভিব্যক্তির সম্মুখীন হবেন। যেমন- "তিনি খুব রাগতভাবে উঠে দাঁড়ালেন।" অথবা "রাগের কারণে তাঁর (নবী) মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল।" তবে পাঠক যদি এ ধরনের অভিব্যক্তি পুরোটা পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আপাত:দৃষ্টিতে তাঁর কথাগুলোর যে অর্থ দাঁড়ায় বাস্তবে সেটা নয়। কথাগুলোর যদি সঠিক বিচার বিশ্লেষণ এবং তুলনা করা হয় তাহলে পাঠক আত্ম-শৃঙ্খলা ও উন্নত নৈতিকতার পরিবেশ অনুভব করবে এবং তার মধ্যে ইহকাল এবং পরকালের স্বার্থের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। কারণ পাঠক তখন তার ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার মাধ্যমে তার জীবন এবং তার বিশ্বাসের সঠিকতা রক্ষার্থে সচেষ্ট হবে।

সাধারণ নিয়ম

সাধারণ ক্ষেত্রে এবং সব সময় শান্তি, উপদেশ এবং শিক্ষা এগুলোর প্রতিপালন সবকিছুর মধ্যে থাকতে হবে। অজ্ঞতা অপর্যাপ্ত জ্ঞান, বদ অভ্যাস দোষ-ক্রটি এগুলোর মধ্যে যে কোনো কারণেই ভুলকে শ্রেণি বিভক্ত করা হোক না কেন একটিকে সমালোচনা এবং দোষারোপকে সব সময় ত্যাগ করা উচিত।

দুটো পরিস্থিতির সাথে যেটা অমিল

এমন কিছু যদি দেখা যায়- যেটা উল্লিখিত দুটি পরিস্থিতির সাথে খাপ না খায়, তাহলে যে কোনোভাবে একটিকে বুঝে নিতে হবে যে এটা নবী ﷺ-এর মনুষ্যত্বের একটি দিক।

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ একজন মানব সন্তান ব্যতীত আর কিছু নয়; অন্যান্য মানুষের যেমন রাগ তাঁরও তেমন রাগ আছে। আপনার সাথে আমার একটি চুক্তি এবং আপনি এ চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি যে ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করি অথবা লানত দেই অথবা যদি কারো সাথে কঠোরতা দেখাই এসবগুলোই ঐ ব্যক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার একটি পথ এবং এটা পুনরুত্থানের দিনে আপনার নৈকট্য অর্জনের একটি পন্থা।[৪০]

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মুক্তা

যারা শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত তারা আসুন শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে। যারা তৃষ্ণার্ত তারা আসুন উপচে পড়া ঝরণার কাছে এবং সেখান থেকে পানি পান করুন। তৃষ্ণা নিবারণ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝরণার পানি পান করুন। যে পর্যন্ত পেটে জায়গা থাকে সে পর্যন্ত পানি পান করুন। আসুন অধ্যয়ন ও চিন্তা করুন এবং আনন্দ করুন।

দ্বিতীয় মুক্তা

খাওওয়াত ইবনে যাবিরের رضي الله عنه বরাতে বলা হয়েছে। "মার আল-যাহরান নামক জায়গায় রসূল ﷺ-এর সাথে আমাদের একটি যাত্রা বিরতি হলো। খাওওয়াত বললেন, আমি তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখলাম কয়েকজন মহিলা আলাপ করছিলেন এবং তাদের কথা আমার পছন্দ হলো। আমি তাবুতে ফেরত গিয়ে জমা-কাপড় নিলাম।[৪১] জামা পরিধানের পর ঐ মহিলাদের

---

[৪০]. মুসলিম কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত। হাদীস নং ৪৮৩২ আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত।

[৪১]. আল নিহায়হা ফীসারীর আল হাদীস ওয়া আল আতহার (৩/৩২৭)

সাথে বসলাম। রসূল ﷺ তাঁর তাবু থেকে বের হয়ে আমাকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি কেন এ মহিলাদের সাথে বসে আছ? আল্লাহর রসূল (সা)-কে দেখে আমি ভীত এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার উট পালিয়েছে সেজন্য এটাকে বাধার জন্য আমি দড়ি খুঁজছি।

তিনি চলে গেলেন এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর আল খেল্লা আমাকে দিয়ে আল আরাকে প্রবেশ করলেন। আমার মনে হলো যে, সবুজ পাতার মধ্যে তাঁর শরীরের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক কাজ সারার পর ওযু করলেন। এরপর তিনি আমার কাছে এলেন যখন তাঁর দাড়ি থেকে বুকের ওপর পানি টপ টপ করে পড়ছিল। তিনি বললেন; "হে আবু আব্দুল্লাহ! তোমার উটের কি হয়েছিল যে এটা পালিয়ে গেলো?

তারপর আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করলাম। এরপর যখনই মুহাম্মাদের সাথে দেখা হতো তিনি আমাকে বলতেন : "তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আবু আব্দুল্লাহ। তোমার উটের কি হয়েছিল যে এটা পালালো? আমি মদিনাতে পৌছানোর জন্য তাড়াহুড়া করলাম, ঐ মসজিদকে এবং নবী (সা)-এর সাথে বসাকে এড়িয়ে চললাম। দীর্ঘ সময় পর মসজিদে যখন কেউ থাকে না সে সময়টার জন্য অপেক্ষা করলাম, তারপর সালাত আদায় করার জন্য আমি মসজিদে এলাম।

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর একটি কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন। আমি এ আশা নিয়ে সালাত দীর্ঘায়িত করলাম যে তিনি আমাকে বাদ দিয়ে মসজিদ ত্যাগ করবেন, তবে তিনি বলে উঠলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! সালাতের জন্য তোমার যা সময় প্রয়োজন সেটাই ব্যয় কর। কারণ তুমি সালাত শেষ না করা অবধি মসজিদ ত্যাগ করব না।' আমি স্বগোক্তি করে বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি নবীর কাছে ক্ষমা চাইব এবং তাঁকে আমার অবস্থা জানাব। সে জন্য যখন তিনি বললেন, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আবু আব্দুল্লাহ! তোমার উটটির পালানোর কারণ কি? আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যিনি আপনাকে সত্যের বাণী নিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ঐ উট আর কখনও পালায়নি। তিনি তিনবার বললেন, তোমার ওপর

আল্লাহর মেহেরবানী বর্ষিত হোক। এরপর থেকে তিনি আমাকে যা বলতেন সেটার আর কখনও পুনরাবৃত্তি করেননি।[৪২]

মনে রেখো

একজন কৃতকার্য, মহান এবং কার্যকর নেতা হতে হলে আপনাকে বেদনাদায়ক আলোচনা বাদ দিতে হবে এবং যারা আপনাকে ভালবাসেন তাদের দোষারোপ করা চলবে না। "অত:পর আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের কারণে আপনি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলেন। আর যদি আপনি কঠোর কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতেন, তাহলে তারা আপনার আশ-পাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন, আর তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"[৪৩]

এটা আল্লাহর দয়ার একটি অংশ : এটা তোমাদের ওপর এবং তাদের ওপর আল্লাহর দয়ার কারণ।" "তুমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ছিলে: অর্থাৎ তাদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় আনার জন্য তাদের প্রতি সহিষ্ণু ছিলে এবং তাদের ধর্মের প্রতি তাদেরকে অবিচল করেছ।

"অথবা কর্কশ হৃদয়ের ব্যক্তি" হৃদয়ের কর্কশতার অর্থ হলো হৃদয়কে কঠিন করা, দয়ার স্বল্পতা এবং দয়ার অনুভূতির অভাব।

"তারা আপনার কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে:

অর্থ : তারা আপনাকে ত্যাগ করে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।"

"সুতরাং তাদেরকে মাফ করে দাও।" অর্থাৎ এটা আপনার অধিকারকে যেভাবে খর্ব করে।"

"এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। তার অধিকার সম্পর্কে তিনি হলেন মহিমান্বিত।"

"এবং বিভিন্ন সময়ে তাদের মতামত নেন: অর্থাৎ যে ইস্যুগুলো আপনাদের সাথে আলোচনা প্রয়োজন। কারণ আলোচনার মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে শান্তি আসবে এবং আপনার প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাদের আত্মা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।[৪৪]

---

[৪২]. আল মুযাম আল কাবীরের আল তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত : হাদীস নং ৪০৩৩। আল হায়তামী কর্তৃক প্রণীত মাযমা আল জাওয়াঈদ একই হাদীস বর্ণনা করেছেন (৯/৪০৪)

[৪৩]. আল ইমরান (৩/১৫৯)

[৪৪]. আল আশকার প্রণীত যুবদাত আল-তাফসীর থেকে সামান্য পরিবর্তন সহ উদ্ধৃত। পৃ: ৮৯।

তৃতীয় অধ্যায়

উপযুক্ত সম্মান করা ও দয়া প্রদর্শন করা

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বরাতে বলা হয়েছে। "আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম তখন একজন পরিব্রাজক এসে তার উটের পিঠ থেকে নেমে নবী করীমকে এভাবে সম্বোধন করলেন, "হে আল্লাহর রসূল (সা) আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য গত নয়দিন পর্যন্ত পথে আছি। আমি আমার উটকে পরিশ্রান্ত করে ফেলেছি এবং রাতে আমি জেগে থেকেছি এবং দিনের বেলায় পিপাসায় কাতর হয়েছি। এ সবকিছুই আমি করেছি শুধুমাত্র দুটি ব্যাপার আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে, যেগুলো আমাকে সর্বদা জাগিয়ে রেখেছিল। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, "তোমার নাম কি? উত্তরে সে বলল, আমার নাম যায়েদ আল-খায়েল। নবী (সা) বললেন, না, তোমার নাম হলো যায়েদ আল-খায়ের। এখন বলো, তুমি কি জানতে চেয়েছিলে?

তখন ঐ ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ' যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে না তার মধ্যে কি চিহ্ন ফুটে ওঠে এবং আল্লাহ যাকে ভালবাসে না তার মধ্যে কি চিহ্ন দেখা যায়? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি কিভাবে দিন শুরু কর? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি দিন শুরু করি দয়া, মানুষ এবং যারা ভাল কাজ করে তাদেরকে ভালবেসে। যদি আমি ভাল কাজ করি তবে এর জন্য পুরস্কার আশা করব এবং আমি ভাল করার সুযোগ না পাই তা করার জন্য তীব্র আশা নিয়ে অপেক্ষা করব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা হলো আল্লাহ যে ব্যক্তিকে ভালবাসেন তার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত চিহ্ন এবং যে ব্যক্তিকে তিনি ভাল না বাসেন তার মধ্যেও আল্লাহ প্রদত্ত চিহ্ন।[২৩]

হাদীসটির পাঠ

এ ব্যক্তিটি দীর্ঘ পথ সফর করেছেন। মনের প্রবল ইচ্ছা দ্বারা তাড়িত হয়ে নয় দিনের আরোহণের জন্তু মৃত প্রায় এবং পরিব্রাজকের পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আরব মরুর প্রচণ্ড তাপ সহ্য করে তাকে দিনের সময়টা কাটাতে

---

২৩. আবু নুয়াইম কর্তৃক প্রণীত হিলাযাই আল-আউলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত (৪/১১৬)।

হয়েছে এবং রাত কাটাতে হয়েছে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং ওত পেতে থাকা আক্রমণকারির ভয়ে। অন্ধকার এবং ডাকাতের ভয়ে স্বল্প সময় ছাড়া তিনি কখনও চোখের পাতা এক করতে পারেননি। অবশেষে তিনি আল্লাহর বাণী বহনকারির কাছে গিয়ে পৌঁছেন এবং উটের পিঠ থেকে নেমে পড়েন। এ সফরে তাকে যে কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল সেটা বর্ণনা করে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন, আমি আপনার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য দীর্ঘ নয় দিনের সফরে ছিলাম। আমাকে বহনকারী জন্তুকে আমি পরিশ্রান্ত করেছি। আমাকে রাতের পর রাত জেগে থাকতে হয়েছে এবং দিনের বেলায় থাকতে হয়েছে ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত। আপনাকে দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যই শুধু আমি এতো সব করেছি।

যেভাবে মহৎ প্রশিক্ষক তাকে অভ্যর্থনা করলেন

এটা সন্দেহাতীত যে, তিনি এ ব্যাপারে দুটো জিনিস করেছিলেন। প্রথমটা বোঝা যায় প্রসঙ্গ থেকে এবং দ্বিতীয়টি তার জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে আসতে হবে।

প্রথমত : রসূল ﷺ পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং তাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তার এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার সময় তাকে যে কষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল সেটা বর্ণনা করার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত : নবী করিম ﷺ তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য শোনার সময় দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিব্রাজকের দিকে তাকিয়ে একটি আনন্দদায়ক হাসি হেসেছিলেন।

তিনটি প্রশ্ন

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ তিনটি প্রশ্ন করলেন

প্রথমত : তিনি তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং এটা এখানে আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত : নবী করীম ﷺ তাকে অনুরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

তৃতীয়ত : মুহাম্মাদ ﷺ তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

এ পরিব্রাজক বিশ্বাসী হিসেবে নবীর কাছে আসার আগেই তাঁর নাম এবং চারিত্রিক গুণাবলি জানতেন না, চিনতেন না। সুতরাং হৃদয় নিংড়ানো গল্পের প্রথম উত্তর ছিল : তোমার নাম কি?

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এর কারণ হলো, সাধারণত: প্রত্যেকেই নিজের সম্পর্কে বলতে চায় এবং তার গুণাবলি, সাহস, আভিজাত্য এবং ভাল আচার ব্যবহার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে তার কি হয়েছিল বুঝা যায়। তারপর আসে নামের প্রশ্নটা যেটা মানুষকে জানার চাবিকাঠি এবং স্নেহ-আদর দেখানোর প্রথম মাধ্যম।

মহা নবী ﷺ পরিব্রাজকের উত্তর শুনে যেটা বুঝা যায়, সেটা এভাবে বললেন : আমরা তোমার ঘটনা শুনেছি এবং তোমার ইচ্ছা অনুভব করেছি। আমাদের কাছে পৌঁছানের জন্য তোমার যে কষ্ট করতে হয়েছে সেটা তোমার কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। সেজন্য আমরা যাতে করে তোমাকে ভালবাসতে পারি এবং তুমি যাতে আমাদের সান্নিধ্যে আসতে পারো, সঙ্গী হতে পার, আমাদের পরিচিত হতে পার, তোমার নামে তুমি পরিচিত হতে পার- সে কারণে কি তোমার নামটা জানা যাবে?

উত্তরে সম্মানিত মেহমান বললেন : আমার নাম যায়েদ আল-খায়েল। ঘোড়া আরোহণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট জন্তু তবুও মহানবী ﷺ এ সম্মানিত অতিথিকে একটি মহিমান্বিত স্থানে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন যেটা যায়েদ আল খায়ের থেকে অধিকতর সম্মানিত। তিনি (নবী) তাকে একটি অত্যুচ্চ উপাধি এবং ব্যাপক ও মহান বর্ণনা দ্বারা সম্মানিত করলেন। তিনি তাকে যায়েদ আল-খায়ের নামে সম্বোধন করলেন। তিনি হলেন সকল দয়ার যায়েদ। সাধারণ ক্ষেত্রে নামের জন্য যায়েদ এবং ন্যায়ের জন্য একটি স্থান। ঘোড়া হলো ন্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য অথবা অংশ। পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত ন্যায়ের চিহ্ন ঘোড়ার কপালে অঙ্কিত থাকবে, ঠিক যেমনটি আছে পুরস্কার এবং লুঠের মাল।[২৪]

সুতরাং নবী করীম ﷺ তাকে সর্বপরিবেষ্টনকারী একটি ডাক নাম দিয়েছিলেন। এ প্রাথমিক পরিচয়টা পরিব্রাজককে ভ্রমণের কষ্ট, অপরিচ্ছন্নতা এবং বোঝা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিল। মানুষটা মনে মনে খুশি হতে শুরু করল। আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তার মধ্যে কি চিহ্ন পাওয়া যায় এবং আল্লাহ যাকে ভালবাসেন না তার মধ্যে কি চিহ্ন পাওয়া যায়?

---

[২৪]. আল-বুখারী কর্তৃক সহীহ হাদীস বর্ণিত

তুমি কেমন আছ?

মহা নবী ﷺ তাড়াহুড়া করে পরিব্রাজককে তার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন আছ?' পরিব্রাজক যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে সে ব্যাপারে তার মনে কি প্রতিক্রিয়া চলছে সেটা প্রকাশ করার সুযোগ তাকে দেয়ার ইচ্ছা ছিল রসূল ﷺ-এর রসূলের প্রশ্নের জন্য পরিব্রাজকের বিবৃতি থেকে প্রমাণ চেয়েছিলেন। মনে হয় রসূল ﷺ পরিব্রাজককে বলতে চেয়েছিলেন, আপনি একজন জ্ঞানী মানুষ। আমরা আপনার জ্ঞানের অথবা কথার সাথে তেমন কিছু যোগ করব না।

প্রশ্নের উত্তরে পরিব্রাজক বলছিলেন, আমি দিন শুরু করতাম ন্যায় এবং মানুষকে ভালবেসে। আমি যদি ভাল কিছু করি, আমি সেটার জন্য পুরস্কৃত হব, এবং আমি যদি এটা হারাই তাহলে অসুখী হব। নবী করীম ﷺ ঐ পরিব্রাজককে বললেন, যাকে আল্লাহ ভালবাসেন তার মধ্যে একটি চিহ্ন ফুটে উঠে এবং যে ব্যক্তির সাথে তিনি অসন্তুষ্ট হন তাকে ভুল কাজে ধাবিত করেন এবং সে কিভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে সে ব্যাপারে আল্লাহ যত্নবান হন না।

যায়েদ আল-খায়েরের সাথে রসূল ﷺ-এর সাক্ষাতের ফলাফল

হিযরতের নবম বছরে পর যায়েদ ইবনে মুহাল্লাল ইবনে যায়েদ একটি প্রতিনিধি দলের সাথে এসেছিলেন। তিনি রসূল ﷺ কে বলেছিলেন, অজ্ঞতার যুগে কারো কোনো বর্ণনা আমার কাছে দেয়া হয়নি। নবী করীম (সা) তাকে যায়েদ আল-খায়ের নামে ডাকতেন। যাকে কিছু পুরস্কার দিয়েছিলেন সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে ফেরত সফর শুরু করল এবং রসূল ﷺ উক্তি করলেন, যদি যায়েদ মদিনায় আক্রান্ত জ্বর থেকে রেহাই পায় তাহলে সে টিকে গেল। বর্ণনাকারী বললেন, কারদাহ নামে একটি উপত্যকায় যায়েদ আক্রান্ত হন সেখানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২৫]

---

[২৫]. ইবনে হাযার আসকালানী প্রণীত আস ইসাবাহ দ্রষ্টব্য। (১/৫৭৩)। আল-বায়হাকী তার গ্রন্থ দালাল আল নুবুওয়াহতে একই ধরনের একটি হাদীসের বর্ণনা দিয়েছেন। তায়েরীর প্রতিনিধি এবং যায়েদ তাদের অন্যতম। হাদীস নং ২০৭৮

সফল নেতার তৃতীয় গোপন তত্ত্বঃ
নাম জেনে যথাযথ খেতাব ও পদবী প্রদান করা।

এই গোপনীয়তার ভিত্তি

মানুষের কাছে তাদের নাম মূল্যবান এবং নামগুলো তাদের কাছে প্রচণ্ডভাবে অর্থবহ। মানুষেরা তাদের নাম নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং তারা তাদের নামকে পরিচিতি হিসেবে ব্যবহার করেন, যেগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রের দিক নির্দেশনা দেয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তির হৃদয় এবং আত্মার কাছে পৌঁছানোর হাতিয়ার হলো তাদের নাম জানা।

যখন কোনো ব্যক্তির সাথে আপনার সাক্ষাত ঘটে এবং আপনি তার সাথে পরিচিত হন। তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মুখমণ্ডলে ভেসে উঠেছে। যদি দীর্ঘ সময় পরে তার সাথে পুনরায় আপনার দেখা হয়। তবে আপনি তার নাম ভুলে গিয়েছেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো ব্যক্তি তার নিজের নামকে কত ভালবাসে এবং তার নাম নিয়ে গর্ববোধ করেন। যে ব্যক্তিকে আপনি চিনেন তার সাথে দীর্ঘ সময় পরে যদি আপনার দেখা হয় এবং আপনি যদি তার নাম ভুলে গিয়ে না থাকেন তাহলে তার কাছ থেকে একটা স্বতঃস্ফূর্ত হাসি পুরস্কার হিসেবে পাবেন। এমনকি আপনি যদি শুধু তার নাম এবং উপাধি মনে রাখতে পারেন সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার দীর্ঘস্থায়ী হাসি চেপে রাখতে পারবে না। এমনকি যে অবস্থাটা আপনারা দুজনে মিলে অবলোকন করছিলেন সেটা মনে করতে পারেন। তাহলেও আপনি তার কাছে যে কোনো কিছু চাইতে পারবেন। সে আপনার প্রশ্নের তাড়াতাড়ি জবাব দেবে, সেটা আগের যে কোনো সময়ের চাইতে দ্রুত হবে।

আপনি কি জানেন এটা কেন হয়? কারণ প্রতিটা মানুষ তার নাম পছন্দ করে এবং এ নিয়ে গর্ববোধ করে। সুতরাং কারো নামকরণ, ভাল গুণাবলি এবং উপাধি দিয়ে ভূষিত করা কারো হৃদয় এবং আত্মাকে বশীভূত করার সবচাইতে ক্ষুদ্রতম পথ। এক্ষেত্রে মহানবী ﷺ খুবই দক্ষ ছিলেন। অনেকবার তিনি বিভিন্নজনকে ভাল বিশেষণ এবং উপাধি দ্বারা ভূষিত

করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নবী ﷺ অজ্ঞতার যুগের নাম পরিবর্তন করেছেন যেগুলোর অর্থ ছিল কদর্য এবং ব্যাখ্যা ছিল অসত্য।

হৃদয় জয়ের ক্ষুদ্রতম পথ হলো গুণাবলি এবং উপাধি অর্পণ করা

উমর ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর বরাতে বলা হয়েছে। "তিনটি ব্যাপার তোমার ভাইয়ের হৃদয়কে তোমার দিকে ঝুঁকাবে- যখন তার সাথে তোমার দেখা হবে তাকে অভিনন্দন জানানো, সমাবেশে বসার জন্য তাকে বসার জায়গা করে দেয়া, যে নামটা সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে সে নামে তাকে ডাকা।[২৬]

আমি কিছু উদাহরণের অবতারণা করব যেগুলো বাঞ্ছিত অর্থকে সমর্থন করবে। আপনারা দেখতে পাবেন, নবী করীম ﷺ-এর সাথে যখন বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা হতো তখন তিনি ঐ লোকদের নাম জানার জন্য অধিক উদগ্রীব থাকতেন। একাধিকবার তিনি তাদেরকে সুন্দর নাম এবং উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

যুসামাহ (দুঃস্বপ্ন)

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর বরাতে বলা হয়েছে। নবী ﷺ যখন আমার ঘরে ছিলেন তখন একজন বৃদ্ধা মহিলা রসূল ﷺ-এর সাথে দেখা করতে এসেছিল। নবী ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে? মহিলা বললেন, "যুসামাহ আল-মুযানিয়াহ। তিনি বললেন, 'না, আপনি হাসানাহ (সুন্দরীদের একজন) মুযানিয়াহ। আপনি কেমন আছেন? আপনার অবস্থা কি? আমরা আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার পর আপনি কি করেছেন? মহিলা বললেন, "হে আল্লাহ রসূল! আমার মা-বাবা আপনার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করুক, আমরা ভাল আছি। ঐ মহিলা চলে যাওয়ার পর আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ রসূল ﷺ আপনি ঐ মহিলাকে একটি উষ্ণ সম্বর্ধনা দিয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, খাদীজার সময়ে ঐ মহিলা আমাদেরকে দেখতে আসতেন।[২৭]

---

[২৬]. আল-বায়হাকী হাদীস নং ২৯৩১

[২৭]. আল-হাকীম কর্তৃক তাঁর গ্রন্থ আল-মুস্তাদরাকে বর্ণিত : হাদীস নং ৩৯। তার মতে এ হাদীসটি আল-বুখারী ও মুসলিমের মান অনুযায়ী সহীহ। তবে তারা এটা বর্ণনা করেনি। তারা উভয়েই বর্ণনাকারীর জবানবন্দী বিশ্বাস করেছে। এর কোন লুক্কায়িত ত্রুটি নেই।

লাভের উৎস

আপনি যদি মানুষের ভালবাসা পেতে চান এবং তাদের হৃদয়কে বশীভূত করতে চান, তাহলে আপনার যেটা করা উচিত সেটা হলো তাদের নাম ও উপাধি জিজ্ঞাসা করা এবং আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, একটি গভীর সম্পর্ক এবং ভাল সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য এ পরিচয়টাই যথেষ্ট।

সামুরার বাসিন্দা

গুণাবলির সৌন্দর্য এবং উপাধির মিষ্টতা মানুষের তীব্রতম সহজাত প্রবৃত্তিকে জয় করতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর একটি হলো জীবনের প্রতি মায়া। যেটা অকৃত্রিম মানবিক সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে অন্যতম। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল মানব প্রজাতি ও মানব সভ্যতাকে সংরক্ষণ করার জন্য। এটা এরকম হওয়ার কারণ হলো, নাম এবং উপাধি মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এগুলো তাদের ব্যক্তিত্বকে অঙ্কন করে। তাদের পরিচয়কে প্রকাশ করে এবং তাদের অপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্ত করে।

যখন কোনো ব্যক্তি তার সুন্দর গুণাবলি অথবা কোনো উপাধি যেটা সে পছন্দ করে সেটার কথা শুনে, সেক্ষেত্রে সে উপাধির যে সৌন্দর্য এবং আকর্ষণ আছে সেগুলোর বদৌলতে সে তার ভয়-ভীতি, নিরাপত্তার জন্য আকুল কামনা এবং জীবনের মোহনা ভুলে যাবে।

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ.

হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য ও তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। অথচ তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর যমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের ওপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অত:পর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।[২৮]

---

[২৮]. তাওবাহ (৯,২৫)

জীবনের প্রতি মোহের কারণে কষ্টের সময় এবং দুর্যোগের স্থানে মানুষ নিরাপত্তা খোঁজে। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের গোপন তত্ত্ব এবং প্রভাব বিস্তারের পথ প্রকাশ পায়। হুনাইনের যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন মানুষ চারিদিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং বৃষ্টির মতো তাদের চারিদিকে তীর যাওয়া-আসা শুরু করল। গাছের শুকনো পাতা যেভাবে ঝড়ে পড়ে সেভাবে মানুষ জীবন হারাতে থাকল। সেজন্য মানুষ টিলা এবং গাছের পিছনে গিয়ে জীবন বাঁচাতে সাহায্য নিল।

নেতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লোকদেরকে আহ্বান করলেন

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর বর্ণনানুযায়ী, "যখন আমরা হুনাইন উপত্যকার মুখোমুখি ছিলাম তখন আমরা একটি উপত্যকা গা বেয়ে নিচের দিকে নামছিলাম যে পর্যন্ত না সে বলে উঠল, আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি যখন আমরা টিলা বেয়ে নামছিলাম, তখন একদল সেনার আক্রমণের কারণে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কারো দিকে বিন্দুমাত্র না তাকিয়ে মানুষ যখন পশ্চাদাপসরণ করছিল তখন তারা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানদিকে ঝুঁকে বললেন, হে মানুষ! আমার দিকে আস আমি আল্লাহর রসূল আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ।[২৯]

একটি সাধারণ আহ্বান

এখন পর্যন্ত "হে মানুষ!" ডাকটা সাধারণভাবে ব্যবহৃত। এ ডাকটা সব মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। যারা হিযরত করেছিল এবং যারা হিযরতের মহান সম্মান হারিয়েছিল, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যারা করেনি, মক্কা এবং মদিনার অধিবাসী, কুরআন নাযিলের পরবর্তী লোক এবং অন্যান্যরা। যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তাদের মনের ওপরে এ আহ্বান কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে?

[২৯]. মুসনাদে আহমাদ। হাদীস নং ১৪৭৫৯

সচেতন নেতা

আল-আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনানুযায়ী, "নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "হে আব্বাস! সামূরাহ অধিবাসীকে আহ্বান কর। আমার গলার আওয়াজ উঁচু ছিল। আমি সর্বশক্তি সহকারে চিৎকার করে বললাম, হে সামুরার অধিবাসী!

রসূল উপলব্ধি করলেন যে, সর্বসাধারণের ডাকের প্রতি (হে মানুষ!) প্রতিক্রিয়া ছিল দুর্বল। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং অন্তর্দৃষ্টির কারণে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এ ডাকটাকে আরোও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এটা বর্ণনামূলক হতে হবে। তখনই শুধু বিভিন্ন হৃদয় তাদের উপাধি শোনার আকুল আকাঙ্ক্ষা বোধ করবে এবং আবেগভরা চিত্তে যে উপাধিগুলো তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে সেগুলো ভালবাসবে।

সুতরাং তিনি আদেশ করলেন যে, সামুরার লোকদেরকে তাদের উপাধি ধরে ডাকতে হবে। প্রসিদ্ধ সাহাবীদের একটি দলের এটা ছিল একটি মহান সম্মান এবং এ প্রসিদ্ধ লোকেরা সংখ্যায় ছিলেন ১৪০০ জন। তারা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধ করবেন। তারা এ চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, যখন উসমান ইবনে আফফানের (যিনি ছিলেন হুদায়বিয়া চুক্তিতে কুরাইশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দূতের মৃত্যু সম্পর্কিত গুজব ছড়িয়ে পরেছিল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মানুষদের সম্মানে এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার জন্য একটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। "আল্লাহ তাদের মহিমান্বিত করেছিলেন এবং তাদের সাথে জয়। সম্মান আল্লাহর আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।[৩০]

---

৩০. আল-ফতহুল বারী (৪৮ : ১৮-১৯)

সামুরাহর অধিবাসীর প্রতি বিশেষ ডাকের ফলাফল

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) -এর বরাতে বলা হয়েছে। "তারা তাকে বলেছিল, 'আমরা আপনার অনুরোধ রক্ষা করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তাদের মধ্যে একজন একথা শুনে তার উটে হেলান দিল, যে এ কাজটা করতে সক্ষম। অত:পর সে তার বর্ম গলা থেকে খুলে ফেলল, তরবারী এবং বর্শা হাতে নিল এবং তারপর যুদ্ধের ধ্বনি দিতে থাকল যে পর্যন্ত না তাদের মধ্য থেকে একশত জন রসূল (সা)-এর চারিদিকে জমায়েত না হলো। তারা মানুষের সম্মুখীন হলো এবং তারপর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।[৩১]

হে সামুরার অধিবাসীগণ! আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যদি কোনো ব্যক্তিকে তার উপাধি এবং বিশিষ্ট গুণাবলি ব্যবহার করে ডাক দেয়া হয় তাহলে সেটার ফলাফল কি হতে পারে? এ সম্বোধনটা এতটা ফলপ্রসূ যে, এ লোকদের মধ্যে কারো যদি উট থেকে থাকে এবং সে উটটি যদি যেতে অস্বীকার করে তাহলে আরোহণকারী উট থেকে নেমে যাবে এবং এটাকে পরিত্যাগ করবে। তারপর ঐ ব্যক্তি সম্বোধনকারির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবে। এটা হলো একই ব্যক্তি যে কিছুক্ষণ আগে তার মাহুতকে বিপদ এবং বিধ্বস্ত জায়গার বিপদ এড়িয়ে চলার জন্য ভোজবাজি দেখাচ্ছিল এবং চাবুকের দ্বারা আঘাত করছিল।

আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই

সামুরার বিশিষ্ট সাহাবীদের মনের ওপর এ ধরনের সম্বোধন কি রকম গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা দেখার বিষয় নয়? একটি মাত্র মিষ্টি সম্বোধন এবং একটি মাত্র সনদ হে সামুরাহর অধিবাসীগণ! ব্যবহারের কারণে প্রতিটা ব্যাপার সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এ সম্বোধনের এবং এ সনদের কল্যাণে প্রতিটি ভীতি দূরীভূত হলো এবং প্রতিটি অনিচ্ছা নিস্তেজ হয়ে গেল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার জয় হলো এবং বিশ্বাস স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো।

---

৩১. আল-বায়হাকী কর্তৃক তার গ্রন্থ দালাল আল নবুয়া হতে বর্ণিত

মানুষের সাহস এবং বীরত্বের আবির্ভাব হলো। পার্থিব জীবনের প্রতি মোহের অবসান ঘটল এবং সে স্থলে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার মোহ স্থান করে নিল। এটা সম্ভব হলো শুধুমাত্র একটি সনদ উপহার দেয়ার কল্যাণে। এজন্য ওহী নাযিল অথবা কোনো ফেরেশতাকে জান্নাত থেকে নেমে আসতে হয়নি। দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এ সম্বোধনটা যথেষ্ট ছিল। যেটা মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চাইতে যুদ্ধে অংশ নিতে আরোও উৎসাহিত করে। যেখানে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে। আমরা কি এ পাঠ থেকে শিক্ষা নিয়েছি? আমরা কি এটা অনুধাবন করতে পেরেছি যে, একটি ভাল নামের এবং বিশিষ্ট বর্ণনার কি মোহনীয় শক্তি থাকতে পারে? আমি মনে করি সেটা আমরা সক্ষম হয়েছি।

ঘটনার সমাপ্তি

আল-আব্বাস বলেছিলেন, মহানবী ﷺ খচ্চরের পিঠে থাকাকালীন অবস্থায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন। যখন যুদ্ধের ভয়ানক আকার ধারণ করল তখন রসূল ﷺ বললেন, "হে আব্বাস! সামনে অগ্রসর হও। এরপর তিনি কয়েকটি পাথর তুলে নিলেন এবং সেগুলো নিক্ষেপ করার সময় বললেন, কাবা ঘরের প্রভুর নামে শপথ করে বলছি। তারা পরাজিত হবে।[৩২]

ইয়ামামাহ যুদ্ধের স্লোগান

উরওয়াহ ইবনে যুবায়েরের বরাতে বলা হয়েছে। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানদের স্লোগান ছিল, (যখন মুসায়লামা নামক ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল) "হে সূরা বাকারার মানুষেরা!"[৩৩]

একটি উপাধির আবির্ভাব এবং নামের তিরোধান

আপনি যদি অনেককে জিজ্ঞাসা করেন, আব্দুর রহমান ইবনে সাকীর আল-দুসসী নামক ব্যক্তিটি কে, তাহলে তাদের জন্য এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন হবে। তবে তারা প্রচুরভাবে হাসবে যখন তারা বুঝতে পারবে যে, এটা একজন সাহাবীর উপাধি যিনি তার এ উপাধির মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে পরিচিত। ঐ ব্যক্তির প্রকৃত নাম সম্পর্কে তাদের হয়তো ধারণাই ছিল না।

---

৩২. মুসনাদে আল-হুমাইদী কর্তৃক বর্ণিত। হাদীস নং ৪৪৬

৩৩. ইবনে আবি শায়বাহ তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নম্বর ৩২৯১৩

তবে তিনি অভ্রান্ত নবী ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

উপাধি যেটা নামকে অতিক্রম করে এবং বংশকে ছাপিয়ে যায়

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ নেই। আমরা যার ইবাদত বন্দেগী করতে পারি। মাঝে মধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় পেটের ওপর ভর দিয়ে আমি মাটিতে শুয়ে থাকতাম এবং একই কারণে পেটে একটি পাথর বেঁধে মাটিতে শুয়ে থাকতাম। একদিন আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ যে পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করতেন সে পথে আমি বসেছিলাম। যখন আবু বকর আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন আমি তাঁকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তিনি আমার ক্ষুধা মিটাতে পারবেন মনে করেই আমি এ জিজ্ঞাসাটা করেছিলাম। তবে তিনি আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়েই আমাকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেলেন।

আবুল কাসিম হাসি দিয়ে চলে গেলেন

আবুল কাসিম (তাঁর ওপর আল্লাহর মেহেরবানী এবং শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন যে, সর্বশেষে নবী হাসি দিয়ে আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। যখন তিনি আমাকে দেখলেন তখন আমার মনে এবং মুখমণ্ডলে কি ফুটে উঠে ছিল সেটা তার বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি বললেন, 'হে আবু হির (আবু হুরায়রা!) আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করব। আমি 'হে আল্লাহর নবী' বলে তাঁকে সম্বোধন করলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে অনুসরণ কর, এবং আমি তাকে অনুসরণ করলাম। অত:পর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলাম এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি একটি বাউলে দুধ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এলো? ঘরে উপস্থিতরা বললেন, অমুক (অথবা মহিলা) আপনাকে এটা উপহার হিসেবে দিয়েছেন। বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করব। তখন তিনি বললেন, যাও, আল-সুফফার লোকদেরকে আমার কাছে ডাক।

আল-সুফফার অধিবাসীরা ছিলেন ইসলামের অতিথি, যাদের কোনো পরিবার, অর্থ এবং কেউ ছিল না। যাদের ওপর এ অধিবাসীরা নির্ভর

করতে পারতেন। যখনই নবীর কাছে কোনো দানের সামগ্রী নিয়ে আসা হতো, তিনি সেটা আল-সুফফার অধিবাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং সেটাতে নিজে ভাগ বসাতেন না এবং যখনই কোনো উপহার সামগ্রী তার কাছে পাঠানো হতো, তখন তিনি সেটা থেকে কিছু অংশ উক্ত লোকদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং কিছু অংশ নিজের জন্য রাখতেন।

নবী(সা)-এর আদেশ আমাকে বিচলিত করল এবং আমি মনে মনে বললাম, কিভাবে এ পরিমাণ দুধ আল সুফফার অধিবাসীদের জন্য যথেষ্ট হবে? আমার ধারণা ছিল যে, আমার শক্তি বাড়ানোর জন্য আমি এ দুধ থেকে আরও বেশি পান করার ব্যাপারে হকদার, তবে চিন্তা করে দেখ নবী (সা) আমাকে সে দুধটা আল সুফফাবাসীকে দিয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি ভেবে পেলাম না, ঐ দুধের থেকে আমার জন্য আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকবে। তবে যা হোক, আমি তখন আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত নবী (সা)-কে মান্য না করে পারলাম না। সেজন্য আমি আল-সুফফার অধিবাসীদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে ডাকলাম। তারা অকুস্থলে আসার পর নবী(সা)-এর কাছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন।

রসূল করীম(সা) আমাকে ও হীর! বলে সম্বোধন করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল(সা) আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করব। তিনি বললেন, এটা পান কর এবং তাদেরকেও দাও। সুতরাং আমি দুধের বাউলটা নিলাম এবং তারপর এমন একজনকে দিলাম যিনি আকণ্ঠ পান করে বাউলটা আমার কাছে ফেরত দিল। অত:পর আমি এটা আরেকজনকে দিলাম যিনি দুধটা আকণ্ঠ পান করলেন এবং পাত্রটা আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন এরপরে আমি পাত্রটাকে অন্য একজনের কাছে দিলাম যিনি আকণ্ঠ পান করলেন এবং সর্বশেষে আমার কাছে ফেরত দিলেন, যখন পুরো দলটা ঐ দুধ থেকে আকণ্ঠ পান করে সারল তখন আমি নবীর কাছে গেলাম, যিনি পাত্রটা নিলেন এবং তার হাতের ওপর রাখলেন, আমার দিকে তাকালেন এবং হেসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে প্রস্তুত। তিনি বললেন, সেখানেই আমার এবং তোমার অবস্থান। আমি বললাম, আপনি সত্য কথাই বলেছেন! তিনি আমাকে বললেন, বসো

এবং দুধ পান কর। আমি উপবেশন করলাম এবং পান করলাম। তিনি বললেন, পান কর এবং আমি পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার কথা ক্রমান্বয়ে বলে যেতে থাকলেন। যে পর্যন্ত না আমি তাকে বললাম, না, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তার নামে কসম খেয়ে বলছি। আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, এটা আমার কাছে দাও। যখন আমি পাত্রটা তার কাছে দিলাম তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং তাঁর নাম নিলেন এবং দুধের বাকি অংশটি পান করলেন।[৩৪]

উকাশা তোমার আগে এটা পেল

এটা এমন একটা প্রবাদ, যেটার পুনরাবৃত্তি প্রত্যেক বক্তাই করে এবং বাগবৈশিষ্ট্য। চৌদ্দশত শতাব্দী হতে যে ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক যুগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার ক্ষেত্রে এটা একটা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বরাতে বলা হয়েছে। "নবী করীম (সা) বলেছেন, বিভিন্ন জাতি আমাকে দেখানো হয়েছিল আমার সামনে আমি দেখতে পেয়েছিলাম একজন নবী তাঁর অনুসারীদের বড় একটি দল নিয়ে আমাকে অতিক্রম করে গেলেন। আরেকজন নবী আরেকটি ছোট দলের অনুসারী নিয়ে আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলেন এবং আরেকজন নবী পাঁচজনের একটি অনুসারী দল নিয়ে আমাকে অতিক্রম করলেন এবং আরেকজন নবী শুধু নিজেই আমাকে অতিক্রম করলেন।

এবং তারপর আমি বহুসংখ্যক লোককে দেখতে পেলাম। সেজন্য আমি জিবরাঈল (আ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মানুষেরা কি আমার অনুসারী? উত্তরে জিবরাঈল (আ) বললেন, না। তবে দিগন্তের দিকে তাকান। আমি তাকিয়ে দেখতে পেলাম বহু সংখ্যক লোকের একটি সমাগম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার অনুসারী এবং তাদের সামনে সত্তর হাজার লোক আছে যারা কোনো পাপ করেছে কিনা সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই এমনকি তারা কোনো শাস্তিও পাবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

---

[৩৪]. আল-বুখারী কর্তৃক তাঁর সহীহ : গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ৬১১০

তিনি বললেন, “তারা নিজেদেরকে জ্বলন্ত বা অগ্নিদগ্ধ কাঠের টুকর দিয়ে ছেকা লাগবেন না অথবা রুকইয়াহর (পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে নিজেদের চিকিৎসা করতেন না) আশ্রয় নিতেন না এবং বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে অশুভের পূর্বাভাস দেখতে পেতেন না এবং তারা তাদের একমাত্র প্রভুর ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করতেন। এটা শোনার পর উকাশাহ বিন মুহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর নবীকে বললেন, আমাকে যাতে তাদের অন্যতম করে সেজন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করুন। নবী ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তাকে তাদের অন্যতম করুন। তারপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রসূল ﷺ-কে বললেন, আল্লাহকে আহ্বান করুন, আমাকে যাতে তাদের অন্যতম করেন। রসূল (সা) বললেন, এ ব্যাপারে উকাশাহর অবস্থান তোমার আগে।[৩৫]

কি ধরনের সম্মান উকাশশাহ এ জীবনে পেয়ে গেলেন এবং পরবর্তী জীবনে অপেক্ষা করছে তার জন্য অধিকতর সম্মান যখন তিনি বিনা শাস্তি এবং বিনা প্রশ্নেই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এ উকাশাহর ওপর এ দুটি সম্মানের (ইহকাল ও পরকালের জীবনে) ফলাফলের কথা চিন্তা করে দেখ।

ইবনে ইসহাকের[৩৬] বরাতে যারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। উকাশাহ বিন মুহসান তার তরবারী ভেঙ্গে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তরবারী ভাঙ্গার পর তিনি রসূলের ﷺ শরণাপন্ন হলেন যিনি তাকে একটি কাঠের টুকরা দিয়ে বললেন, হে উকাশাহ এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। তিনি এটা আল্লাহর রসূল ﷺ -এর কাছ থেকে নেয়ার পর নাড়া দিলেন এবং এটা একটা বড় ভয়ানক এবং সাদা তরবারীতে রূপান্তরিত হলো। উকাশাহ এ তরবারী দিয়ে আল্লাহ মুসলমানদেরকে যুদ্ধে বিজয় মঞ্জুর করার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে এ তরবারীটা তার কাছেই থাকত। তিনি নবী করিম ﷺ-এর সাথে একাধিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উকাশাহ

---

[৩৫]. আল-বুখারী কর্তৃক তাঁর গ্রন্থের হাদীস নং ৬১৯৮

[৩৬]. আল-বায়হাকী কর্তৃক দালাইল আন-নুওয়াহ গ্রন্থে বর্ণিত। হাদীস নং ৯৬৩

আল-ইয়ামামার যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি এ তরবারি ব্যবহার করেছিলেন। এ তরবারিটাকে আল-কাইয়ূ (শক্তিশালী) বলা হতো।

আবু উমাইর এবং গায়ক পাখি

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে বলা হয়েছে। "রসূল করীম ﷺ চরিত্রের দিক থেকে সবচাইতে ভাল ব্যক্তি ছিলেন। আবু উমাইর নামে আমার একটা ভাই ছিল যে আমার মনে হয় মাত্র মায়ের দুধপান ছেড়েছিল। যখন এ শিশুটিকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আনা হতো, তখন নবী ﷺ বলতেন, "হে আবু উমাইর! আল-নুগায়েরের কি হয়েছে?[৩৭]

এটা ছিল, একটা গায়ক পাখি যেটা নিয়ে তিনি খেলা করতেন। মাঝে-মধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেলেও তিনি আমাদের বাসায় থাকতেন। তিনি কার্পেটটি ঝাড়ু দিতে এবং পানি দিয়ে ধোয়ার জন্য আদেশ করতেন এবং তারপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়াতাম। তিনি সালাতের ইমামত করতেন।[৩৮]

আমার ভাই এবং আমার সঙ্গী

বিশ্বাসীদের মধ্যে যিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর হিযরতের সঙ্গী এবং হেরা পর্বতের গুহার সঙ্গী ছিলেন তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল করীম ﷺ বলেছেন, যদি আমাকে আমার জাতি থেকে একজন বন্ধুকে বেছে নিতে বলা হয়। তাহলে আমি আবু বকরকে বেছে নেব, তবে তিনি হলেন আমার ভাই এবং আমার সাহাবী।[৩৯]

বিশ্বাসযোগ্য একজন

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে বলা হয়েছে। ইয়ামেনের কিছু অধিবাসী নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমাদের সাথে এমন একজনকে পাঠান যিনি আমাদেরকে ইসলাম এবং সুন্নাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারবে।

---

৩৭. আল-নুগায়ের হলো লাল ঠোঁটসহ এক ধরনের ছোট পাখি যেটার গায়ক পাখি সাথে সাদৃশ্য আছে।

৩৮. আল-বুখারী হাদীস নং ৫৮৭০

৩৯. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৩৪৮৪ ও ৩৬৫৬

আনাস ﷺ বললেন, তিনি [রসূল ﷺ] আবু উবায়দার হাত ধরে বললেন, "এ ব্যক্তি হলেন এ জাতির বিশ্বাসী লোক ।[৪০]

শিষ্য

যাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন, "খন্দকের যুদ্ধের দিন, রসূল (সা) শত্রুদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য সৈন্যদেরকে ডাকলেন। যুবায়ের তার ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি আবার তাদেরকে ডাকলেন এবং যুবায়ের আবার তার ডাকে সাড়া দিলেন যার ফলে রসূল ﷺ বললেন, "প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী আছে এবং যুবায়ের আমাদের হাওয়ারী। সুফীয়ান, বলেছেন যে, হাওয়ারী অর্থ হলো সাহায্যকারী ।[৪১]

আমার কাছের সাহাবী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি

আনাস ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর এবং আল-আব্বাস (রা) ক্রন্দনরত আনসারদের একটি সমাবেশ অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি (অর্থাৎ আবু বকর অথবা আব্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাঁদছ কেন? উত্তরে তারা বললেন, "আমাদের কান্নার কারণ হলো আমরা আমাদের সাথে নবী ﷺ-এর সান্নিধ্যের কথা স্মরণ করছি।"

সে কারণে আবু বকর ﷺ নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং এ ঘটনা বললেন, তখন নবী আঁচলা দিয়ে মাথা বেধে বের হয়ে এলেন। তিনি মিম্বরে উঠলেন। যেটা তিনি ঐ দিনের পর আর কখনও করতে পারেন নি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁকে (আল্লাহকে) মহিমান্বিত করে বললেন, "আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব আনসারদের প্রতি যত্নবান হতে। যেহেতু তারা আমার কাছের সাহাবী এবং আমার বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে তবে তাদের অধিকার পাওনা রয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদের ভালটা গ্রহণ কর এবং তাদের মধ্যে যারা অসৎকর্ম করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিও ।[৪২]

---

[৪০]. সহীহ মুসলিম আবু উবাইদাহ বিন আল-জাব্বার শ্রেষ্ঠত। হাদীস নং ৪৫৬৬

[৪১]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২৮৫৭

[৪২]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৩৬১৮

নিবেদিত প্রাণের মানুষ

আবু হুরায়রা -এর বরাতে বলা হয়েছে যে। কিছু সংখ্যক ব্যক্তির একটি প্রতিনিধিদল আল্লাহর রসূল -এর নিকট আগমন করলেন এবং নবী (সা) বললেন, "ইয়েমেনের কিছু সংখ্যক লোকের আগমন হয়েছে যাদের হৃদয় খুবই কোমল এবং যারা খুবই ক্ষমাশীল। তাদের বিশ্বাস তারা ইয়েমেনী এবং তাদের বিচক্ষণতাও ইয়েমেনী। উটের মালিকদের মধ্যে অহংকার এবং ঔদ্ধত্য লক্ষণীয়, তবে শান্তি এবং শালীনতা গবাদি পশুর মালিকদের মধ্যে লক্ষণীয়।[৪৩]

আবু তুরাব (ধুলার পিতা)

সাহল ইবনে সাদ আল সাইদী বর্ণনা করেছেন যে। আল্লাহর রসূল (সা) ফাতেমা -এর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করেন তোমার স্বামী আলী কোথায়? উত্তরে ফাতেমা বললেন, 'আমার এবং তার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে কারণে তিনি আমার সাথে রাগান্বিত হয়ে আমার ঘরে দুপুরের ঘুম না ঘুমিয়েই চলে গেলেন। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ একজনকে বললেন আলীকে খুঁজে বের করতে। সে ব্যক্তি ফেরত এসে বললেন, হে আল্লাহর প্রেরিত রসূল! আলী মসজিদে ঘুমাচ্ছে। সে জন্য রসূল (সা) সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন আলী শুয়ে আছে। তার শরীরের ওপরের আচ্ছাদন এক পাশে পড়ে গিয়েছে এবং সে কারণে সে ধুলো দিয়ে লেপ্টা ছিলেন। আল্লাহর রসূল আলীর শরীর থেকে ধুলা পরিষ্কার করা শুরু করলেন এবং বলতে থাকলেন, উঠে যাও, হে আবু তুরাব! (ধুলো বালির পিতা) জেগে ওঠো, হে আবু তুরাব![৪৪]

শহীদের সরদার

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস -এর বরাতে বলা হয়েছে। "আল্লাহর রসূল (সা) বলেছেন, শহীদদের সরদার হলেন হামযাহ ইবনে আব্দুল-মুত্তালিব এবং একজন যিনি এক অত্যাচারী শাসকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং যাকে তিনি ভাল কাজ করার এবং দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার পরিণামে তাকে ঐ শাসক হত্যা করেছিলেন।[৪৫]

---

[৪৩]. সহীহ আল-বুখারী ৪১৪৫

[৪৪]. সহীহ আল-বুখারী মসজিদে ঘুমন্ত মানুষ সম্পর্কিত অধ্যায়। হাদীস নং ৪৩২

[৪৫]. আল-হাকীম কর্তৃক তার গ্রন্থ আল-মুসতাদরাকে বর্ণিত হামযা ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়। হাদীস নং ৪৮৫১

জান্নাতের যুবক

মহান নেতা নবী ﷺ তার দুজন নাতী এবং দুজনই তার সুপ্রিয়। এ নাতীদের জন্মের পরে শৈশবে এবং কৈশরে তাদের প্রতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভালবাসা মুসলমানরা বংশ পরম্পরায় অনুসরণ করে আসছে : হাসান এবং হুসাইন হলেন জান্নাতের যুবকদের সরদার।[৪৬]

আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ দাস, ভাল ভাই এবং আল্লাহর অন্যতম তরবারী

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে বলা হয়েছে। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীতদাস একজন ভাল ভাই। এবং আল্লাহর অন্যতম তরবারী।[৪৭]

বংশীয় উপাধি ও উত্তম কর্মের স্বীকৃতি

কোনো ব্যক্তিকে তার গুণাবলি সমন্বয়ে বর্ণনা করা অথবা একটি উপাধি অর্পন করা একটি বিস্ময়কর কাজ। তবে এটা খুবই আশ্চর্যজনক যখন দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি তার জন্য এত বেশি যোগ্যতা অর্জন করে। যেটা ঘটেছে তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর ক্ষেত্রে। তাঁকে বলা হয়েছিল, তালহা, ওহুদের যুদ্ধের উত্তম ব্যক্তি, তালহা হুনাইনের যুদ্ধে দয়ালু ব্যক্তি এবং আল-আশরিয়ার যুদ্ধে তালহা মহানুভব ব্যক্তি। অধিকন্তু এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যখন একটা পুরুষ-মহিলার একটা পুরো প্রজন্ম মুহাম্মাদ ﷺ -এর মতো ভাল উপাধি এবং গুণাবলিতে ভূষিত হয়।

আপনি যদি ইতিহাসের পাতা থেকে জীবনী গ্রন্থ পড়েন এবং প্রাথমিক যুগের প্রজন্মের ইতিহাস ঘাটেন তাহলে দেখতে পাবেন, তাদের অধিকাংশই তাদের নেতা দ্বারা একটি উপাধি, একটি প্রথম নাম (Fare name) এবং একটি ভাল বর্ণনা দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন।

---

[৪৬]. সহীহ হাদীসে ইবনে হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত, হাদীস নং ৭০৭৭

[৪৭]. আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে আল-হাকীম কর্তৃক বর্ণিত। খালিদ বিন ওয়ালিদের ভাল গুণাবলি উল্লেখের অধ্যায়।

পাঠের মাঝে আপনাকে কি নির্দেশনা দেয়?

অবশ্যই কাউকে আখ্যা এবং উপাধিতে ভূষিত করা হলো মহান নেতার অন্যতম গুণ। এটা ছিল মহান নেতার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে ভালবাসেন তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি গ্রথিত হয়েছিল এবং বিশ্বাসীদের মনে এ বৈশিষ্ট্যটি দয়া বর্ধনে সাহায্য করে, ভাল বৈশিষ্ট্য হলো অন্যতম ব্যাপার যেটা কোনো ব্যক্তিকে নিজের সম্পর্কে গর্বিত করে তোলে এবং সৎ উপাধিগুলো একজনের মুখমণ্ডলে (Beauty spot)-এর মতো।

ধন্যবাদের সনদ

আপনি কি দেখেছেন রিপোর্ট সনদ এবং মেডেল দিয়ে ভূষিত হয়ে একজন ব্যক্তি কি করে? তারা এগুলোকে সবার নজরে পড়ে এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে, তারা এগুলো দ্বারা আনন্দিত বোধ করে এবং আত্মসন্তুষ্টি এবং আনন্দ লাভ করে। এটা সত্ত্বেও এ সনদগুলো তাদের মূল্য হারিয়ে ফেলতে পারে অথবা সময়ের গহবরে চিরতরে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

অন্যপক্ষে সৎ উপাধি এবং গুণাবলি অধিক সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে এবং কখনই মুছে যাবে না। এটার কখনও মৃত্যুও হবে না যদিও উপাধির মালিকের মৃত্যু হয়। মাটির এ পৃথিবীতে অমরণশীলতা সব সময়ের জন্য কাম্য-এটা হলো এক শব্দে লিখিত একটি মহত্ত্ব। এটা একটি বিবৃতি অথবা বাগবিশিষ্ট দ্বারা প্রকাশিত সম্মান।

অনুরূপভাবে মেধাবী নেতা ﷺ তাঁর পছন্দের শ্রেষ্ঠত্বটা বেছে নেন এবং কোনো ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। এ উপাধিগুলো দাতাকে কি খরচের সম্মুখীন করে! উপাধি গ্রহিতাকে একটি উপাধি কি দেয়। এগুলোর গ্রহিতা থাকে সন্তুষ্ট এবং তাকে আনন্দ দান করে। এ উপাধিগুলো একজনের স্মৃতিতে বিজয় লিখে দেয়। সম্মানকে মজবুত করে। মহান অর্থকে দৃঢ় করে এবং ভাল কাজের স্পৃহা তার মধ্যে গ্রথিত করে। হে আল্লাহ! এগুলো কত সহজলভ্য এবং ফলপ্রসূ! মহান নেতা নবী ﷺ এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, উপাধি এবং গুণাবলি মানুষের মনে জাগরুক থাকে। সুতরাং তিনি এগুলো প্রদান করার সময় মহানুভব থাকতেন এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনি ছিলেন মহান এবং প্রভাবশালী নেতা।

তৃতীয় অধ্যায়ের মুক্তা

শুভেচ্ছা হলো ভালবাসার চাবিকাঠি এবং মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার দ্বার। গ্রহিতার হৃদয় এটার মিষ্টতাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। এ ধরনের সবচেয়ে ভাল শুভেচ্ছা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত আছে এবং এগুলো পাহাড় এবং প্রাচীন বৃক্ষের মতো অটল দৃঢ়। সবচাইতে স্থায়ী শুভেচ্ছা হলো একটি সম্মানিত উপাধি এবং একটি অতি উঁচু ধরনের বর্ণনা।

তিন নম্বরের মুক্তা

আমীর ইবনে তাগলিব বলেছিলেন, নবী করীম একদল লোককে কিছু দিলেন এবং অন্য কিছু লোককে দিলেন না। আপতদৃষ্টিত এটা মনে হলো যে, পরবর্তী লোকেরা এটাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেজন্য নবী করিম বললেন, "আমি অবশ্যই একদল লোককে কিছু একটা দিয়েছি এবং অন্য কিছু লোককে এটা দেয়া থেকে বঞ্চিত করেছি তাদের ন্যায়শীলতা এবং সুখের জন্য যেটা আল্লাহ তাদের হৃদয়ে শিকড় বদ্ধ করে রেখেছেন এবং তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমীর ইবনে তাগলীব।

আমীর ইবনে তাগলীব বললেন, "যে বাক্যটা আল্লাহর রসূল আমার পক্ষে উচ্চারণ করেছেন সেটা আমার মালিকানায় যে লাল উটগুলো আছে সেগুলোর চাইতেও প্রিয়।

নিশ্চিতভাবে নবীর দেয়া সনদ ও উপহার যে কোনো উপহারের চাইতেও শ্রেয়, যে কোনো দয়ার চাইতেও মূল্যবান এবং যে কোনো স্বর্ণ এবং অলঙ্কারের চাইতেও মূল্যবান।

হে আল্লাহ! তোমার দেয়া, শান্তি এবং আশীর্বাদ মুহাম্মদ -এর তাঁর পত্নী তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং অনুসারীদের ওপর বর্ষিত হোক, আমীন।

মনে রেখো

মহান নেতা হতে হলে আরোও অধিক আখ্যা প্রদান কর এবং তোমার প্রিয়জনদেরকে তাদের সম্মানিত আখ্যা সহকারে ডাক।

আল্লাহ বলেন, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক,

শহীদ ও সৎকর্মশীল (সালেহীনদের) মধ্য থেকে। আর তারা কতই না উত্তমই না বন্ধু।[৪৮]

দুনিয়াতে নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব পালনকারী ও নবীগণ ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশধিকার দিয়ে উচ্চ মর্যাদাবান করেছেন।

সিদ্দীক ঐ উত্তম ব্যক্তি ও উচ্চ মানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যারা রসূলকেও রিসালাতকে জীবনের একান্ত বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

শহীদ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন ঐ সকল উৎসর্গীয় নিবেদিত প্রাণ যারা জীবনের বিনিময়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিক-নির্দেশনায় আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করতে প্রাণান্ত সচেষ্ট। যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ছালেহীন হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি যারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমলে ছালেহ করে অসামান্য দৃষ্টান্ত আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করতে পেরে স্বীকৃতি ব্যক্তিতে পরিণত হতে চেয়েছেন।

আনুগত্যের উন্নত ও উত্তম দৃষ্টান্ত সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহী আজমাইন।[৪৯]

---

[৪৮]. আন-নিসা (৪ : ৬৯)

[৪৯]. জুবদাতুত তাফসীর লিল আশকার পৃষ্ঠান। ১১২ হতে সারাংশাকৃত।

চতুর্থ অধ্যায়

গুনাহ্ করার অনুমতি

আবু উসামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত। একজন যুবক রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি প্রদান করুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষেরা তার কাছে এসে তাকে গালাগালি করল এবং রাগান্বিত হলো। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ ব্যক্তিটিকে আমার আরোও কাছে নিয়ে এসো। ঐ ব্যক্তিটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্নিকটবর্তী হয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

অত:পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ঐ ঘৃণ্য কাজটি তোমার মায়ের সাথে করতে পারবে? সে বলল আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, এ কাজটা আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আমি যাতে আপনার জন্য একটি ত্যাগ স্বীকার করতে পারি সে শক্তি আল্লাহ আমাকে প্রদান করুন। রসূলে করীম বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের মায়ের সাথে করতে পছন্দ করেন না। অধিকন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এ কাজটি তোমার কন্যাদের সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, এ কাজটা আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা যাতে করে আল্লাহ আমাকে প্রদান করেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের কোনো কন্যা সন্তানের সাথে করতে পছন্দ করেন না।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ ঘৃন্য কাজটি তোমার বোনের সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি এ কাজটা আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা আল্লাহ যেন আমাকে প্রদান করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের বোনদের সাথে করতে পছন্দ করেন না।

নবী করীম ﷺ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ ঘৃন্য কাজটা তোমার ফুফুর সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে ঐ ব্যক্তিটি বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি এ কাজটা আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা আল্লাহ যেন আমাকে প্রদান করেন। নবী করীম ﷺ বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের ফুফুর সাথে করতে পছন্দ করেন না। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এ কাজটা তোমার খালার সাথে করতে রাজী হবে? উত্তরে ঐ ব্যক্তিটি বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি এ কাজটা আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপনার জন্য ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা আল্লাহ যেন আমাকে প্রদান করেন। নবী করীম ﷺ বললেন, অন্যান্য মানুষেরাও ব্যভিচারের এ ঘৃন্য কাজটি তাদের খালার সাথে করতে পছন্দ করেন না। নবী করীম ﷺ ঐ ব্যক্তিটির শরীর স্পর্শ করে বললেন, হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ করে দাও, তার হৃদয় পরিশুদ্ধ কর এবং তার যৌনাঙ্গকে রক্ষা কর। এরপর থেকে এ যুবক এ ধরনের কোনো কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

হাদীস হতে শিক্ষা

এটি একটি যুবক সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যার হৃদয় সহজাত প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়েছিল, যার আছে শক্তি এবং পৌরুষত্ব। ঝোক এবং বাসনা এ দুটিই বর্তমান এ যুবকটির অন্তরে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি তার আছে ভীতি এবং বিশ্বাস।[১]

তার এ বাসনা তার শরীরের অংশগুলোকে প্রজ্বলিত করে যার ফলে তার জীবন বিঘ্নিত হয়। অনিয়ন্ত্রিত খেয়াল এবং শক্ত প্রবণতা মানবাত্মা পরিপূর্ণ। যাহোক, এ প্রবণতা এবং খেয়াল খুশীগুলো এ যুবককে গুনাহ করার সীমালংঘনের জন্য আকৃষ্ট করে। সে গুনাহর কাছে পরাজিত হতে অস্বীকার করেছে। কারণ তার কাছে এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত এবং তার সমস্ত ব্যাপারকে পরিবেষ্টন করে আল্লাহর অবস্থান।

---

১. ইমাম আহমাদ কর্তৃক তার মসনদ গ্রন্থে বর্ণিত, হাদীস নং ২১৬৭৬

তারপর অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সে কারণে শুধুমাত্র আত্মার খেয়ালকে প্রশমিত করা ছাড়া এ যুবক তার ধৈর্যকে কাজে লাগাতে পারেনি। সুতরাং যুবক এ কাজের অনুমতির জন্য রসূল করিমﷺ-এর দ্বারগ্রস্ত হন।

ব্যভিচার করার জন্য অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে এ যুবক পুনরায় নবী করিম ﷺ-এর শরণাপন্ন হলেন, যদিও এ নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তিনি পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত ছিলেন। যুবকটি নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের ব্যাপারে নবী করিমﷺ-কে অনুরোধ করতে এসেছিলেন। যে ধরনের প্রচণ্ড আবেগ ও বাসনা দ্বারা যুবকটি তাড়িত হচ্ছিল সে ধরনের আবেগ ও বাসনা দ্বারা তাড়িত হওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সে সাদামাটাভাবে নবী করিমﷺ কে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি প্রদান করুন।

কোনো ভূমিকা ছাড়া এবং সরাসরিভাবে এ কথাগুলো যুবকটি নবী করিম ﷺ-এর কাছে পেশ করলেন।

অনুসন্ধান করা এবং তার অনুসন্ধানের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা

মানুষেরা ঐ যুবকের দিকে তাকাচ্ছিল, নবীর কাছে তার অনুরোধ শুনছিল এবং তারা যুবককে গালাগাল করছিল এভাবে যে, এ মহান নেতার কাছে কি তোমার এ কুকর্মের জন্য অনুরোধ করা উচিত?

তুমি কি এ জঘন্য কাজ করার জন্য এ রকম ধরনের উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন লোকের অনুমতি চাবে? যখন অন্যান্যরা ঐ যুবককে গালাগালি করছিল তখন মহান শিক্ষক পথপ্রদর্শক (তার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর দয়া বর্ষিত হোক) তাদেরকে প্রশমিত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং প্রশিক্ষককে শান্তি এবং দয়া বর্ষিত করুন। মহান নেতা এবং প্রশিক্ষক যুবকের বিরুদ্ধে তাদের নিন্দা এবং দোষের কথা শুনলেন। নবী করীম (সা) তাকে একপাশে ডাক দিলেন এবং যুবক সাহাবীদের কথা শুনে এবং সেখানে জমায়েত মানুষের রাগান্বিত চেহারার প্রকাশ দেখে নবী করীম (সা)-এর ডাকে সাড়া দিলেন। যুবক নবীর কাছে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দয়াশীল ব্যক্তি নবীﷺ যুবকের দিকে তাকালেন। নবী করিম (সা)-এর অভ্যাস ছিল শ্রোতার প্রতি পূর্ণ মনযোগ দেয়া।

ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে নবী করিম ﷺ ঐ যুবকের সাথে আলাপ শুরু করলেন। আলাপের অংশ ছিল উত্তর দেয়ার মতো মানানসই প্রশ্নাবলি। প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে ভাবনা-চিন্তার জন্য বিরতি ছিল। অনুসন্ধানকারী এবং অনুসন্ধানের ব্যাপারে মহান নেতা নবী ﷺ-এর মূল্যায়ন ছিল খুবই শান্ত এবং দয়াশীল। তুমি যে ঘৃণ্য কাজ করতে চাচ্ছো সেটা হলো বিরাট অমঙ্গলের দরজা, যেটার পিছনে অবস্থান করছে আগুন এবং নিয়ন্ত্রনহীন কামনা-বাসনা। সুতরাং ঐ ঘৃণ্য কাজের দরজা বন্ধ করা এবং অন্য সব নির্গমনের পথ বন্ধ করে দেয়া ছাড়া তোমার কোনো গত্যন্তর নেই। তুমি যদি এ কাজটা করতে পার তাহলে তোমার আত্মা ঐ কুকর্ম করার প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পাবে।

সুন্দর স্বাস্থ্য ও আরোগ্য লাভের উপায়

আরোগ্য লাভ এবং অটুট স্বাস্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো বাসনাকে জলাঞ্জলী দিয়ে মনকে জাগ্রত করা এবং দুর্বলতাকে বিদায় দিয়ে দৃঢ় সংকল্পকে নিজের আয়ত্তে আনা।

আলাপ শুরু

আল্লাহর নবী ﷺ ঐ যুবকের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ শুরু করেন। নবী করিম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কাজটা তোমার মায়ের সাথে করতে পছন্দ কর?" তোমার মা যিনি তোমার হৃদয়ের সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি তার সাথে তুমি এ জঘন্য কাজটা করার জন্য অনুমতি চেয়েছ?

কেন এ কাজটা মায়ের সাথে করার প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলেন

সচেতনতাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য এবং বোধ শক্তিকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে নেয়ার জন্য এ গর্হিত কাজটি মায়ের সাথে করা যায় কিনা সে প্রশ্ন করেছিলেন। শপথ নেওয়ার পর রসূল করিম ﷺ-এর প্রশ্নের সে তাৎক্ষণিক এবং চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করে যে, না। শপথটা এরকম, হে আল্লাহর রসূল, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি।' তার এ ধরণের উত্তর, ভালবাসার একটি ঘোষণার পর এসেছিল, যার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল একটি সংকেত। আমি যাতে আপনার জন্য একটি ত্যাগ স্বীকার করতে পারি সে শক্তি যেন আল্লাহ আমাকে দান করেন।

যুবকটি যেনো এ কথাগুলো বলতে চেয়েছিল, "হে আমার প্রিয় রসূল, আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি এমন কথা বলবেন না যার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত এবং তাঁর সম্মানের জন্য কিছু আত্মার মৃত্যু হতে পারে। যুবকের কথায় রসূল ﷺ উত্তর দিলেন।

"হে যুবক! আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। তোমার তাৎক্ষণিক এবং চূড়ান্ত উত্তরের মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি তোমার যে ঈর্ষা সেটা ফুটে উঠেছে। সে একই ধরণের ঈর্ষা দ্বারা সকল মানুষের হৃদয় পরিপূর্ণ।"

রসূল করিম ﷺ বললেন, "মানুষ তাদের মায়ের জন্যও এ ব্যাপারটা (ব্যভিচার) পছন্দ করে না। নবীর উদ্দেশ্য ছিল ব্যভিচারের অন্তরালে যে বিপদ এবং অমঙ্গল লুক্কায়িত আছে সেটা থেকে যুবকের মনযোগকে সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে আকৃষ্ট করা।

এ ইস্যুটা শুধুমাত্র মাতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এ দয়াবান শিক্ষক নবী (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল অমঙ্গলের প্রভাব থেকে এ যুবকের হৃদয়কে পুরোপুরিভাবে মুক্ত করা।

যুবকের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া প্রত্যেক প্রিয় এবং কাছের মহিলা সদস্যদেরকে এ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল : কন্যা সন্তান, বোন, ফুফু এবং খালা। তুমি যদি তোমার নিকটতম আত্মীয়ের সাথে এ কাজটা করতে পছন্দ না কর, সে ক্ষেত্রে অন্যরাও তাদের সাথে এ কাজটা করতে চাইবে না।

একজন মহিলা তিনি যে দেশেরই হোন না কেন তিনি কারো মা। আরেকজনের কন্যা, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বোন, চতুর্থ কোনো ব্যক্তির ফুফু অথবা পঞ্চম কোনো ব্যক্তির খালা।

হে যুবক! যে ঈর্ষাটা তোমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে, সেটা সমানভাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের হৃদয়কেও পরিপূর্ণ করে। এ ব্যাপারটা যদি তোমার হৃদয়কে ব্যথিত করে তাহলে এটা তাদেরকেও ব্যথিত করবে। যদি তুমি এমন কোনো মহিলার সন্ধান না পাও যিনি কারো কোনো নিকট আত্মীয় নন। সে ক্ষেত্রে তুমি কেন এ ধরণের অনুমতি চাও?

এ সময়ে এ প্রশ্নের উত্তরটা ঐ যুবক যাতে তার হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং অনুধাবন করতে পারে সে জন্য পুনারাবৃত্তি করা হলো। সবকিছু তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝানো হলো। তবে কুকর্ম বা নিষিদ্ধ কাজের প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই ঝোঁক থাকে।

এরপর নবী করিম ﷺ ঐ যুবকের শরীরের ওপর তাঁর হাত রাখলেন সম্ভবত তার মাথায়। বুকে অথবা কাঁধে। ঐ যুবকটার শরীর একটি সম্মানিত হাত মোলায়েম স্পর্শ পেলো যার সহগমনকারী ছিল মহান শিক্ষক নবী ﷺ-এর দয়ায় পরিপূর্ণ একটি চাহনী । এসব কিছুই একটা সনির্বন্ধ আবেদন দ্বারা ভূষিত ছিল যেটা ঐ যুবকের হৃদয়কে সব ধরণের নিষিদ্ধ করবে। নবী করিম ﷺ যুবকের জন্য আল্লাহর কাছে বললেন, "হে আল্লাহ, তার গুনাহ মাফ করে দাও, তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ কর এবং তার যৌনাঙ্গকে রক্ষা কর।"

এরপর কি হতে পারে? তুমি কি মনে কর এসব কিছুর পরেও নিষিদ্ধ বাসনাগুলো তার হৃদয়ে থেকে যাবে অথবা এ কুচিন্তাগুলো তার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে?

তবে বাস্তবতা এবং ফলাফল হলো, "এ ঘটনার পর ঐ যুবক এ ধরণের কোনো কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখল!"

কৃতকার্য নেতার চতুর্থ গোপন বিষয়
শান্ত আলাপ-চারিতা এবং মনোযোগী শ্রবণ ।

এ গোপনীয়তার ভিত্তি

মানুষের যে আচরণটা তার ধীরস্থির আত্মসন্তুষ্টি থেকে উদ্ভূত হয় সেটা অবিরাম এবং স্থায়ী। সন্তুষ্টি, ভাল ব্যবহার এবং মূল্যবোধ কোনো ব্যক্তির মধ্যে রোপন করার কোনো অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত : শান্ত এবং ভদ্র কথপোকথনের মাধ্যম ব্যতীত কারো মধ্যে ভাল আচার-আচরণ খোদাই করে দেয়া সম্ভব নয়। অথবা শান্ত এবং ভদ্রোচিত কথোপকথন ছাড়া কোনো নীতিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

নিশ্চিতভাবে কথোপকথনের সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম পন্থা হলো অপরপক্ষের বক্তব্য আন্তরিক এবং মনোযোগ সহকারে শোনা, যাতে করে অপর পক্ষ তার মতামত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পায় এবং যে বক্তব্যটা অপর পক্ষ একটি শান্ত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে সেটা ব্যক্ত করতে পারে। যে বক্তব্যটি একটি হৃদয় লুকিয়ে রাখে সেটা যদি আশ্চর্যজনক অথবা বেমানান হয় সে ক্ষেত্রে বক্তব্যটির বেমানান ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করার পন্থা হলো ঐ বক্তব্যটিকে পুরোপুরিভাবে ব্যক্ত করা।

এভাবে কথোপকথন সমস্যার কেন্দ্র বিন্দু এবং বিচ্যুতির শিকড়কে স্পর্শ করবে ফলে কথোপকথন পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা এবং স্থায়ী নিরাময় দ্বারা পরিপূর্ণ হবে যা বয়ে নিয়ে আসবে শান্তি। এ ধরণের বক্তব্যের বদৌলতে সুস্থ এবং প্রাণবন্ত মতামত খারাপ এবং বেমানান মতামতকে দূরীভূত করবে। আত্ম পরিতৃপ্ত হবে এবং মানুষের ব্যবহার সুস্থ এবং পরিপক্ক হবে।

স্বভাবের কারণে একজন ব্যক্তি অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। কথোপকথনের ফলশ্রুতিতে হয় ঐক্যমত, ঐক্যমতের পার্থক্য এবং অনৈক্য এর মধ্যে যে কোনো একটি হবে-

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ.

"তবে উহারা নহে, যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন।"[২]

আলাপ-আলোচনা বা কথোপকথন হলো বুদ্ধিজীবীদের জন্য যুক্তিবিদ্যা এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য একটি ঐতিহ্য। এটা হলো আলাপ-আলোচনার পক্ষে মানুষের স্মরণীয় দান এবং শিক্ষা ও সচেতনতার জন্য নিয়ম বিজ্ঞানের সবচাইতে উঁচু স্তর।

আলাপ-আলোচনা হলো হৃদয়ে খচিত একটি উৎকর্ণ লিপির মতো। মানুষের স্বভাবের ওপর এটা একটি স্থায়ী সুফল আনয়ন করে। একজন ব্যক্তিকে ভাল শ্রোতাতে রূপান্তরিত করে। যে বৈশাদৃশ্য গ্রহণে সমর্থ হয়। এ বৈসাদৃশ্য অবশ্য মানব স্বভাব থেকেই উদ্ভুত। যখন কোনো ব্যক্তি তার ভাই এবং সমসাময়িকদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে কোনো ইস্যুর সম্মুখীন হয় তখন আলাপ আলোচনাই ঐ ইস্যুকে প্রত্যেক কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা যোগাবে এবং ঐ ব্যক্তিকে পূর্ণতা দান করবে।

মানব জাতির মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি? যে দাবি করতে পারে যে, অন্য কারোও মতামত তার দরকার নেই। মানব জাতির সেবা, আদম সন্তানদের মধ্যে সেবা, জ্ঞান এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে যিনি সব মানুষকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁকে যারা ভালবাসতেন তাদের বক্তব্য শুনতে পছন্দ করতেন। তিনি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দুর্বল এবং যুবকদের মতের উত্তর দিতেন। বিশেষভাবে যদি তিনি এর মধ্যে উপকার দেখতে পেতেন তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনি শক্তিশালী এবং বয়োবৃদ্ধদের মতামত আগে শুনতেন।

নেতার জীবনীতে আলাপচারিতার স্থান

আল্লাহ নবী করিমকে সম্বোধন করে বলেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ.

---

[২]. হূদ (১১ : ১১৯)

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়"। সুতরাং কোনো ডাকে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।[৩]

একজন ভাল শ্রোতা

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত। "আমাকে বলা হয়েছিল যে যখন উৎবাহ ইবনে রাবীয়া, যিনি তাঁর গোত্রের লোকদের মধ্যে মহান এবং জ্ঞানী ছিলেন তিনি কুরাইশদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং নবী করিম (সা) একাকী মসজিদে অবস্থান করছিলেন। উৎবাহ বললেন, "হে কুরাইশগণ! আমি কি তাঁর (অর্থাৎ নবী করিম) কাছে যাব এবং কথা বলব?" আমি তাঁর কাছে কিছু প্রস্তাব করব, যেগুলো তিনি গ্রহণ করতে পারেন। কুরাইশগণ এ প্রশ্নের হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন।

নবী করিম ﷺ-এর সামনে বসার আগ পর্যন্ত উতবাহ উঠে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী জানালেন উতবাহ তাকে কি বলেছিলেন এবং ধন, রাজত্ব ও অন্যান্য কি কি সামগ্রী তাকে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

যখন উতবাহ তার বক্তব্য শেষ করলেন নবী করিম ﷺ বললেন, আবুল ওয়ালিদ! তুমি কি তোমার কথা শেষ করেছ?' তিনি বললেন, আমি শেষ করেছি।' নবী ﷺ বললেন, 'তাহলে আমি কি বলি সেটা শুন।' সে বলল।, 'আমি শুনব...'

নবী করিম ﷺ তখন সবচেয়ে দয়াময় আল্লাহর নামে বললেন-

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَ

---

৩. নাহল (১৬ : ১২৫)

وَيۡلٌ لِّلۡمُشۡرِكِيۡنَ ﴿٦﴾

১. "হা মীম।

২. পরম করুণাময়, দয়ালু দাতার পক্ষ হতে অবতীর্ণ এক কিতাব।

৩. বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে সম্প্রদায়ের জন্য।

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরাইয়া নিয়েছে। সুতরাং উহারা শুনবে না।

৫. উহারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করছ যে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবেদন-আচ্ছাদিত আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।

৬. বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তোমরা তারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য।[৪]

নবী করিম ﷺ ঐ সূরা তেলাওয়াত করে থেমে থাকলেন এবং উতবাহ তার হাত পিছনের দিকে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে রসূলের তেলাওয়াত শুনতে তাকলেন। যখন আল্লাহর নবী ﷺ সিজদার আয়াতে পৌঁছালেন তখন সিজদা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আবুল ওয়ালিদ যা তেলাওয়াত করেছি সেটা কি তুমি শুনেছ? উত্তরে সে বলল, 'হাঁ তখন নবী করিম ﷺ তাকে বললেন, 'এখন এ ডাকে সাড়া দেবে কি দেবে না সেটা তোমার নিজের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

তারপর উতবাহ তার সঙ্গীদের কাছে গেল এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল, 'আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি যে, উতবাহ আমাদের সঙ্গ ছাড়ার আগে যে রকম ছিল সেটা থেকে তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে।' যখন সে অন্যান্য সাথি সাথে বসল তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি।

---

[৪]. ফুস্সিলাত (৪১ : ১-৬)

ব্যাপারটা হলো আমি এখন এমন কিছু শুনেছি যেটা আমি আগে কখনও শুনিনি। এটা হঠকারিতা, ম্যাজিক ও ভবিষ্যতবাণী এর কোনোটাই না। হে কুরাইশগণ! আমাকে অনুসরণ কর এবং এ ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দাও। ঐ মানুষটিকে তার বাণী নিয়েই থাকতে দাও। আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তাঁর কথা থেকে আমি যা পেয়েছি সেটার একটা বিরাট প্রভাব আছে।

পিছনের উদাহরণকে নিয়ে ধ্যান ধারণা

এ উদাহরণটা এমন সংকেত বহন করে যেটা কথোপকথন এবং শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত...

দয়াশীল নেতা নবী ﷺ উতবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। উতবা একটি দীর্ঘ সূচনার অবতারণা করেছিলেন। তবে এটা তাঁর প্রধান বক্তব্য হবে বলেই আশা করা হয়েছিল। এ দীর্ঘ সূচনার পর উতবা বললেন, "আমি আপনার কাছে কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করব। "নেতা নবী (সা) উতবার কথার শান্তভাবে এবং দয়ার সাথে শুনলেন। উতবা যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন তখন নবী করিম ﷺ তাঁর বক্তব্য দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করলেন না; বরং তিনি উতবাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন কিনা।

যখন রসূল করীম ﷺ নিশ্চিত হলেন যে উতবা তাঁর কথা শেষ করেছেন তখন তিনি উতবার প্রস্তাবের উত্তরে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করলেন।

তিনি কুরআন তেলাওয়াতটা পছন্দ করলেন। কারণ এর বাণী হলো সবচাইতে অলঙ্কারপূর্ণ, সুন্দর এবং আনন্দ উপভোগ করার মতো। রসূল তাঁর চমৎকার কণ্ঠে তেলাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকলেন যার ফলশ্রুতিতে হৃদয় সমর্পণ করে এবং আত্মা শান্তি পায়। তিনি শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত করলেন এবং এর সাথে একটি অক্ষরও যোগ করলেন না।

এরপর নবী করিম ﷺ উতবাকে বললেন, "হে আবু আল-ওয়ালীদ! আমি কি বলেছি সেটা কি তুমি শুনেছ?" উতবা উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ শুনেছি।" অতঃপর মহানবী উতবাকে বললেন, "এখন এ ধর্মকে গ্রহণ করা অথবা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার আছে। তুমি বলেছ আমি শুনেছি।

আমি বলেছি, যেহেতু শুনেছ এখন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ভার তোমার ওপর। সবকিছু তোমার সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।"

কথোপকথনের এ উন্নত ধরণ উতবাকে একজন ভাল শ্রোতায় রূপান্তরিত করেছিল। সুতরাং এটা কোনো অবাক হওয়ার ব্যাপার নয় যখন উতবা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফেরত গিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিলেন, "হে আবুল ওয়ালীদ তিনি (নবী) তোমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন।"

নেতার জীবনীতে একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য

নবী ﷺ-এর জীবনী পড়ার সময় তুমি দেখতে পাবে যে, তিনি খুব ভাল শ্রোতা ছিলেন। যিনি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিদের কথা যেভাবে শুনতেন ঠিক একইভাবে তিনি সাধারণ স্তরের জনগণের কথাও শুনতেন। তিনি তাঁর চরম শত্রুদের কথা যেভাবে শুনতেন একইভাবে তাঁর পত্নীদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয় পত্নীর কথাও শুনতেন। এ দয়ালু শিক্ষক নবী ﷺ-এর জীবনী পড়ার সময় তোমরা কখনই দেখতে পাবে না যে, কোনো ব্যক্তি সে অজ্ঞ, শত্রু অথবা এমন কোনো ব্যক্তি হোন না কেন যিনি ইসলামকে বিদ্রুপ করেন তার বক্তব্য শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নবী (সা) তাকে তার বক্তব্য প্রদানে বাধা দিয়েছেন।

তার্কিক এবং শ্রোতা

ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সূত্রে বর্ণিত আছে। "খাওলাহ বিনতে আলাবাহ, আউস ইবনে আল-সামিতের পত্নী এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী উবাদাহ ইবনে আল-সামিত বলেছিলেন, আমার স্বামী (অর্থাৎ আউস) ঘরে প্রবেশ করে রাগতস্বরে আমার সাথে কোনো ব্যাপারে কথা বললেন এবং আমি তার কথার উত্তর দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আমার মায়ের পিছনের দিকের মত।" তারপর তিনি তার সঙ্গীদের সাথে দেখা করতে গেলেন। ফিরে আসার পর তিনি আমার সাথে যৌনমিলনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তবে আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। আমাদের মধ্যে একটি তুমুল তর্কাতর্কি হলো এবং আমি তাকে তর্কে হারিয়ে দিলাম ঠিক যেমন একজন মহিলা একজন দুর্বল মানুষকে হারিয়ে দেয়। আমি বললাম, 'খাওলার আত্মা যাঁর হাতে আমার প্রাণ সে আল্লাহর নামে

বললাম, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের তর্কের নিরসণ না করেন সে পর্যন্ত তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

সুতরাং স্বামীর কারণে আমাকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল সেটা জানাতে আমি নবী করিম ﷺ-এর শরণাপন্ন হলাম। তিনি বললেন, 'তিনি তোমার স্বামী এবং মামাতো ভাই। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ।

খাওলাহ বললেন, 'আল্লাহর বাণী নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি নাছোড়বান্দা ছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই সেই মহিলার আকুতি শুনেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন। সে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে (আল্লাহর সাথে) খেসারতের আয়াত[৭] নাযিল হওয়া পর্যন্ত তার স্বামীর ব্যাপারে কাকুতি মিনতি করেছিলেন।

নবী করিম ﷺ বললেন, 'তাকে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার আদেশ দাও।' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি যে, মুক্তি দেয়ান মত তার কোনো ক্রীত দাস নেই'। তারপর তিনি বললেন, 'তার উচিত হবে দুই মাস উপুর্যপরি সাওম পালন করা, জবাবে তার স্ত্রী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ যিনি সাওম পালন করতে পারবেন না।' তিনি বললেন, 'সে ষাটজন অভাবী মানুষকে খাবার দিক।' উত্তরে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল, তার কাছে এমন কিছুই নেই যার দ্বারা সে ষাটজন অভাবী মানুষের খাওয়ার জোগাড় করতে পারবে।

তিনি (নবী) বললেন, "আমরা তাকে খেজুরের একটি কাধি দিয়ে সাহায্য করব। খাওলাহ বললেন, "হে আল্লাহর নবী আমি তাকে আরোও একটি খেজুরের কাধি দিয়ে সাহায্য করব।" তিনি বললেন, "ভালই হলো, তাহলে তাকে পরোপকারের উদ্দেশ্যে এটা করতে বল।"[৮]

ভাইয়েরা তোমরা কি লক্ষ্য করেছ ঐ মহিলার নালিশ এবং তার স্বামী সম্পর্কে বর্ণনা নেতা নবী ﷺ কত মনোযোগ সহকারে শুনেছেন? সে তার স্বামীর জন্য যেসব ভাল কাজ করেছে সেগুলো এবং তার স্বামী তার প্রতি কি কি ভুল আচরণ করেছে সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন।

---

[৭]. আল-মুজাদালাহ (৫৮ : ১)

[৮]. সুনান আল কুবরা লিল বায়হাকী হাদীস নং ১৪২৭১

তারপর তিনি (অর্থাৎ নবী) ঐ মহিলাকে শান্ত হতে নির্দেশ দিলেন এবং এরপর তার স্বামীকে যে খেসারত দিতে হবে সে প্রসঙ্গের দিকে শান্ত এবং দয়াপরবশ হয়ে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হলেন।

এরপর তিনি (নবী) খেজুর দিয়ে ঐ স্বামীকে তাঁর সাহায্যের কথা বললেন এবং তিনি ঐ মহিলার প্রশংসা করলেন যিনি তার গরিব স্বামীর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন। এই কথপোকথনের জন্য কতটুকু সময়ই বা ব্যয়িত হয়েছিল। আলাপ-আলোচনাকে কার্যকরী করার জন্য এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

প্রিয় পাঠক, আমি আশা করি আপনারা নৈতিক ব্যাপারে এ বর্ণনাটা ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত আছে, "এগারোজন মহিলা এক জায়গায় একত্রিত হলেন এবং এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তারা তাদের স্বামী সম্পর্কে কোনো খবর গোপন করবেন না।

১. প্রথম মহিলার ভাষ্য হলো, "আমার স্বামী হলো পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত একটি শুকনা দুর্বল উটের গোস্তের মতো। এই পাহাড়ে আরোহণ করা না সহজ, না উটের গোস্ত চর্বিযুক্ত যাতে করে একজন ঐ গোস্ত সংগ্রহ করার কষ্ট করবে।"

২. দ্বিতীয়জনের ভাষ্য হলো, "আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। আমার ভয় হয় যে, আমি তার বর্ণনা বলে শেষ করতে পারব না। কারণ আমি যদি তার বর্ণনা শুরু করি তাহলে আমাকে তার সমস্ত দোষ এবং খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে হবে।

৩. তৃতীয় মহিলা বললেন, "আমার স্বামী, 'লাম্বু'! আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে যদি এটা শুনতে পায়) তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে। এবং আমি যদি চুপ থাকি তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে–অর্থাৎ আমাকে তালাকও দেবে না অথবা পত্নীর মর্যাদাও দেবে না।

৪. চতুর্থজন বললেন, আমার স্বামী হলেন মেজাজের দিক থেকে সহনীয়-তিহামার রাতের মত, যে রাত না ঠাণ্ডা না গরম; আমি তার ভয়ে ভীতও নই অথবা দাম্পত্যে অসুখীও নই'

৫. পঞ্চমজন বললেন, আমার স্বামী যখন ঘরে প্রবেশ করেন তখন তাকে চিতাবাঘের মত দেখায় যিনি প্রচুর ঘুমান। আবার যখন বাইরে যান তখন তাকে তার সাহসিকতায় সিংহের মতো দেখা যায় এবং তিনি যেটা একবার কাউকে দিয়ে ফেলেন তখন সেটা আর ফেরত চান না।

৬. ষষ্ঠজন বললেন, যদি আমার স্বামী খাওয়া শুরু করে তাহলে সে থালা শূন্য করে অতিরিক্ত খায় এবং যদি সে পানাহার করে তবে সে কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। যদি সে ঘুমায় তাহলে সে একলা আমাদের কম্বলের নিচে গড়াগড়ি দেয় এবং আমার অনুভূতি বোঝার জন্য করতল দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন।

৭. সপ্তমজন বললেন, আমার স্বামী একজন কু-কর্মকারী অথবা দুর্বল বা বোকা। সব দোষগুলিই তার মধ্যে বিদ্যমান। সে তোমার মাথা অথবা শরীর অথবা এ দুটোই জখম করতে পারে।

৮. অষ্টমজন বললেন, আমার স্বামীর শরীর খরগোশের মত নরম যেটার গন্ধ যারনাবের মতো (এক রকম গন্ধযুক্ত ঘাস)।

৯. নবমজন বললেন, আমার স্বামী একটি লম্বা পিলারের মতো সে তার তরবারী বহন করার জন্য চামড়ার সরু ফালি পরিধান করে থাকে, তার বাসা ছিল গোত্রের অন্যান্য মানুষের বাসার কাছে। যারা তার সাথে সহজেই পরামর্শ করতে পারত।

১০. দশমজন বললেন, আমার স্বামী মালিক এবং তিনি কি ধরনের লোক? আমি তার সম্পর্কে যাই বলিনা বা করিনা কেন মালিক হলো তার চাইতে মহান। তার সম্পর্কে আমার মনে যে প্রশংসাগুলো আসতে পারে সেগুলোর উর্দ্ধে। তার অধিকাংশ উটগুলোকেই বাড়িতে রাখা হয় (অতিথিদের জন্য জবাই করার উদ্দেশ্যে) এবং গুটি কয়েক উটকে চরণভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন উটগুলি বাঁশি অথবা ঢাকের শব্দ শুনে তখন তারা বুঝতে পারে যে অতিথিদের জন্য তাদেরকে জবেহ করা হবে।

১১. একাদশজন বললেন, আবু যার হলেন আমার স্বামী এবং আমি তার সম্পর্কে কিই বা বলব? তিনি আমাকে প্রচুর অলঙ্কার দিয়েছেন। অলঙ্কারের কারণে আমার কান পরিপূর্ণ এবং আমার বাহু মোটা হয়ে

গিয়েছে অর্থাৎ আমি মুটিয়ে গিয়েছি। তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং আমি এত সুখী হয়েছি যে, আমি গর্ব অনুভব করি। আমার সে পরিবারে জন্ম হয়েছিল সেটা শুধুমাত্র ভেড়ার মালিক ছিল এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করছিল। বিবাহ সূত্রে তিনি আমাকে একটি সম্মানিত পরিবারে নিয়ে আসলেন যাদের ঘোড়া এবং উট ছিল। যারা শস্য মাড়াত এবং পরিষ্কার করত। আমি যাই বলিনা কেন সে আমাকে গালমন্দ অথবা অপমান করত না। আমি যখন ঘুমাই তখন সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাই এবং যখন আমি পানি অথবা দুধ পান করি তখন আমি পরিপূর্ণভাবেই পান করি।

আবু যারের মা সম্পর্কে এরূপ বলা যায়ঃ তার ব্যাগগুলি সব সময়ই খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত এবং ঘর ছিল বড়। আবু যারের পুত্র সন্তানের বিছানা ছিল নাংগা তরবারী এবং চার মাসের শিশুর বাহুর মতো সঙ্কীর্ণ। আবু যারের কন্যা সন্তান সম্পর্কে বলতে হয় : তিনি তাঁর মা-বাবার প্রতি অনুগত ছিলেন। তার শরীরটা ছিল মোটা এবং সুঠাম যেটা তার স্বামীর অন্যান্য স্ত্রীর ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবু যারের ক্রীতদাসিনী সম্পর্কে কি বলা যায়? সে আমাদের গোপন কথা কারো কাছে ব্যক্ত না করে নিজের মধ্যে ধারণ করে। আমাদের খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করে না এবং উচ্ছিষ্ট জিনিস ঘরে সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে না।

একাদশ মহিলা আরো বললেন, একদিন ঘটনা এমন ঘটল যে, যখন পশুদের দুধ দোয়ানো হয় তখন আবু যার বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, একজন মহিলার চিতাবাঘের মতো দুই ছেলে তার দুটি স্তন নিয়ে খেলা করছিল। (তাকে দেখে) তিনি আমাকে তালাক দিলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। এরপর আমি একজন সম্ভ্রান্ত লোককে বিয়ে করি যিনি দ্রুতগামী অক্লান্ত ঘোড়ায় চড়তেন এবং তার হাতে বর্শা রাখতেন। তিনি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সবরকমের গবাদি পশুর একটি করে জোড়া এবং আমাকে বললেন হে উম্মে যার, এটা খাও এবং তোমার আত্মীয়দের খাদ্য সামগ্রী দাও।

তিনি আরোও বললেন, আমার দ্বিতীয় স্বামী আমাকে যা যা দিয়েছিলেন আবু যারের সবচাইতে ছোট বাসন কোসনও পূর্ণ করতে পারেনি। আয়েশা তখন বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বলছিলেন। আবু যারের সাথে

তার স্ত্রী উম্মে যারের যে রকম সম্পর্ক, আমার সাথে তোমার ঠিক ঐ রকম সম্পর্ক।[৯]

প্রিয় পাঠক, আপনারা কি এ দীর্ঘ আলোচনা এবং চমৎকার বক্তৃতা অথবা বাধা ছাড়া পুরো বক্তৃতাটা শুনেছেন। এ কথাগুলির বিপরীত তার প্রতিক্রিয়া ছিল ভাল মেজাজ ও খাটি হৃদয়বান মানুষের প্রতিক্রিয়ার মতো।

দৈনন্দিন জীবনে শ্রবণকে যদি শিল্প বলে বিবেচনা করা হয় তাহলে দাম্পত্য জীবনে এর গুরুত্ব হয়ে উঠে। তুমি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, ঘর ও পরিবারগুলোর মধ্যে ধ্বংসের প্রবণতা আছে সেগুলোতে ভাল শ্রবণ ও মনোযোগের কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে।

এ হাদীসের ক্ষেত্রে হাফিজ ইবনে হাজারের ব্যাখ্যা

এগারোজন মহিলা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তারা তাদের মনের গভীর থেকে স্বামী সম্পর্কে সত্যটা বলবে।

তারা কোনো কিছু লুকাবে না। তারা একে অপরের সাথে সততা বজায় রাখবে এবং তাদের স্বামী সম্পর্কে কোনো কিছু গোপন করবে না।

প্রথম মহিলা বললেন, আমার স্বামী হলো পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত একটি শুকনা, দুর্বল উটের গোস্তের মতো। এ পাহাড়ে আরোহন করা না সহজ, না উটের গোস্ত চর্বিযুক্ত যাতে করে একজন ঐ গোস্ত সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।

আমার স্বামী খুবই শুকনা। তার শারীরিক দুর্বলতার কারণেই অন্যান্যরা স্বামীকে তাদের বাড়িতে নিতে পারে না। এ মহিলার কথার অর্থ হলো তার স্বামী অতিশয় শুকনা এবং তার মধ্যে সহৃদয়তার ঘাটতি আছে। অধিকন্তু সে উদ্ধত এবং চরিত্রের দিক থেকে বজ্জাত। এসবের মাধ্যমে এ মহিলা তার স্বামীর দুর্দশার ব্যাপ্তি এবং তার প্রতি ঘৃণার চিত্র তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় মহিলা বললেন, আমি আমার স্বামীর চরিত্রের বর্ণনা দেব না। আমি তার অর্থহীন এবং বাজে কথা ফাস করে দেব না।

[৯]. আল-বুখারী তার সাহীহতে (Sahih)-এর উল্লেখ করেছেন : হাদীস নং ৪৯০৭

আমার ভয় হয় যে, আমি তার বর্ণনা বলে শেষ করতে পারব না। কারণ এটা দীর্ঘ এবং অঢেল।

কারণ হলো, যদি আমি তার বর্ণনা দেই তাহলে আমি তার সব দুর্বলতা এবং খারাপ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব। আল-বুযারা তার স্বামীর শরীরের স্নায়ু এবং শিকার একটি জটিল পাকের কথা উল্লেখ করেছেন যেটা একটি স্ফীতির সৃষ্টি করেছে। যাহোক বুঝায় তার স্বামীর চরিত্রের অসংখ্য দোষ এবং গোপনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন।

তৃতীয় মহিলা বললেন, আমার স্বামী অতিরিক্ত লাম্বুটা: সে লম্বা তবে অপদার্থ। তিনি বললেন, আমি যদি তার দোষগুলি উল্লেখ করি এবং সে যদি জানতে পারে তাহলে সে আমাকে তালাক দেবে। আমি যদি চুপচাপ থাকি। তাহলে আমি পত্নী বা তালাকপ্রাপ্ত কোনোটাই থাকব না। আল-বুযারার সাথে স্বামীর দুর্ব্যবহার এবং সে যদি তার শোচনীয় অবস্থার কথা স্বামীকে বলত তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর অসহিষ্ণুতার কথা তিনি ব্যক্ত করেন। আল-বুযারার এটা জানা ছিল যে, যদি সে একবারের জন্য হলেও স্বামীর কোনো দোষের কথা উল্লেখ করে তাহলে স্বামী তাকে তালাক দেবেন। এ মহিলা তালাক পছন্দ করেন না। কারণ তিনি তার স্বামীকে পছন্দ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় বাক্যে তার নিষ্পুনতা এবং এরকম শোচনীয় অবস্থায় তার ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেন।

চতুর্থজন বললেন, আমার স্বামী হলেন মেজাজের দিক থেকে সহনীয় তিহামার রাতের মত : না গরম না ঠান্ডা। আমি তার ভয়ে ভীতও নই অথবা দাম্পত্য জীবনে অসুখীও নই। তার কথার অর্থ হলো, তার স্বামী আল-বুযারীর কোনো ক্ষতি করেন না। বিপরীতে এ মহিলা তার স্বামীর সাথে একটি আরামদায়ক এবং মধুর জীবন যাপন করছে। আমার স্বামী সংযত। তিনি অল্পতেই রাগন্বিত হন না এমনকি তিনি অস্থিরমতিও নন। আমি তার সাথে নিরাপদ এবং তার সৃষ্ট সমস্যায় ভীত নই। সে আমার সাথে জীবন যাপনে বিরক্ত বোধ করে না। আমি তার সাথে একটি আরামদায়ক জীবন যাপন করছি, যেটার সাথে তিহামার বাসিন্দাদের রাত্রি যাপনের তুলনা চলে।

পঞ্চমজন বললেন, আমার স্বামী যখন ঘরে প্রবেশ করেন তখন তাকে চিতাবাঘের মতো মনে হয় এবং যখন বাইরে যান তখন তাকে সিংহের মত

মনে হয়। এ কথার দ্বারা তিনি বোঝাতে চান যে, তার স্বামী একটি চিতাবাঘের মত যেটা প্রচুর লাফায়। আল বুযারা বলতে চান যে, যখন তার স্বামী ঘরে ফিরেন তখন তিনি চিতা বাঘের মতো স্ত্রীর কাছে যান এবং যখন তিনি ঘরের বাইরে যান তখন তার সাহসিকতায় সিংহের মতো দেখা যায়।

পঞ্চমজন বলতে চান যে, তিনি তার স্বামীর কাছে খুবই প্রিয় এবং যখন তার স্বামী তাকে দেখে তখন সে স্থির থাকতে পারে না এবং তিনি যেটা একবার কাউকে দিয়ে ফেলেন তখন সেটা আর ফেরত চান না। এ মহিলার কথা অনুযায়ী তিনি খুবই দয়ালু এবং যদি কোনো জিনিস ঘর থেকে হারিয়ে যায় তাহলে তিনি সেটার আর কোনো খোঁজ করেন না। বাসায় অস্বস্তিকর কিছু দেখলে তিনি সেটা নিয়ে তর্কাতর্কি করেন না; বরং সেটাকে আমলে না নিয়ে মাফ করে দেন।

ষষ্ঠজন বললেন, যদি আমার স্বামী খাওয়া শুরু করে তাহলে সে থালা শূন্য করে অতিরিক্ত খায় এবং যদি সে পানাহার করে তবে সে কিছু অবশিষ্ট রাখে না। যদি সে ঘুমায় তাহলে সে একলা আমাদের কম্বলের নিচে গড়াগড়ি দেয় এবং আমার অনুভূতি বোঝার জন্য করতল দিয়ে আমাকে স্পর্শ করে না। এ মহিলা বলতে চান যে, তার স্বামী প্রচুর পরিমাণে খায়, বিভিন্ন জাতের খাবার একসাথে মিশিয়ে নেয় এবং একটুও অবিশষ্ট রাখে না। যদি সে পানাহার করে তাহেল সে পাত্রে যা আছে সেটা সে নিঃশেষ করে ফেলে। যদি সে ঘুমায় তবে নিজে আমাদের কম্বলের নিচে গড়াগড়ি দেয়। যখন সে ঘুমায় তখন সে নিজেকে কাপড় দিয়ে মুড়ে নেয় এবং গুটি গুটি মেরে থাকে। সে তার পত্নীকে পরিহার করে চলে, যে কারণে এ মহিলা খুবই দুঃখিত।

এবং আমার অনুভূতি বোঝার জন্য করতল দিয়ে আমাকে স্পর্শ করেন না। তার পত্নী দুঃখিত অথবা অসুখী এটা বোঝার জন্য স্বামী হাত প্রসারিত করে না। সুতরাং এ মহিলা তার স্বামীকে স্নেহময়ী স্বামী হিসাবে আখ্যায়িত করেন নি এবং যদি এ মহিলাকে অসুস্থ দেখায় এই স্বামী অবস্থা বোঝার জন্য তার হাত প্রসারিত করে না যেটা সব স্ত্রী বা পত্নীর অভ্যাস।

অথবা এ মহিলা বলতে চেয়েছে যে, স্বামী তাকে আদর করে না অথবা তার কাছে আসে না। দুষ্টামী, নির্দয়তা, ক্ষুধা, অবজ্ঞা এবং স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার এ শব্দের মাধ্যমেই এ মহিলার স্বামীর বর্ণনা দিতে হয়।

সপ্তমজন বললেন, আমার স্বামী একজন কু-কর্মকারী অথবা দুর্বল বা বোকা যে সব সময়ই তার নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে অভিভূত থাকে।

সব ধরনের দোষগুলিই তার মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে সকল অখাঁটি উপাদানগুলি থাকে তার সব কয়টাই তার মধ্যে উপস্থিত। সে তোমার মাথা অথবা শরীর অথবা এ দুটোই জখম করতে পারে। অর্থাৎ সে একজনকে প্রচন্ডভাবে মারধোর করে এবং যখন সে মারধোর করে তখন তোয়াক্কা করে না একজন ব্যক্তির শরীর সে কি ধরনের জখম করল।

অষ্টম মহিলা বললেন, আমার স্বামীর শরীর খরগোশের মতো নরম যেটার গন্ধ যায়নাবের মতো। আয যুবায়ের ইবনে বাক্কার তার বর্ণনায় এটা সংযোজন করেছেন: এবং আমি তাকে সবসময় পরাভূত করি। তবে সে অন্যান্যদের পরাভূত করে।

খরগোশের মত নরম: অর্থাৎ তার স্বামীর আচার ব্যবহার খুবই ভাল এবং পত্মীর প্রতি ব্যবহারে সে খুবই দয়ালু। যেটাকে খরগোশের শরীর স্পর্শ করার সাথে তুলনা করা যায়। তুমি যদি খরগোশের পিঠে হাত রাখ তাহলে তুমি দেখবে যে পিঠটা খুবই মসৃণ।

এবং তার শরীর থেকে যায়নাবের গন্ধ বের হয়। যায়নাব অর্থ হলো সুগন্ধীযুক্ত চারাগাছ। তার কথার অর্থ হলো অতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে তার শরীরে একটি সুগন্ধ আছে।

অষ্টমজন আরোও উক্তি করলেন: আমি তাকে সব সময় পরাভূত করি তবে তিনি অন্যান্যদেরকে পরাভূত করেন। তিনি উল্লেখ করলেন স্বামীর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল, পত্মীর প্রতি তার ধৈর্যশীলতাও ছিল। মুওয়াবিয়াহ ব্যাপারটাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন। মহিলারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে চরিত্রের দিক থেকে পরাজিত করে তবে দুষ্ট লোকেরা তাদেরকে পরাজিত করে। এটা প্রমাণ করে যে, স্বামীর মহানুভতা সুন্দর গুণাবলির কারণেই স্ত্রী তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে। স্বামীর দুর্বলতার কারণে স্ত্রী তাকে পরাভূত করেছেন এ কথাটা ঠিক নয়।

নবম মহিলা বললেন, আমার স্বামী হলেন একটি লম্বা খাম্বা (Pillar) একটি ইমারত এবং এটা শক্তিশালী করার জন্য পিলারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সে তার গোত্রের জন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

দৈহিক উচ্চতা : তার লম্বা গঠনের কারণে একটি লম্বা তরবারীর বেল্ট বহন করতেন।

প্রচুর ছাই: তার দয়াশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার কারণে তার ঘরে প্রচুর রান্না-বান্না হতো। এ কারণে প্রচুর পরিমাণে ছাই জমা হতো।

তার বাসা ছিল গোত্রের লোকের কাছে: তার বাসা গোত্রের লোকের বাসার কাছে হওয়াতে তার সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। একজন ব্যক্তি দয়ালু না হলে তার কাছাকাছি কেউ থাকে না।

দশম জন বললেন, আমার স্বামী মালিক এবং তিনি কি ধরনের লোক? আমি তার সম্পর্কে যাই বলি বা করি না কেন মালিক হলো তার চেয়ে মহান। এর অর্থ হলো তার এমন কিছু গুণাবলি আছে যেগুলো উল্লেখকৃত গুণাবলির চেয়েও শ্রেয়।

তার বেশির ভাগ উটগুলোই বাড়িতে রাখা থাকে দুধ দোয়ানোর এবং পানীয় তৈরির জন্য। গুটিকয়েক উটকে চারণভূমিতে নেয়া হয়। যদি কোনো অতিথির আগমন হয় সে কারণে অতিথি আপ্যায়নের জন্য উটগুলোকে বাসায় রাখা হয়। যখন উটগুলো বাশি অথবা ঢাকের শব্দ শুনে তখন তারা বুঝতে পারে যে, অতিথিদের জন্য তাদেরকে জবেহ করা হবে। যখন মাদা উটগুলি ঢাকের শব্দ শুনে অতিথি আগমনে বাঁচানো হয় তারা নিশ্চিত হয় যে, তাদেরকে জবাই করা হবে।

একাদশ মহিলা হলেন, উম্মে যার বিনতে উকামিল ইবনে সাইদাহ তার স্বামী হলেন আবু যার। তিনি আমাকে প্রচুর অলঙ্কার দিয়েছেন অলঙ্কারের কারণে আমার কান পরিপূর্ণ। স্বর্ণ এবং মুক্তা দ্বারা সে আমার কান দুটো পূর্ণ করেছে।

এবং তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং আমি এত সুখী হয়েছি যে, আমি গর্ব অনুভব করি। এ কথাটার অর্থ হলো তিনি আমাকে মহান করেছেন এবং আমি নিজেকে মহান ব্যক্তি হিসাবেই দেখি।

আমার যে পরিবারে জন্ম হয়েছিল সেটা শুধুমাত্র ভেড়ার মালিক ছিল এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করছিল। যার অর্থ হলো তারা কিছুটা কষ্টে জীবন যাপন করছিল।

বিবাহ সূত্রে তিনি আমাকে একটি সম্মানিত পরিবারে নিয়ে আসলেন যাদের ঘোড়া এবং উট ছিল। ঘোড়া এবং উটের উপস্থিতি প্রাচুর্য এবং সম্মানের প্রতীক।

শষ্য মাড়ানো এবং পরিষ্কার করা:

এই পরিবারটি শস্য মাড়াত এবং পরিষ্কার করত। তিনি বোঝাতে চান যে, এ পরিবারটি চারা রোপন করত। শস্য পরিষ্কার করা : অর্থ হলো খড় থেকে শস্যকে আলাদা করা।

আমি যাই বলিনা কেন সে আমাকে গালমন্দ অথবা অপমান করতো না। সে আমার মতামতকে প্রত্যাখ্যান অথবা এর খুত খুজতো না। বরং সে এটা গ্রহণ করত এবং এটাকে ভাল বলেই বিবেচনা করত।

আমি যখন ঘুমাই তখন সকালের অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাই: আমি দিনের আগমন পর্যন্ত ঘুমাই। সে বোঝাতে চায় যে, তার দাস-দাসী আছে যারা অসুবিধা এবং কর্তব্যের প্রতি নজর রাখে এবং যখন আমি পানি অথবা দুধ পান করি তখন পরিপূর্ণভাবেই পান করি। সে যে পর্যন্ত আরোও পান করতে পছন্দ করবে না সে পর্যন্ত পান করে যায়।

আবু যারের মা এবং আবু যারের মায়ের প্রশংসার একজন কি বলতে পারে? তার নিজের ব্যাগ গুলি সব সময়ই খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। উকুম অর্থ হলো বাসা-বাড়ির মালামাল বহনের জন্য যে পাত্র ব্যবহার করা হয়। রাদাহ অর্থ হলো : বড় এবং মহান। আর তারা ছিল সুবৃহৎ। এটা খুবই প্রশস্ত যেটার অর্থ হলো সম্পদ এবং বিলাস।

আবু যারের পুত্র: আবু যারের পুত্র সম্পর্কে একজন কি বলতে পারে। তার বিছানা ছিল নাংগা তরবারির মতো সঙ্কীর্ণ। তার ঘুমানের বিছানা ছিল ছোট। ধারালো তরবারির মতোই এটা হাল্কা।

আবু যারের কন্যা সন্তান সম্পর্কে বলতে হয়: তিনি তার মা-বাবা উভয়ের প্রতিই অনুগত ছিলেন এবং যেটা তার প্রতিবেশীদের ঈর্ষার উদ্রেক করে।

তার সৌন্দর্য। সুন্দর চাহনী, স্বভাব এসবের জন্য তার প্রতিবেশীরা ঈর্ষান্বিত।

আবু যারের ক্রীতদাসিনী সম্পর্কে কি বলা যায়? সে আমাদের গোপন কথা কারো কাছে ব্যক্ত না করে নিজের মধ্যে ধারণ করে। সে বাসার খবর বাইরে ছড়ায় না এবং বাসার কোনো গোপনীয়তা নষ্ট করে না এবং সে আমাদের খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করে না এবং খাদ্য হিসাবে যেগুলো আছে সে সেগুলো নষ্ট করে না এবং উচ্ছিষ্ট জিনিস ঘরের সবখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে না। সে বাসাটার যত্ন নেয়। পরিষ্কার করে ময়লা-আবর্জনা ঝাড়ু দেয়। এবং অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। সে পাখীর বাসার আকারের মতো ময়লা-আবর্জনা আমাদের বাসায় জমা হতে দেয় না।

যে পাত্রতে মাখন তৈরি করা হয় সেটা আবু যার বাইরে যাওয়ার সময় নড়ছিল। মাখন তোলার জন্য যে দুধের পাত্র সেটা নড়ছিল এবং তার একজন মহিলার সাথে দেখা হলো, যার চিতা বাঘের মতো দুটি ছেলে ছিল, যারা তার স্তন নিয়ে খেলা করছিল। দুটো হাতল দিয়ে খেলে সে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে সে বয়সে অতি কম।

তিনি আমাকে তালাক দিলেন এবং তাকে বিয়ে করলেন। এরপর আমি একজন সম্ভ্রান্ত প্রসিদ্ধ লোককে পুনর্বার বিয়ে করি। সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লোককে সে পুনর্বার বিয়ে করে।

যিনি দ্রুতগামী অক্লান্ত ঘোড়ায় চড়তেন। তিনি ছিলেন অশ্বারোহণে চালিয়ে পরিশ্রান্ত হওয়া ছাড়া তিনি অশ্বারোহন চালিয়ে যেতে পারতেন এবং তিনি তার হাতে একটি বর্শা বহন করতেন। বাহরাইনে খাতেয়নামে একটি জায়গা আছে যেখানে বর্শা তৈরি হয়।

সে প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে ফেরত আসলো: তারপর সূর্যাস্তের পর আমার জন্য প্রচুর সুন্দর উপহার সামগ্রী নিয়ে ঘরে ফিরলো।

সবরকমের গবাদি পশুর একটি জোড়া: স্বামীরা স্ত্রীকে যেসব দিয়ে থাকেন সেরকমই তিনি আমাকে অনেক কিছু দিলেন এবং তিনি বললেন, হে উম্মে যার এটা খাও এবং তোমার আত্মীয়দের খাদ্য সামগ্রী দাও। তিনি বললেন সে আমাকে যা যা দিয়েছে সেগুলো যদি আমি সংগ্রহ করি তাহলে দেখা যাবে যে আবু যার আমাকে যা দিত সেগুলো তার সমান হবে না।

সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, এ মহিলা তার স্বামীকে শক্তিশালী, সাহসী এবং দয়ালু বলে বর্ণনা করছেন। কারণ তিনি তার স্ত্রীকে সে যা খেতে চাইত সেটা দিত। এটা সত্ত্বেও, আবু যারের সাথে তুলনায় তার স্বামীকে খাটো করে দেখত। কারণটা হলো আবু যার ছিল তার প্রথম স্বামী এবং এ মহিলার হৃদয়ে তার প্রতি ভালবাসা একেবারে শিকড় গেড়ে ছিল। কথায় আছে প্রথম প্রেমিকের জন্যই প্রকৃত ভালবাসা থাকে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু যার যেমন উম্মে যারের কাছে ছিলেন, আমিও তোমার কাছে সে রকম ভালবাসা এবং আনুগত্য নিয়ে থাকব।

শেষের দিকে আবু যুবায়ের যোগ করলেন, সে তোমাকে তালাক দিয়েছে তবে আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি না।

আরেকটি বর্ণনায় আল-নাসাই, তিনি আল-তাবরানী এ বলে যোগ করলেন, আয়েশা বললেন হে আল্লাহর রসূল, আপনি বরং আবু যারের চাইতে শ্রেয়।

পরোক্ষভাবে শোনা

যে ব্যক্তি রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী সতর্কতার সাথে পড়বে সে দেখতে পাবে যে, তিনি প্রত্যেকটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তার সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ বের করতেন। অর্থ বের করে অন্যান্যদেরকে সেভাবে নির্দেশ, শিক্ষা এবং তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন। যে ব্যক্তিটি তার উদ্দেশ্যে কথা বলছে তাকে শ্রবণ করাটা শুধু প্রশ্ন অথবা অনুরোধ আকারে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষেরা কে কি করছে অথবা তারা কি বলছে সে দিকেও তার মনোযোগ থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনীতে তুমি এটা কতবার তাকে বলতে শুনেছ যে, তিনি বলেছে, অমুক অমূক! পৃথিবীর জীবন এবং পরকালের জীবন সম্পর্কে তাদের সালাত, তেলাওয়াত, সাজদা এবং তাদের সাধারণ বক্তব্য তিনি শুনেছেন।

তেলাওয়াতকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্মরণ করছিলেন

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবরণীতে জানা যায়, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতে একজন মানুষকে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনতে পেলেন এবং সে

মানুষটার জন্য আয়েশা দোয়া করলেন যাতে আল্লাহর দয়া তার ওপর বর্ষিত হয়।[১০]

আল্লাহ্ সর্বমহান নাম

বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। আল্লাহর নবী শুনতে পেলেন যে একজন লোক আল্লাহর কাছে তার মিনতি পূর্ণ দোয়ায় বলছেন, হে আল্লাহ আমি সাক্ষী দিয়ে বলছি যে, তুমিই আল্লাহ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আপনি এক যার কাছে চিরন্তনভাবে সকলে মিনতি করবে, যে কাউকে জন্মদান করে না, নিজেও জন্মলাভ করেনি। এমন কেউ নেই যা তার সাথে তুলনা করা যাবে। রসূল করিম (সা) আরোও বললেন, যার হাতে আমার আত্মা তার নামে শপথ করে বলতে চাই, আল্লাহর কাছে যখনই তার মহান নাম ধরে সাহায্য করার জন্য মিনতি করা হয় তখনই উত্তর দেন এবং যখন তার কাছ থেকে কিছু চাওয়া হয় তিনি সেটা দেন।[১১]

তাদের দোয়া রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বলা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন একজন মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলছেন, হে আল্লাহ আমি চাই যে তোমার অনুগ্রহটা পরিপূর্ণ কর। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অনুগ্রহের পরিপূর্ণতার অর্থ কি? ঐ মানুষটা উত্তরে বললেন, যেটা আল্লাহর কাছে এমন একটি দোয়া যার মাধ্যমে আমি মঙ্গল কামনা করেছি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই অনুগ্রহের পূর্ণতার অংশ হলো বেহেস্ত প্রবেশের অনুমতি এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্তি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! যিনি মহিমাময়তা, দানশীলতা এবং সম্মানে পরিপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার অনুরোধ মঞ্জুর হয়েছে। সুতরাং তুমি যে কোনো কিছু চেতে পার।

---

[১০]. সহীহ আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত : The Book of virduex of The quran, chepter the one kho does not final faull tl say; chapter of the cow no 4768

[১১]. তিরমিযী কর্তৃক তার ভঁহহবৎ নং ৩৪৭৫ এ বর্ণিত এবং তিনি বলেছেন এটা হাসান গরীব হাদীস। আল আলবানী হাদিসটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে দাবি করেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্য দান করুন। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি একটি মানসিক যন্ত্রনার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেছ। সুতরাং এখন তুমি এ শাস্তির বিরুদ্ধে শক্তির জন্য আবেদন কর।[১২]

বিয়ের গান

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা হতে এ বর্ণনা পাওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু মহিলাকে অতিক্রম করছিলেন যারা গান করছিল এবং বলছিল:

সে তাকে একটি ভেড়া দিল সেটা ফার্মে উম্ম ধ্বনি দিচ্ছিল।

এবং তোমার স্বামী একটি ক্লাবে আছে এবং সে জানে আগামীকাল কি হবে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না আগামীকাল কি হবে।[১৩]

আল-বায়হাকী এ বলে যোগ করলেন, এমন কথা বলো না বরং বলো:

আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি।

তোমাদের উচিত আমাদেরকে সম্বর্ধনা জানানো এবং আমরা তোমাদেরকে সম্বর্ধনা জানাব।[১৪]

আব্বাদের গলার স্বর

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে তাহাজ্জুতের সালাত আদায় করছিলেন এবং তখন তিনি আব্বাদের গলা শুনতে পেলেন যে মসজিদে সালাত আদায় করছিল এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হে আয়েশা এটা কি আব্বাদের গলার আওয়াজ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন হে আল্লাহ! আব্বাদের প্রতি দয়াশীল হোন।[১৫]

---

[১২]. সুনানে আল-তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত : এ্যবব নড়ড়শ ড়ভ ংঁঢ়ঢ়ষরপধঃরড়হং, যধফরঃয হড় ৩৫২৭ তার মতামুযাদা এটা হাসান হাদীস নং ৯৫

[১৩]. আল তাবরানী কর্তৃক আল-মুযাম আল-আওসাততে বর্ণিত হাদীস নং ৩৪৯১

[১৪]. আল-বায়হাকী কর্তৃক ইড়ড়শ ড়ভ উড়হিৎ তে বর্ণিত: বিয়েতে যে সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে সে বিষয়ক অধ্যায়। হাদীস নং ১৩৭৮৪। তিনি বলেছেন : এটা হাদীসের একটা বাণী। (গঁৎংধষ)

[১৫]. সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৫৩৫

কলাবের ভদ্রতা

ফাদালাহ্ ইবনে উবায়েদ আল-আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ শুনতে পেলেন যে, একজন লোক আল্লাহ্র প্রশংসা ছাড়াই তারি কাছে দোয়া করছে এবং শান্তি ও দোয়া দিচ্ছে নবীকে। তখন তিনি বললেন, এই লোকটা তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিল। তিনি নবী ﷺ তাকে ডাকলেন এবং তাকে ও অন্যান্যদেরকে বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে চায়। আল্লাহ্র সুনাম করে এবং তাকে মহিমান্বিত করে তা শুরু করা উচিত এবং তারপর নবীর জন্য শান্তি এবং দোয়া কামনা করা উচিত এবং তারপর সে যেটা পছন্দ করে সেটা চেয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে পারে।[১৬]

চতুর্থ অধ্যায়ের সুন্দরতম অংশ

যে ব্যক্তি অন্যদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনে তাদের সাহচার্য গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে।

আপনি কি জানেন একজন কৃতকার্য ডাক্তারকে কি কি বৈশিষ্ট্য অন্যান্যদের কাছ থেকে পৃথক করে দেখে? এটা কি অনেকগুলো ঔষধ লেখে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? অথবা রোগ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা এবং ওষুধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা? না মোটেই না! যে ডাক্তারের কাছে প্রচুর রোগীর সমাগম হয় তিনি হলেন সেই ডাক্তার যিনি রোগির যন্ত্রণা শুনেন। তিনি জানেন যে, সে ওষুধের ফলাফল ভাল হয় যে ওষুধটা একজন ডাক্তার রোগির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং রোগির যন্ত্রণা এবং অসুস্থতার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ওষুধ নির্ধারণ করেন।

চার নম্বর মুক্তা

আনাস ইবনে মালিক ﷺ-এর বর্ণনায় জানা যায়, রসূল ﷺ -এর সাথে কানে কানে কথা হওয়ার সময় আমি কখনও রসূলকে দেখিনি ঐ ব্যক্তির আগে তিনি মাথা সরিয়ে নিয়েছেন। করমর্দন করার সময় আমি কখনও

---

১৬. সহিহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ১৯৮৮

রসূল ﷺ-কে দেখিনি যে তিনি অন্য ব্যক্তির আগে নিজের হাত সরিয়ে নিয়েছেন।[১৭]

স্মরণীয়

মহান নেতা হতে হলে আপনাকে অবশ্যই একজন ভাল শ্রোতা হতে হবে এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত অন্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: তাদের মধ্যে অনেক যারা নবীকে এ বলে কষ্ট দেয় যে, তিনি কান (তাদের) বলুন! তিনি শোনে যা তোমাদের জন্য উত্তম তিনি আল্লাহর ওপর ঈমান রাখেন।[১৮]

তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী ﷺ-কে উক্তত্য করে এবং তারা হলো মুনাফিক।

এবং বল তিনি কান সর্বস্ব। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের কথা শোনেন এবং বিশ্বাস করেন। ঠিক এবং বেঠিকের মধ্যে তিনি পার্থক্য নির্ণয় করেন না।

বল তোমাদের জন্য সেটা সর্বোৎকৃষ্ট যেটা তিনি শুনেন : তিনি আল্লাহয় বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ হ্যাঁ তিনি তোমাদেরকে শুনছেন। কারণ তিনি শুধু ভালটাই শুনেন খারাপটা পরিত্যাগ করেন।[১৯]

---

[১৭]. বায়হাকী দালাইলুন নবুওয়াহ হাদীস নং ৪৭৯৪

[১৮]. আত-তাওবাহ : আয়াত-৬১

[১৯]. জুবদাতুত তাফসীর লিল-আসকার-পৃ: ২৫১

সে বৈশিষ্ট্যগুলো একজন নেতার এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বরাতে বলা হয়েছে, মহানবী ﷺ-কে আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য পাঠানো হলে আমি তাঁর কাছে এসে হাজির হলাম। তিনি তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ' হে যারির তোমার আগমনের হেতু কি? যারির জবাবে বললেন, 'আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি। যারির উল্লেখ করেছেন, তিনি (নবী) তখন তাঁর আলখেল্লা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর সাহাবীদের কাছে চলে গেলেন এবং বললেন, 'জনগণের মধ্যকার বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে আসে তার প্রতি বদান্যতার পরিচয় দাও।' যারির সেই হাদীসের উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন, "এরপর যখনই আমার সাথে নবীর ﷺ দেখা হতো তিনি স্মিত হাসিতে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতেন।[১]

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরোও বলেছেন, "আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে নবী কখনই তাঁর সাথে সাক্ষাতে বাধা দেননি। তাঁর সাথে আমার দেখা হলে প্রতিবারই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসি দিতেন। আমি তাঁর কাছে অনুযোগ করে বলি যে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। তিনি তখন আমার বুকে মৃদু চাপড় দিয়ে বলেছিলেন, " হে আল্লাহ! তাঁকে স্থিরতা দাও এবং একজন পথ প্রদর্শক ও সঠিক পথে চালিত ব্যক্তিতে পরিণত কর।"[২]

মূল বিষয় পাঠ

যারা পরবর্তী পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল যারির তাদের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম রাষ্ট্রটি তখন বাহুবলে তুঙ্গে বা তার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে ছিল। এ সময় যারির নবী ﷺ -এর কাছে আসেন। নবী সাথে রাসূল ﷺ -এর সাথে তাঁর দেখা হলেই নবী স্মিত হাসি দিতেন। যারীর হিযরত (মক্কা

---

[১]. আল-বাইহাকী আস-সুনান আল-কুবদা নামে শপথ গ্রন্থের জনগণকে সম্মানিত করার জন্য নেতার কি করা উচিত ইত্যাদি অধ্যায় একথা জানিয়েছেন। নং ১৫৫৫৫। হাদীসটির একটি সমর্থনসূচক বক্তব্য আছে যা হলো মুরসাল।

[২]. আল-বুখারীর গ্রন্থ জিহাদের 'অশ্বাদোহনের সময় যিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারেন না' শীর্ষক অধ্যায় উল্লেখ আছে। ২৮ নং হাদীস।

থেকে মদিনা যাত্রা করার সুযোগ পাননি এবং বদর যুদ্ধে ও পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। তাহলে নবীর এ স্মিত হাসির পিছনে রহস্যটা কি?

সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল মহানবী ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে। মক্কাও বিজিত হয়েছিল এবং তা ইসলামের পিঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

পরিশেষে বড় ধরনের সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করা হয় এবং দূর সময়ের অসুবিধাগুলিও অতিক্রান্ত হলো। এ অবস্থায় পরম শ্রদ্ধেয় নবী ﷺ-এর কি প্রয়োজন ছিল যারিরের মতো ব্যক্তিকে? যারিরের সাথে দেখা হলেই তিনি কেন স্মিত হাসি দিতেন?

নবী ﷺ-এর জীবনের শেষ মাসগুলি কঠিন ও সংকটময় ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন শাসকের কাছে পত্র প্রেরণ। মুতা যুদ্ধে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে প্রথম সংঘর্ষ এবং সেনাবাহিনীর নামী দামী অধিনায়কদের মৃত্যুবরণ ছাড়াও পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনা ও ভীতিকর পরিস্থিতির মতো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন।

এভাবেই বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। গ্রীষ্মের তপ্ত দিবসে লড়ায়ের জন্য বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আগে ও পরে মুনাফিক ও কপটদের দুষ্কর্ম ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এ সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রসূল ﷺ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তার শরীরে শক্তি বলতে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। জীবনের শেষদিনগুলিতে উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় করার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিলেন এবং সাধ্যের সবটুকুই নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাকিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জানান, "আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ কি উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় করেন?" জবাবে তিনি বলেন, "হ্যাঁ, মানুষের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে তিনি সময়ের আগেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় এভাবে সালাত আদায় করেন।"[৩]

[৩]. মুসলিমের সুনান এ বর্ণিত সুন্নাত নামায আদায়ের অনুমোদনযোগ্য অধ্যায় হাদীস নং ১২৫৪)

মহানবী(সা)-এর ইন্তেকালের মাত্র কয়েকদিন আগে যারির ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যারির ইবনে আব্দুল্লাহ এর বয়ান হলো এই, "রসূল(সা) ইন্তেকাল করার চল্লিশ দিন আগে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি।"[৪]

এই সময়টায় রসূল(সা) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং রোগ শর্যায় থাকাকালীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যারীর কিভাবে রসূল(সা)-এর এ নিরবচ্ছিন্ন স্মিত হাসির দর্শন লাভ করেছিলেন? এ মহৎ মানবটি নবী (সা) কোনো ধরনের চেতনার অধিকারী ছিলেন? তার বিশুদ্ধ হৃদয়ে কোনো ধরনের ধারণা ও সহৃদয়তা ছিল?

যতই সদাচরণের অধিকারী হোক না কেন মানুষ কি এক মাসের জন্যও মুহাম্মাদ(সা)-এর মত হতে পারবে? কিংবা একদিনের জন্য বা এক ঘণ্টার জন্যও তাঁর মত হতে পারবে? রসূল(সা)-এর মুখ মণ্ডলে কি ধরনের হাসির আভা লেগে থাকত? তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত কোনো ধরনের সুখ ও আনন্দের ফল্গুধারা সমগ্র মানবজাতির জন্য বয়ে যেত?

একই ধরনের স্মিত হাসির কথা যারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল যারালি(রা)ও জানিয়েছেন ও স্মরণ করেছেন।" আমার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ বা কথা হয়নি। তারপরও তিনি আমার দিকে স্মিত হাসি দিয়েছিলেন।" যারিরের দিকে রসূল(সা)-এর সেই উজ্জ্বল হাসির আভা সকল সুদৃশ্য উপহারের চেয়েও সুন্দর এবং সকল মধুর জিনিসের চেয়েও মধুরতর।

ভাষণ দেয়ার সময় রসূল(সা) -এর মুখাবয়বে সর্বদাই হাসির আভা লেগে থাকত। এর কোনো ব্যত্যয় হতো না।[৫] রসূল ছিলেন স্মিত হাসি দেয়ার ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে বিশুদ্ধতম।[৬]

---

[৪]. ইবনে খুজাইমাহ কর্তৃক তাঁর সাহিহ গ্রন্থে উল্লিখিত Book of Ablutur। নবীর(সা) চামড়ার মোজায় মুছে ফেলা শীর্ষক অধ্যায় হাদীস নং ১৮৮।

[৫]. মুকারিম আল-আখলাকে আল-তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত আবু আল-দারদা থেকে প্রাপ্ত ভাইয়ের মুখমন্ডলে মুসলিমের হাসি। হাদীস নং ২১)

[৬]. আল-মুযাম আল-আমওয়াতে আল-তাবরানি কর্তৃক আবু উমামাহর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীস নং ৭৭২৮)

সফল নেতার পঞ্চম গুপ্ত রহস্যঃ
দ্যুতিময় স্মিত হাসি ও বিশুদ্ধ হৃদয়।

এই গুপ্ত রহস্যের ভিত্তি

স্মিত হাসি হলো হৃদয় ও আত্মার সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক। স্মিত হাসি হলো সামান্য একটু হাসি ও মুখের মৃদ সঞ্চালন। স্মিত হাসি হৃদয়ে পৌছার সংক্ষিপ্ততম পথ ও আত্মায় পৌছার নিকটতম পথ।

স্মিত হাসি এক মোহনীয় রহস্য ও নিয়ামক শক্তি। নিজের অপাপবিদ্ধ চরিত্রের জন্য একটি ছোট শিশু মৃদুহাসির যাদুকরি শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। তাই সে মাঝে-মধ্যেই হাসে। কঠিন হৃদয়ের মানুষরাও শিশুর এই হাসির কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুর হাসি দেখলে সবচেয়ে রূঢ় মানুষটিও গলে যায়। বিশুদ্ধ হাসি খাঁটি সোনার মতো যা নকল করা যায় না। জাহিলরা নকল সোনা তৈরীর বৃথাই চেষ্টা করে। কিন্তু খাঁটি সোনার উজ্জ্বল অন্য আর কোনো উজ্জ্বল্যের মত নয়। নিখাদ স্মিত হাসির যাদুর সাথে অন্যান্য যাদুর তুলনা হয় না। স্মিত হাসি হলো আত্মার দীপ্তি। আত্মা-মুক্তি ও হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। স্মিত হাসি ব্যথার নিরাময় ও সুখ-দুঃখের প্রতিকার। স্মিত হাসি বিবেকের দর্পণ। কারো চেহারায় সেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে সেগুলি তার ভিতরকার ছবির প্রতিফলন এবং তাঁর আত্মার প্রকৃত দর্পণ।

দীপ্তিময় হাসি হৃদয় ও আত্মাকে আর্কষিত করার সবচেয়ে শক্তিশালী সূত্র। স্মিত হাসির রয়েছে এক চিত্তহারী রহস্য যা হৃদয়কে প্রলুব্ধ করে এবং মনকে করে জয়। যারা স্মিত হাসে তারা সবচেয়ে উত্তম মেজাজ, সবচেয়ে সুখী জীবন ও সবচেয়ে সুন্দর হৃদয়ের অধিকারী।

স্মিত হাসি যে গ্রহণ করে তার জন্য তা লাভজনক এবং যে দেয় তার দারিদ্রের কারণ ঘটে না। আপনার যদি অর্থ না থাকে তাহলে চেহারা উৎফুল্ল রাখুন ও স্মিত হাসুন।

চৈনিক হাসি

"স্মিত হাসি কিভাবে দিতে হয় এটা যার জানা নেই তার দোকান দেয়া উচিত নয়।" চীনারা ব্যবসায়ী বলেই তারা ব্যাপারটা ভাল জানে।

ধর্ম প্রচারক, বিচারক, বক্তা, ইমাম, পণ্ডিত ও শিক্ষকরা কি হৃদয়ের ব্যবসায়ী ও লাভজনক পণ্যের মালিক নয়? তারা জনগণের হৃদয় হরণের চেষ্টা করে। কাজেই তারা তাদের পণ্যের নিকট সান্নিধ্যে আসবে এবং এভাবে তারা তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাদের সেরা কর্ম থেকে কিনবে। তাই প্রত্যেক ব্যবসায়ী মুখে স্মিত হাসি ধরে রাখতে বাধ্য। যে মানুষটি শিক্ষা দেয়, ইমামত করে, মানুষকে সেবা প্রদান করে কিংবা তাদের বিষয়াদির দেখাশুনা করে সে ভ্রূকুটি করতে, মুখ ভেংচাতে কিংবা কটমট করে তাকাতে পারে কি করে?

কিভাবে স্মিত হাসতে হয়

ঠোঁটদ্বয় সরিয়ে সামনের দাঁতগুলি বিকীর্ণ করুন; চক্ষুদ্বয় আনন্দে ভরিয়ে তুলুন এবং আত্মাকে মুখ ও খুশীতে সিক্ত করুন।

একটু হাসি এবং একটু হাসি এবং একটু হাসি!

আব্দুল্লাহ ইবনে আল হারিস ইবনে যুয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন। স্মিত হাসি বজায় রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চেয়ে ভাল আমি আর কখনও কাউকে দেখিনি।" আব্দুল্লাহ দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। বহুলোকের সাথে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল যাদের মুখে সবসময় স্মিত হাসি লেগে থাকত। তাদের মধ্যে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম। আমরা কি সে শিক্ষাটি লাভ করেছি।

নেতার হাসি

ঠোঁটদ্বয় নাড়ানো ও ঝকঝকে দাঁতের প্রকাশ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির ধৈর্য এবং মহানুভব ব্যক্তির নম্রতার মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে। স্মিত হাসি এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা সেই ব্যক্তিকে স্বর্গে নিয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আল হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাসিটা ছিল শুধুমাত্র স্মিত হাসি।"[৭]

---

[৭]. তিরমিযী কর্তৃক তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎফুল্লতা বিষয়ক অধ্যায়। হাদীস নং ৩৭১০।

হাসি ও স্মিত হাসি

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন "রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুহৃদয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আপনাদের যে কোনো জনের মতোই একজন মানুষ। শুধু তফাৎ হলো তিনি সর্বদাই হাসিমুখে থাকতেন।[৮]

নিজের চেহারাকে উৎফুল্ল রেখে পরহিতকারিতা

আবু যার আল-গিফার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বরাতে বলা হয়েছে, "রসূলে করীম (সা) বলেছেন, তোমার ভাইয়ের মুখে হাসি ফুটানোই হলো পরহিতকারিতা। শুভকে আদেশ করা ও অশুভকে নিষেধ করাই পরহিতকারিতা; স্বল্প দৃষ্টির মানুষকে দেখতে সাহায্য করাই পরহিতকারিতা; লোকের পায়ে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো পাথর, কাঁটা বা হাঁড় পথ থেকে সরিয়ে ফেলাই পরহিতকারিতা এবং নিজের বালতি ভরা পানি তোমার ভাইয়ের শূন্য বালতিতে ঢেলে খালি করে ফেলাই পরহিতকারিতা।[৯]

উৎফুল্ল চেহারা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উল্লেখ করেছেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "তোমার ধন-দৌলত দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জয় করতে পারবে না, তবে নিজের উৎফুল্ল চেহারা ও সর্বোৎকৃষ্ট আচার-আচরণ দিয়ে জয় করতে পারবে।[১০]

হাস্যময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

পথ প্রদর্শক রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশুদ্ধতম হৃদয়, সবচেয়ে দীপ্তময় চেহারা এবং সবচেয়ে সুন্দর হাসি। তিনি খুব বেশি হাসতেন না আবার স্মিত হাসির ভান করতেন না; বরং তিনি তাঁর স্মিত হাসির দীপ্তি দিয়ে এবং অনুচ্চ ও কোমল হাসি দিয়ে তাঁর সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতেন।

---

[৮]. ইবনে আবি আল দুনইয়া আল-আখলাক দ্রষ্টব্য। বদান্যতা ও দুস্থদের দান খয়রাত বিষয়ক অধ্যায়। হাদীস নং ৩৮৯।

[৯]. ইবনে হিব্বান কর্তৃক তাঁর সহীহ হাদীসে বর্ণিত হাদীস নং ৫৩০। আল-তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থেও এর উল্লেখ করেছেন। সৎকর্ম করার সাথে কোনো সম্পর্কিত অধ্যায় হাদীস নং ১৯৪৯।

[১০]. আল-বাইহাকীর সূরার আল-ইমাম গ্রন্থে উল্লিখিত। মুসলমানদের দেখা সাক্ষাতের সময় উৎফুল্লতা প্রদর্শন বিষয়ক অধ্যায় ৭৮০৩ নং হাদীস।

মহানবী ﷺ স্মিত হাসতেন

এই মহান শিক্ষক ﷺ-এর জীবনের পাতাগুলি উল্টালে যা দেখবেন ও পাঠ করবেন তাতে অবাক হয়ে যাবেন। জীবনীকার সেখানে বলেছেন: "মহানবী ﷺ ততক্ষণ পর্যন্তই স্মিত হাসতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার মনে হয় তিনি কখনই বিরাগভাজন দেখান না।"

দুঃখ-কষ্ট-দুর্বিপাকেও পরিবর্তন না হওয়া একজন

মহান নেতা নবী ﷺ কঠিন দুঃখ-কষ্ট ও অসহনীয় ক্লেশ ও দুর্বিপাকের অধ্যায় পার হয়ে এসে অবশেষে ইন্তেকাল করেন। তবে তাতে তাঁর হাসি-খুশী ও প্রশান্ত চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এসব সমস্যা সংকটের কোনো লক্ষণ যা শোক-দুঃখের চিহ্ন তাঁর বিশুদ্ধ মুখমন্ডলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত না। সমৃদ্ধির সময় কি প্রতিকুল পরিস্থিতিতে, আনন্দময় কি নিরানন্দ ঘটনায়, মিম্বারে কি কুলুঈতে, শান্তিতে কি যুদ্ধে, মদিনায় কি সংক্ষিপ্ত যাত্রাকালে, রোগ ব্যধিতে কি নিজের জীবনের অন্তিমলগ্নে সব সময় ও সবখানে তার মুখে স্মিত হাসি লেগে থাকত।

প্রত্যুষের হাসিই হলো মধুরতম হাসি

প্রত্যুষ্যেই একজন মানুষের প্রকৃত চেহারাটা ফুটে উঠে। যে কারণে তাঁর হৃদয়ের ভিতর কি চলে সে সময় তার এক বাস্তব ও নিখাঁদ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। দিনের আলো ফুটে উঠার বা সূর্যোদয়ের আগে সেই হৃদয় যদি দীপ্তিমান হয় তাহলে তোমার প্রভুর নামে আমাকে বল অন্ধকার মুছে গেলে সুর্যোদয় হলে এবং আলোর আবির্ভাব ঘটলে সেই হৃদয় কেমন হবে?

সেটা হলো আত্মার প্রভাময় দীপ্তি

সিমাক ইবনে হার্বের বরাতে বলা হয়েছে : "আমি যারীর ইবনে সামুরাহকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'তুমি কি নবী ﷺ-এর সন্নিধ্যে উপবেশন করেছিলে? সে বলল; "হ্যাঁ, প্রায়শই করেছি। তিনি একটা জায়গায় বসতেন। সেখানে তিনি সূর্যোদয় বা সূর্য উঠে যাওয়া অবধি ফজরের সালাত আদায় করতেন। অত:পর তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং তারা (সাহাবীরা) তাঁর সাথে না জানা বিভিন্ন বিষয় (সেই সময়কার) নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। তারা

(ওসব বিষয় নিয়ে) হাসাহাসি করতো এবং তিনি শুধু স্মিত হাসি দিতেন।"[১১]

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির স্মিত হাসি

কাব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাবুক যুদ্ধে তাঁর অংশ গ্রহণ না করার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন- "যারা (তাবুক) যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি তারা মহানবী (সা)-এর কাছে এসে নানা ধরনের অজুহাত দিতো এবং তাঁর কাছে ওয়াদা করতে শুরু করেছিল। ওরা ছিল সংখ্যায় আশিজনের বেশি। রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের দেয়া অজুহাতগুলো মেনে নিয়ে তাদের আনুগত্যের ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাদের হৃদয়ের ভিতর যা কিনা লুকিয়ে আছে তা বিচার করার ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর আমি তার কাছে এলাম। আমি তাকে সালাম জানালে তিনি একজন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির স্মিত হাসি দিলেন তারপর বললেন, 'যাও যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তোমাদের বিষয়টির বিচার না করেন।'[১২]

ধর্ম প্রচারে স্মিত হাসি

উম্মে কায়িস বিনতে মুহসান (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বরাতে বলা হয়, "আমার পুত্র মারা গেলে আমি তার জন্য শোক করছিলাম। দাফন-কাফনের জন্য লাশ গোসল করছিলেন এমন একজনকে আমি বললাম 'ওকে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করিও না। কেননা, তাহলে মারা যেতে পারে।' একথা শুনে উকাশাহ ইবনে মুহসান মহানবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে জানালেন আমি কি বলেছি। মহানবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন স্মিত হেসে বললেন, ' সে কি বলেছে আল্লাহ তার জীবন দীর্ঘায়িত করুক? আমরা এমন কোনো মহিলার কথা জানি না যিনি তার মতো এতো দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছেন।'[১৩]

---

[১১]. মুসলিমের সহীহ হাদীসে উল্লিখিত : মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্মিত হাসি ও তার সাহচর্য, ৪৪০৭ নং হাদিস।

[১২]. আল বুখারীর আল-জামি সহীতে বর্ণিত ৪৪০৭ নং হাদীস।

[১৩]. আল বাইহাকীর আস-সুনান আস-সুগরাহ গ্রন্থে বর্ণিত উষত পানিতে লাশের গোসল বিষয় অধ্যায় ১৮৬৭ নং হাদীস।

মেজবানের স্মিত হাসি

সুহারীর (রা) জানিয়েছেন যে, "আমি মহানবী (সা)-এর কাছে এলাম। তার কাছে কিছু রুটি ও খেজুর ছিল। মহানবী (সা) বললেন, এসো কিছু খাও' আমি কিছু খেজুর নিয়ে খেলাম। মহানবী (সা) বললেন, 'তুমি খেজুর খাচ্ছো আর তোমার চোখ ব্যথা করছে'? সুহারীর বললেন, 'আমি (যে চোখটা ভাল আছে সেই দিকে) অন্যদিকে থেকে চিবাচ্ছি,' রসূল করিম (সা) স্মিত হাসলেন।[১৪]

বক্তার স্মিত হাসি

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় জনগোষ্ঠী একবার দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়েছিল। একদিন মহানবী (সা) জুমআর জামাতে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠে দাড়িয়ে বললেন। 'হে রসূলে করীম (সা) অশ্ব ও মেষগুলি মরে গেছে। সন্তানরা অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। কাজেই বৃষ্টি জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করুন। আনাস বলেন, "তিনি মহানবী (সা) তখন দুবাহু প্রসারিত করে বৃষ্টির জন্য মোনাজাত করলেন। আকাশটা কাঁচের রূপধারণ করল। বাতাসের আলোড়ন উঠল। মেঘ তৈরী হলো। তারপর মেঘমালা স্থির হয়ে ঝাড়ল। আমরা বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়লাম এবং বৃষ্টির পানি মাড়িয়ে বাড়িতে পৌঁছলাম।

বৃষ্টিপাত পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত চলল। সেই লোকটি বা আরেকজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে রসুলে করীম (সা) আমাদের বাড়ি-ঘর ধসে পড়বে। কাজেই আল্লাহকে বৃষ্টি থামাতে বলুন।' তিনি মহানবী (সা) স্মিত বললেন, "বৃষ্টি আমাদের চারপাশে ঝড়ুক তবে আমাদের ওপর নয়। আমি মেঘমালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম বন্ধনীর মতো মদিনার চার পাশে ছড়িয়ে গেল।[১৫]

জুমআর জামাতে মিম্বরে অবস্থানকালে এবং খুতবা প্রদানের সময় কেউ তাঁর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ ও কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণে ছেদ ঠেনে প্রশ্ন করলে

---

[১৪]. ইবনে মাজহর সুনান গ্রন্থে উল্লিখিত মাহস বিষয়ক অধ্যায়। এই হাদীসের পরমপরাগত কিছু উত্তম বিবরণ আছে। ৩৪৫৮ নং হাদীস।

[১৫]. আল বুখারী সহীহ হাদীসে বর্ণিত; হাদীস নং ৩৪১৫।

তিনি সাড়া দিতেন। খুতবা দেয়া বন্ধ করে তিনি প্রশ্নকর্তাকে দু'একটা জবাব দিতেন। তখনও তাঁর মুখে স্মিত হাসি দেখা যেত।

হজ্ব যাত্রীর স্মিত হাসি

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা উল্লেখ করেছেন, "আমরা রসূলে করীম (সা)-এর সাথে হজ্ব পালনের জন্য রওয়ানা দিলাম। আল-আরমে পৌঁছালে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠের পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। আমরাও অবতরণ করলাম। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পাশে গিয়ে বসলেন এবং আমি আমার পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পাশে ছিলাম। আবু বকর (রা) ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র একটি উটের পিঠে আবু বকরের ক্রীতদাসের হাতে রাখা ছিল।

আবু বকর বসে বসে সে ক্রীতদাসের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। এক পর্যায়ে সে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু তার সাথে কোনো উট ছিল না। তাকে তিনি (আবু বকর) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার উট কোথায়? ক্রীতদাস উত্তর দিল, 'আমি গতরাতে ওটাকে হারিয়ে ফেলেছি।' আবু বকর বললেন, 'একটিমাত্র উট ছিল, সেটাও তুমি হারিয়ে ফেললে? তিনি তখন তাকে (মৃদু) প্রহার করতে লাগলেন। মহানবী (স্মিত) হাসছিলেন। তিনি বললেন, 'পবিত্র অবস্থায় (ইহরাম পরিধান করা) এ লোকটিকে দেখ সে কি করছে!' (কথাগুলো বলার সময়) সে স্মিত হাসছিল।[১৬]

রোগির স্মিত হাসি

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জানিয়েছেন, "একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দাফন করে আল-বাকি থেকে ফিরে এলেন। আমার মাথা ধরেছিল এবং আমি বলছিলাম। 'কি বিচ্ছিরি এই মাথা ব্যথা।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, 'আমার বরং বলা উচিত 'মাথা ব্যথা আর এমন কি? তিনি বললেন, 'যদি তুমি আমার আগে মারা যাও এবং তারপর আমি তোমার লাশ গোসল করাই, দাফনের কাপড় পরাই, তোমার যানাজা পড়াই এবং অত:পর তোমাকে দাফন করি? আয়েশা তখন বললেন, 'আমি কল্পনা করি যে আমার মৃত্যু হলে আপনি কোনো না কোনো পত্নীর বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে

[১৬]. আবু দাউদের সুনান গ্রন্থে বর্ণিত বইটির হজ্ব যাত্রার নিয়ম-কানুন বিষয়ক অধ্যায় হাদীস নং ১৮৫৩।

থাকবেন।' শুনে তিনি স্মিত হাসলেন এবং পীড়িত বোধ করতে লাগলেন। এই ব্যধি থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠেননি, শেষ পর্যন্ত ইন্তেকাল করেছিলেন।[১৭]

বিদায় হাসি

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন "সোমবার মুসলমানরা ফজরের নামাজ আদায় করছিল। নবীর অসুস্থতার কারণে আবু বকর নামাজে ইমামত করছিলেন। এই অসুস্থতাই শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাহোক, সেদিনের সে ফযরের নামাজের সময় নবী (সা) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরের পর্দা সরিয়ে নামাজের জন্য কাতারবন্দী মুসল্লীদের দিকে তাকালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তোষবোধ করলেন ও স্মিত হাসলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামের জায়গা থেকে পিছনে সরে এসে কাতারে দাড়ালেন তাঁর মনে হলো রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায়ের জন্য আসতে চাইছেন।" আনাস উল্লেখ করেছেন, "মুসল্লীরা নবী (সা)-কে দেখে এত খুশী হয়েছিল যে, তারা নামাজ গোলমাল করে ফেলার উপক্রম করল। কিন্তু নবী (সা) হাতের ইশারায় তাদেরকে নামাজ সম্পন্ন করতে বললেন। রসূল (সা) নিজের ঘরে) ফিরে গিয়ে পর্দা টেনে দিলেন। তিনি (ঘটনার বর্ণনাকারী) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দিনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।[১৮]

সে রমযান মাসে দিনের বেলা সহবাস করেছিল।

মহানবী হেসে উঠলেন

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বরাতে বলা হয়েছে। "জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, 'রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন। "কিসে তোমার সর্বনাশ হয়েছে? সে বলল, রমযান মাসে দিনের বেলায় আমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি।' একথা শুনে তিনি (নবী) বললেন, 'তাহলে একজন দাসকে মুক্ত করে দাও।' সে বলল 'আমার কোনো দাস নেই।" তিনি (নবী) বললেন, 'তাহলে টানা দুমাস রোযা রাখ।' লোকটি বলল, 'সেটা আমি পারবো না।' তিনি (নবী) বললেন, ' সেক্ষেত্রে ষাটজন গরিব লোককে খাওয়াও।' সে

---

১৭. ইবনে হিব্বানের সহীহ হাদীসে বর্ণিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতা বিষয়ক অধ্যায় ৬৬৯৮ নং হাদীস।

১৮. আল বুখারী সহীহ হাদীসে বর্ণিত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এবং অনুগ্রহ ভাজনদের সালাতে ইমামতি করার অগ্রাধিকার দিতে হবে- হাদীস নং ৬৯৫।

ব্যক্তি বলল, ' তেমন খাবার আমার কাছে নেই।' একটা ঝুড়িতে কিছু খেজুর ছিল। সেটা নবী ﷺ -এর কাছে আনা হলো। তিনি (নবী) লোকটিকে বললেন, 'এগুলো (খেজুর) দান করে দাও।' সে (লোকটা) বলল, 'এমন কাউকে কি দেব যে আমার চেয়েও গরিব? আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি মদিনার দুই সমভূমির মধ্যে আমার পরিবারের চাইতে গরিব আর কোনো পরিবার নেই।' একথা শুনে নবী হেসে উঠলেন। তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো দৃশ্যমান হলো। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমার পরিবার এগুলো খাবে।'[১৯]

যুদ্ধ

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه জানিয়েছেন যে, মহানবী ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন যখন একজন বহু ঈশ্বরবাদী মুসলমানদের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালানোর জন্য আগুন ধরিয়ে দিল সেদিন তার জন্য তার বাবা-মাকে নিয়ে এলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাকে বললেন একটা তীর ছোড় যাতে করে তোমার বাবা-মাকে তোমার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দেয়া হয়।' আমি একটা পালকহীন তীর টেনে নিলাম এবং তার পাশটা তাক করে তার দিকে তীর ছুঁড়লাম। তিনি পড়ে গেলেন এবং তার গোপনাঙ্গ দেখা যেতে লাগলো। নবী ﷺ হেসে উঠলেন এবং আমি তার স্বদন্ত দেখতে পেলাম।[২০]

আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه-এর বরাতে বলা হয়েছে জনৈক ব্যক্তি নবী (সা) কাছে এসে বলল, 'রসূলে করীম ﷺ স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। একথা শুনে নবী হেসে উটে বললেন, শয়তান যখন স্বপ্নে তোমাদের কারো সাথে খেলে সে কথা মানুষের কাছে উল্লেখ কর না।[২১]

---

[১৯]. আল-বাকারা আয়াত নং ১৫৬।

[২০]. আল বুখারীর সহীহ হাদীসে বর্ণিত দুরস্থ ব্যক্তি তার পরিবারের প্রতি দয়া দক্ষিণ্য বিষয়ক অধ্যায় ৫০৭১ নং হাদীস।

[২১]. মুসলিমের সহীহ হাদীসে আছে Virtues of the Coreparseion গ্রন্থে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه-এর গুণাবলি শীর্ষক অধ্যায় ৪৫৫৪ নং হাদীস।

বেহেস্তে কৃষক

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উল্লেখ করেছেন যে, "একদা রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বয়ান করছিলেন। এ সময় এক বেদুঈন সেখানে বসা ছিল। নবী বললেন, বেহেশতের লোকদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে তাকে জমি চাষ করতে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছেই অনুরোধ জানাবে। আল্লাহ তাকে বলবেন; তুমি যা কামনা কর তাই পেয়েছ নাকি; সে উত্তর দেবে, হ্যাঁ তবে আমি জমি চাষ করতে চাই।' (আল্লাহ তাকে অনুমতি দিবেন এবং) সে বীজ বপন করবে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চারা গজাবে। ফসল ফলাবে, পাকবে ফসল কাটা হবে এবং তা পাহাড়ের মতো স্তূপীকৃত হয়ে উঠবে। তা দেখে আল্লাহ তাকে বলবেন, 'নাও এবার বুঝতে পারলে হে আদম সন্তান। কারণ কোনো কিছুতেই তুমি তৃপ্ত নও।'

একথা শুনে বেদুঈন বলল, " হে রসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের কুরাইশ বা আনসারদের কেউ একজন না হয়ে পারেনা। কেননা, ওরা কৃষক এবং আমরা কৃষক নই।' সে কথায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেসে উঠলেন।[২২]

আমরা ফিরে যাব

আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বরাতে বলা হয়েছে। নবীর চারদিক থেকে তায়েফে ঘেরাও করে ফেললেন। তথাপি মুসলিম বাহিনী তায়েফ দখল করতে পারল না। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন, 'আল্লাহ চাহে তো কাল আমরা মদিনায় ফিরে যাব।' নবীর কতিপয় সাহাবী বললেন আমরা যাব। কেননা, আমরা তায়েফ জয় করতে পারিনি। নবী বললেন, 'আমরা যাব। কেননা, আমরা তায়েফ জয় করতে পারিনি।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'অতএব কালকের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও।'

পরদিন (তায়েফের লোকজনের সাথে) তাদের (মুসলমানদের) প্রচণ্ড লড়াই হলো। অনেকে জখম হলেন। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ চাহে তো কাল আমরা (মদিনায়) ফিরে যাব।' এবার তার সাহাবীরা চুপ করে রইলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন স্মিত হাসলেন।"[২৩]

---

[২২]. মুসলিমের সহীহ হাদীসে বর্ণিত Book of Drems কারোর ঘুমের মধ্যে শয়তান তার সঙ্গে খেলা করলে যে কথাটা তার জন্য মানুষকে জানানো উচিত নয় শীর্ষক অধ্যায় ৪৩২৯ নং হাদীস।

[২৩]. আল বুখারীর সহীহ হাদীসে বর্ণিত রূপার রাজ্য শীর্ষক অধ্যায় ২২৪৪ নং হাদীস।

পান্থদের ইমাম

আমীর ইবনে আল-আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বরাতে বলা হয়েছে। "এক শীতের রাতে ঘুমের মধ্যে আমার স্বপ্নদোষ হলো। ভাবলাম এই শীতে পাক গোসল করলে ঠাণ্ডা লেগে আমি অসুস্থ যেতে পারি। তাই তায়াম্মুম করে ফজরের নামাজে সহযাত্রীদের ইমামত করলাম। ওরা ঘটনাটা নবীকে জানিয়ে দিল। নবী বললেন, 'অপবিত্র অবস্থায় কি নামাজে ইমামত করেছ? 'আমি তাঁর কাছে কি কারণে পাক গোসল করতে পারিনি সেটা উল্লেখ করে বললাম, 'শুনেছি আল্লাহ বলেছেন, "আত্মহত্যা কর না। বস্তুতই আল্লাহ তোমার প্রতি সদা করুণাময়।"[২৪] মহানবী হেসে উঠলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না।"[২৫]

আবু আইয়ুব

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে বলা হয়েছে 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফীয়াকে বিবাহ করার সময় আবু আইয়ুব সে রাতটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রহরার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সকালে তিনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে তকবীর করে উঠলেন। তাঁর হাতে ধরা ছিল তরবারী। তিনি বললেন, 'হে রসূলে করীম (সা) দাসীটির সদ্য বিয়ে হয়েছে এবং আমি তার পিতা। ভাই ও স্বামীকে হত্যা করেছি। আমার আশঙ্কা ছিল সে আপনার ক্ষতি করতে পারে।' নবী (সা) হাসলেন এবং তাকে কিছু সুবচন শোনালেন।"[২৬]

সিংহাসনে আসীন বাচ্চাদের মতো

আনাস ইবনে মালিকের বরাতে জানানো হয়েছে যে উম্মে হিরাম বলেছেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলায় আমার বাড়িতে বিশ্রাম করছিলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, হে রসূলে করীম (সা) আপনার জন্য আমার পিতা ও মাতাকে বিসর্জন দেয়া হোক। এখন বলুন কি কারণে হাসছেন? তিনি বললেন, 'আমার জাতির কিছু লোক সমুদ্র যাত্রা

---

[২৪]. সূরা আন নিসা- আয়াত : ২৯।

[২৫]. আবু দাউদের সুনান গ্রন্থে বর্ণিত Virtues of the Coreparseion অপবিত্র অবস্থায় থাকা কারো যদি ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া আছে। ২৯৬ নং হাদীস। আল মুস্তদ্রাক আলা-আল-সাহীহাইন গ্রন্থে আল হাকীম অনুরূপ এক হাদীসের কথা উল্লেখ করেছেন যা পাক পবিত্র হওয়ার কিতাবের ৫৮৭ নং হাদীস বর্ণিত।

[২৬]. আল হাকীমের আল মুস্তদ্রাক গ্রন্থে বর্ণিত ৬৮৬২ নং হাসীস।

করবে এবং তারা হবে সিংহাসনে আসীন বাচ্চাদের মতো।' উম্মে হিরাম বললেন, হে রসূলে করীম ﷺ আমাকেও তাদের একজনে পরিণত করার জন্য আল্লাহকে বলুন। তিনি বললেন, 'তুমি ও তাদের একজন হবে।"[২৭]

কেন হাসতেন

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে বলা হয়, "নবী ﷺ বসে ছিলেন। সহসা হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, কেন হাসছি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবে না? ওরা তখন বলল। কেন হাসছেন? তিনি বললেন একজন বিশ্বাসীর বিষয়াবলির কথা ভেবে বিস্ময়বোধ করছি। তার সকল বিষয়ের মধ্যে তার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। তার কল্যাণকর কিছু হয়ে থাকলে সে তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে এবং সেটা করা তার জন্য উত্তম। তাঁর মন্দ কিছু হয়ে থাকলে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং সেটাও তার জন্য উত্তম। এটা সবার জন্য নয়, কেবল বিশ্বাসীদের জন্য।

তাকে স্পর্শ করল ও চুম্বন করল

আব্দুল্লাহ ইবনে আকাসের বরাতে বলা হয়, "স্বামী দূরে কোথাও আছেন এমন এক মহিলা জনৈক ব্যক্তির কাছে কিছু একটা কিনতে এলো। লোকটি তাকে বলল, "ভিতরে প্রবেশ কর যাতে তুমি যা চাইছ তা দিতে পারি।" মহিলা ভিতরে প্রবেশ করলে লোকটি তাকে চুম্বন করল, গায়ে হাত দিল। মহিলা বলল, ধিক তোমাকে! আমার স্বামী দূরে আছেন।' লোকটি তাকে ছেড়ে দিল এবং কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। সে উমরের কাছে এসে তার কৃতকর্মের কথা বলল। উমর তাকে বললেন, 'ধিক তোমাকে। তার স্বামী দূরে কোথাও থাকতে পারে।' সে বলল হ্যাঁ, তার স্বামী আসলেই দূরে কোথাও গেছে।' উমর তাকে আবু বকরের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে কি করণীয় তাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন লোকটি আবু বকরের কাছে এসে তার কৃতকর্মের কথা জানান। আবু বকর তাকে বললেন, 'ধিক তোমাকে! তার স্বামী দূরে কোথাও থাকতে পারতো। লোকটি বলল হ্যাঁ, তার স্বামী আসলেই দূরে কোথাও আছে। তিনি তখন তাকে বললেন, 'নবী ﷺ-এর কাছে যাও এবং তুমি যা করেছ তা তাকে

---

[২৭]. আবু উয়ানাহ তাঁর মুসতাখারজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সমুদ্র অভিযানের সুবিধা প্রদর্শন বিষয়ক অধ্যায় ৬০১৩ নং হাদীস।

জানাও। লোকটি মহানবীর(সা)-এর নিকট এসে তার কাহিনীটা বললেন। তিনি তাকে বললেন, 'মহিলার স্বামী দূরে কোথাও থাকতে পারে।' লোকটা বলল, হ্যাঁ তার স্বামী আসলেই দূরে আছে।' মহানবী (সা) চুপ করে রইলেন। তারপর নিম্নোক্ত আয়াতে নাযিল হলো–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

অর্থ : দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির আগমনের সময় নিয়মিত সালাতের অভ্যাস প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয় ভাল কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। এটা তাদের জন্য যারা স্মরণে রাখে।[২৮]

তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, লোকটা বলল, হে রসূলে করীম (সা) এই আয়াত কি শুধুমাত্র আমার জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? তিনি জানালেন যে, "উমর বলেছেন; " কোনো কৃপা একককভাবে আপনার জন্য করা হয়নি; বরং সকল জনগণের জন্য করা হয়েছে উল্লেখ করলেন। "নবী হেসে উঠলেন এবং বললেন, "উমর সত্য কথাই বলেছে।[২৯]

ইহুদী শাস্ত্র বিশারদের কথা

রসূল(সা)-এর কাছে এসে বললেন, "হে মুহাম্মাদ আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ সকল আসমানকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। সকল জমীনকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন, পানি ও ধূলারাশিকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন এবং সৃষ্টি আর সকল জীবকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, "আমিই অধিশ্বর।

এতে মহানবী(সা) রাবীর বক্তব্যের সমর্থনে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে তার পেশক দন্তের সামনের দাঁত দৃশ্যমান হয়ে পড়ল। এরপর আল্লাহর রসূল(সা) উচ্চারণ করলেন "এই কথাগুলোর দ্বারা আল্লাহর যথার্থই মূল্যায়ন করা হয়নি যা তাঁর প্রাপ্য। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের

---

[২৮]. সূরা হুদ-আয়াত ১১৪।

[২৯]. আহমাদ প্রণীত মুসনাদ ২৩৪ নং হাদীস। হাদীসের ভাষ্যকার আহমদ শাকির বলেছেন : এই হাদীসের পরম্পরাগত বর্ণনা সুস্থ।

মুঠির অতিরিক্ত কিছু হবে না এবং আসমান তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে আসবে। সকল গৌরবই তাঁর! তারা তাঁর অংশীদার হিসাবে যাদেরকে গণ্য করে তাদের সুউচ্চ ওপরে তাঁর স্থান।[৩০]

শুরুতে বিসমিল্লাহ শেষে বিসমিল্লাহ

মহানবী ﷺ অন্যতম সাহাবী উমাইয়া ইবনে মাখসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী (সা) বসে ছিলেন। কাছে জনৈক ব্যক্তি আহার করছিল। কিন্তু সে আল্লাহর নাম নেয়নি। শেষ গ্রাসটি যখন তার অবশিষ্ট ছিল এবং সেটি মুখে তুলতে যাবে এমন সময় সে বলল খাওয়া শুরু করলাম আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহ) এবং শেষ করলাম আল্লাহর নামে। নবী হেসে উঠে বললেন, 'শয়তান তার সাথে আহার করছিল। কিন্তু আল্লাহর নাম বলতেই সে (শয়তান) আহার ত্যাগ করল।[৩১]

পঞ্চম অধ্যায়ের মুক্তা কণা

"তিনি হেসে উঠলেন, স্মিত হাসলেন এবং তাঁর পোশাক দন্তের আগের দাঁতগুলি দৃশ্যমান হলো।" মহান নেতার জীবনী যারা পাঠ করবেন তাদের প্রত্যেকেই সে ঘটনার কথা পাঠ করবেন তার শেষে এই শব্দাবলিতে পাবেন এবং দেখার আশা করতে পারেন। মহানবী ﷺ -এর জীবনী পাঠকারী প্রত্যেকই নবীর বিশুদ্ধ হৃদয় ও সদয় ব্যক্তিদের পরিচয় পাবেন।

পাঁচ নম্বর মুক্তা

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে বলা হয়েছে, 'নবী ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। একদিন তিনি আমাকে একটি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম আল্লাহর কসম আমি যাব না। অবশ্য আমার মনে এই ধারণা ছিল যে, নবী ﷺ আমাকে যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি সেভাবেই করব।

আমি বেরিয়ে পড়লাম। এক জায়গায় এসে দেখলাম রাস্তায় কতিপয় ছেলেমেয়ে খেলছে। সহসা নবী ﷺ সেখানেই এসে উপস্থিত হলেন এবং

---

৩০. আল বুখারীর সহীহ হাদীসে বর্ণিত ৩৯ : ৬৭ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অধ্যায় ৪৫৪৬ নং হাদীস।

৩১. আবু দাউদের সুনানে বর্ণিত আহারের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে ৩৩২৪ নং হাদীস।

পিছন থেকে আমার ঘাড় ধরে ফেললেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম তিনি হাসছেন। তিনি বললেন, 'উনাইস, আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে গিয়েছিলে? বললাম, হ্যাঁ যাচ্ছি।[৩২]

মনে রেখো

মহান নেতা হতে গেলে তোমার সেটা প্রয়োজন : তুমি যে পরিস্থিতিতেই থাক না কেন, নিয়মিত স্মিত হাসো। "কাজেই তার কথায় কৌতুকবোধ করে তিনি স্মিত হাসলেন এবং বললেন : " হে প্রভু আপনি আমার ও আমার বাবা-মার ওপর সে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার জন্য আমাকে কৃতজ্ঞ হতে সক্ষম করে তুলুন। "কাজেই তিনি হাসলেন," অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সুলায়মান। "তার বক্তৃতায় কৌতুকবোধ করলেন" এবং স্মিতহাসী হচ্ছে হাসির প্রথম পদক্ষেপ। পিপড়ার বক্তব্য উপলব্ধি এবং বাকী পিপড়াদের সাবধান করে দেয়ার ব্যাপারে তার চাতুর্যে কৌতুকবোধ করে মুসলমানরা হেসে উঠেছিলেন। "এবং সে বলেছে : হে প্রভু! আপনি আমার ও আমার বাবা-মার ওপর সে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ হতে আমাকে সক্ষম করে তুলুন : কারণ বাবা-মার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণের কারণে তাকেও অনুগ্রহ করা হয়েছে। তিনি তার বাবা-মাকে অনুগ্রহ বর্ষণ করায় তারা পাখী ও জীব-জন্তুর কথা বুঝতে পারার সক্ষমতা অর্জন করে।

---

৩২. মুসলিমের সহীহ হাদীসে বর্ণিত নবী ﷺ সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী শীর্ষক অধ্যায় ৪৩৯১ নং হাদীস।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক ব্যক্তি যাঁর চোখের একটি অংশ সাদা

যায়েদ ইবনে আসলাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন। উম্মে আইমান নামে একজন মহিলা সাহাবী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট এসে বলেন, "আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত করেছেন।" রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তোমার স্বামী যেন কে?" সে কি ঐ ব্যক্তি যার চোখের একটি অংশ সাদা?" মহিলা সাহাবী উত্তর দিলেন, "আল্লাহর শপথ তার চোখে কোনো সাদা অংশ নেই।" রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "না, তার চোখে সাদা অংশ আছে।" মহিলা সাহাবী বললেন, "আল্লাহর শপথ, না।" তিনি বললেন, "এমন কোনো মানুষ নেই যার চোখে সাদা একটি অংশ নেই।"[১]

হাদীসটির পঠন

হাদীসটিতে একজন মহিলা সাহাবীর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। যিনি তার বানানো কিছু খাবার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দাওয়াত করে খাওয়াতে চেয়েছিলেন। দাওয়াতটি তিনি উপস্থাপন করলেন স্বামীর পক্ষ হতে।" আমার স্বামী আপনাকে দাওয়াত করেছেন।" যাতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুঝতে পারেন তারা দুইজন স্বামী স্ত্রীই এই দাওয়াতের ব্যাপারে একমত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলেন, এবং কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। মহিলাটি উত্তর দেবার আগেই রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সে কি ঐ ব্যক্তি যার চোখের একটি অংশ সাদা?"

মহিলাটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কৌতুকটি ধরতে না পেরে মনে মনে বিচলিত হয়ে উঠলেন। মহিলাটি ভাবলেন, চোখের একটি অংশ সাদা বলতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চোখের কোনো রোগের কথা বুঝিয়েছেন। যার দরুণ কোনো মানুষের দেখতে সমস্যা হয় অথবা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া অসুস্থ চোখের কারণে মানুষের চেহারার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যও নষ্ট হয়।

মহিলাটি কিছুক্ষণ আগেই স্বামীর নিকট থেকে এসেছেন। তাই মহিলাটি আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, তার স্বামীর চোখে কোনো সাদা অংশ

---

[১]. আল-হাফিজ আল-ইফকীর তাখরিজ আল-ইহয়া গ্রন্থে বিন আবি আদ্দুনইয়া বর্ণিত হাদীস।

নেই, রসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় নিশ্চিত করলেন, "অবশ্যই তার স্বামীর চোখে সাদা অংশ আছে। এবার মহিলা সাহাবী মনে মনে একটু ভয়ই পেলেন, তার বিচলতা এমন পর্যায়ে পৌছাল যেন তিনি তার স্বামীর ব্যাপারে কিছুই জানেন না।"

এবার মহিলাটি পূর্বের চেয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, তিনি বলেন, "আল্লাহর শপথ, না!" মহিলাটির বিচলতা যখন চরম পর্যায়ে পৌছাল তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কৌতুকটি বুঝিয়ে দিলেন, "এমন কোনো মানুষ নেই যার চোখে সাদা অংশ নেই।"

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথোপকথনের সময় মহিলা সাহাবী চরম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আর এ মুহূর্তটি সকল রহস্যের যবনিকাটা টেনে মহিলা সাহাবীর মনে স্বস্থি ও আনন্দের সঞ্চার করল।

একজন সফল নেতার ষষ্ঠ গুপ্ত রহস্যঃ পরিমিত কৌতুক প্রবণতা এবং নিয়ন্ত্রিত হাস্যরস

রহস্যটির মূল ভিত্তি

কৌতুক এবং মানবসুলভ হাসি ঠাট্টা সৃষ্টি জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। আর এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অন্যান্য সব প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। এটি আল্লাহর একটি বিশেষ রহমত যার সাহায্যে মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। "আর তিনি হাসান এবং কাঁদান।"[২]

ইসলাম একটি মহান ধর্ম। এটি মানুষের জৈবিক চাহিদা যেমন হাসি ঠাট্টা, কৌতুক এবং আমোদ প্রমোদকে রহিত করে না বরং জীবনকে সুন্দর এবং প্রফুল্ল রাখার প্রত্যেক উপাদানকেই ইসলাম স্বাগত জানায়। ইসলাম আশা করে একজন মুসলিমের জীবন হবে আনন্দঘণ এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর। ইসলাম কখোনই নিরাশাবাদী ব্যক্তিত্বকে সমর্থন করে না। যা মানুষকে সমাজের অন্যান্য মানুষ এবং অংশ থেকে পরিপূর্ণরূপে বিষণ্ন করে তোলে। অত্যাধিক গাম্ভির্যতা সত্যিকার একজন মানুষের চরিত্রের অংশ হতে পারে না। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁর আদেশ নিষেধ বাস্তবায়নের জন্য অত্যধিক গাম্ভির্য গুরুত্বপূর্ণ অংশও নয়।

মানুষ এবং যন্ত্র

সার্বক্ষণিক কাজের মধ্যে থাকা একটি যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। যন্ত্রটি এর বিরোধীতাও করতে পারে না। কারণ তার জীবন নেই। আর মানুষ এমন একটি সৃষ্টি যা বিভিন্ন আবেগ এ পরিপূর্ণ, বিভিন্ন অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই সব আবেগ এবং অনুভূতির কারণে মানুষ গাম্ভির্য এবং হাসি ঠাট্টা উভয়ের মধ্যবর্তী জীবন যাপনে বাধ্য হয়। সে বিশ্রাম নেয় আবার কাজ করে, সে কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে আবার চুপচাপও থাকে। একটি পরিস্থিতি থেকে অন্য একটি পরিস্থিতিতে মানুষ যেতে থাকে, তাকে তার চারপাশের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। এবং তার

---

২. আন-নাজম (৫৩ : ৪৩)

চারপাশের পৃথিবীর আবর্তনকে মেনে নিয়েই মানুষকে জীবনের ছন্দ খুঁজে পেতে হয়।

মানুষের চারপাশের এই পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে মোড় নেয়। চারপাশের এই পরিবর্তন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা কখনোই সমীচীন হতে পারে না। তাই একজন মানুষের উচিত প্রত্যেক পরিস্থিতি সুন্দর করে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী পরিস্থিতিকে চতুরতার সাথে মোকাবেলা করা।

আলী ইবন আবু তালিব (রা:) বলেছেন, " তোমরা অন্তরের প্রশান্তি লাভের চেষ্টা কর আর তার জ্ঞানের চাহিদা মিটাও। মানুষ যেমন ক্লান্ত হয়, অন্তরও তেমনি ক্লান্ত হয়ে পড়ে।[৩]

طٰهٰ . مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى .

"ত্বহা! আমরা আপনার নিকট কুরআন এই কারণে অবতীর্ণ করি নাই যে তা আপনাকে পীড়া দেবে।[৪]

রসূল ﷺ এই আয়াত সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন, আর এ কারণে বিভিন্ন বিষয়ে তার দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন সেই লক্ষ্যের বিভিন্ন কর্তব্যসমূহ পালনের ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তার কাজের মধ্যে হাস্যরসকে সংযুক্ত করেছেন। তার রসবোধ প্রবল ছিল। তিনি কখনোই সত্য ছাড়া কিছু বলতেন না।

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা আরজ করলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা দেখি আপনি আমাদের সাথে হাসি তামাসা করেন।" রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি তো শুধু সত্যই বলি"[৫] তিনি সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) এর সাথে সাধারণ জীবন যাপনই করতেন। যেমনিভাবে তিনি তাদের সাথে কষ্ট ও দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতেন, তেমনিভাবে হাসিঠাট্টা, খেলাধুলা এবং কৌতুকগুলোকেও তিনি তাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতেন।

---

[৩]. আল-জামি আল-আখলাকার রাবী ওয়া আদাবাস সামী; হাদীস নং ১৪০০

[৪]. ত্ব-হা (২০:১-২)

[৫]. তিরমিযী– হাদীস নং ১৯৮২ বলা হয়েছে হাদীসটি হাসান।

জীবন মানে এগিয়ে চলা

জীবন একটি কঠিন যাত্রা যার মধ্যে আনন্দ যেমন আছে, বেদনাও তেমনি আছে। কোনো মানুষই জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত দিক থেকে মুক্ত নয়। আর এ কারণেই মানুষের কিছু বিনোদনের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, যা তার অনাকাঙ্ক্ষিত নিরাশার দিকগুলিতে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। যার ফলে কাজের চাপ এবং মানসিক অবসাদ মানুষের আনন্দ আর জীবনের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিতে পারে না।

এই বিনোদনের একটি অংশই হচ্ছে রসবোধ, কৌতুক, ইত্যাদি যা অন্ত রের ব্যথা, কপালের ভাজ আর জীবনের নিরাশাকে দূর করে। অবশ্যই এটাও জীবনের শিল্প এবং নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় একটি গুণ। আর এই গুণ কেবল তখনই অর্জন করা সম্ভব যখন একজন নেতা, একজন আলেম, একজন পিতা, একজন ধর্মপ্রচারক, একজন শিক্ষক তার জীবনের দুটি গুরুত্ব অংশের মধ্যে ভারসাম্য আনতে পারেন। প্রথম অংশটি হলো সেই গুরুদায়িত্ব যা কাঁধে নিয়ে তিনি পথ চলছেন এবং দ্বিতীয় অংশটি হলো সেই গুরুদায়িত্বের মাঝে প্রয়োজনীয় বিনোদন।

আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ﷺ এবং আল্লাহ প্রদত্ত মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালনকারী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের মধ্যেও কৌতুক আর রসবোধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এই কৌতুকগুলি একই সাথে হাসির সম্ভার করে, আনন্দ দেয় এবং সেই সাথে রসূল ﷺ-এর প্রশংসিত মার্জিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিও রক্ষা করে।

ইয়া আল্লাহ! আপনার দাস এবং দূত মুহাম্মাদের ওপর আপনার শান্তি এবং করুণা বর্ষণ করুন।

সাহাবাদের সাথে

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একজন লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চড়ার জন্যে একটা উট ধার চাইলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "আমি তোমাকে মাদী উটের একটা বাচ্চা দিচ্ছি।" লোকটি বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! মাদী উটের বাচ্চা দিয়ে আমি কি করব?" রসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যুত্তরে বললেন, "সব উটই কি কোনো না কোনো মাদী উটের বাচ্চা নয়?"[৬]

---

[৬]. সুনানুত তিরমিজি– হাদীস নং ১৯৮৩. হাদীসটি হাসান গরীব।

দুই কানওয়ালা

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "ওহে দুই কানওয়ালা!"[৭] এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাট্টাচ্ছলে আদর করে আনাস (রা)-কে " ওহে দুইকানওয়ালা" বলে সম্বোধন করেছেন। মানুষের কান দুইটাই থাকে কিন্তু হঠাৎ করে এমন অদ্ভুত বর্ণনায় সম্বোধন মানুষকে অবাক না করে পারে না।

মানুষের মন আপনাতেই নিজের সামনে একটি আয়না এনে দাড় করায়, যার মাধ্যমে মনে মনে সে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তার কয়টা কান আছে। কানত দুইটাই থাকে। সবাই খুব ভাল করেই তা জানে। কিছু "ওহে দুই কানওয়ালা!" সম্বোধনটাও আশ্চর্য শুনায়। তাই যখন আশ্চর্য হওয়া ভাবটা কেটে যায় তখন যেন নতুন করেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। আরে! কান তো দুইটাই!

আর তখনই মানুষ "ওহে! দুই কানওয়ালা!" কথাটির পিছনের কারণটা বুঝতে পারে। তার সাথে কৌতুক করা হয়েছে। মনের অজান্তের তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

এই গোলামকে কে কিনবে?

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিব ইবনে হিজাম অথবা হিরাম জনৈক বেদুইন ছিল যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভালবাসতেন। বেদুইনটি ছিলেন কুৎসিৎ চেহারার। একদিন বেদুইনটি বাজারে সদাই বিক্রি করছিলেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। বেদুইনটি দেখতে পাচ্ছিল না যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাই তিনি বলে উঠলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও! কে এইটা?"

এরপর বেদুইনটি পিছনে ফিরলেন এবং দেখলেন এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বুকের সাথে নিজের পিঠ লেগে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কে আছ এই গোলামকে কিনবে?" জহির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ আমার দাম তো অল্প।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কিন্তু আল্লাহর নিকট তোমার দাম অল্প নয়।" অথবা তিনি বলেছেন, "আল্লাহর নিকট তোমার দাম অনেক বেশি।[৮]

---

[৭]. সূনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০০২. ও ৩৮২৮.

[৮]. সূনান আল-কুবরা লিল বায়হাকী হাদীস নং ১৯৭২৯ ও মুসনাদ ইমাম আহমাদ হাদীস নং ১২৪১৮

দাগওয়ালা চেহারা

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সাওদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা রসূলুল্লাহ (সা)-এর অপর একজন স্ত্রীরা আমাদের এখানে বেড়াতে আসলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এবং তার মাঝখানে এসে বসলেন। তার একটি পা ছিল আমার কোলের ওপর অপর পা ছিল সাওদার কোলের ওপর। আমি সাওদার জন্য এক প্রকার খাবার প্রস্তুত করেছিলাম। আমি তাকে বললাম, "খাও!" কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানাল। আমি বললাম, "তুমি খাও তা না হলে আমি তোমার গালে দাগ দিয়ে দেব।" কিন্তু তার পরও সে অস্বীকৃতি জানাল। আমি পাত্র থেকে কিছুটা তুললাম এবং তার মুখে দাগ দিয়ে দিলাম।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পা উঠিয়ে নিলেন যাতে সাওদাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আমার মুখে দাগ দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে পারেন। সাওদাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা পাত্র থেকে কিছুটা তুললেন এবং আমার মুখে দাগ দিয়ে দিলেন। আর তা দেখে রসূলুল্লাহ (সা) হাসছিলেন। হঠাৎ আমরা শুনলাম উমার ইবনুল খাত্তাব বলছেন, "ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর!" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যাও তোমাদের মুখ ধুয়ে ফেল, এখনই ওমর এখানে এসে পড়তে পারে।"[১]

রসবোধসম্পন্ন একজন সাহাবী

রসবোধের কারণে যারা বিখ্যাত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম নুয়াইমান ইবনে আমর আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যার ব্যাপারে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। তিনি আকাবার শেষ শপথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বদর, উহুদসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীন দাস

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের এক বছর পূর্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ব্যবসা উপলক্ষে বাসরা গেলেন, তার সাথে ছিলেন নু'আইমান এবং সুয়াইবিত ইবন হারমালাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। নুআইমান বদরের পাথেয় এর দায়িত্বে ছিলেন এবং সুয়াইবিত ছিলেন কৌতুকপ্রিয় লোক। তিনি নুআইমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে বলেন, "আমাকে কিছু খাবার দিন।" তিনি বললেন, "আবু বকর এসে নিক" তারপর তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি আপনাকে নাজেহাল করে ছাড়াব"। রাবী বলেন, পরে তারা একটি বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন,

---

[১]. সূনান–আল-কুবরা লিন নাসায়ী, হাদীস নং ৮৬৪২ ও আল-বানী- (৭/৩৬৩)

তখন সুয়াইবিত তাদের বললেন, " তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার একটি গোলাম কিনবে?" তিনি বললেন, এ এমন একটা গোলাম, যার একটা আওড়ানো বুলি আছে। সে তোমাদের বলবে, আমি আযাদ, (দাস নই), তার এ কথায় তোমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে এ গোলামের ব্যাপারে অসুবিধায় ফেলো না।' তারা বলল, "না, আমরা বরং তাকে খরিদ করবই"। অতঃপর তারা তাকে দশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করল।[১০] পরে তার কাছে এলো, তারা তার গলায় পাগড়ী কিংবা রশি পেঁচিয়ে ধরল। নুআইমান (রাঃ) তখন বলল, "এ লোক তোমাদের সাথে পরিহাস করছে, সত্যি আমি আযাদ, দাস নই।" তারা বলল, তোমার সব খবরই আমাদের বলা হয়েছে।" তখন তারা তাকে নিয়ে গেল। পরে আবু বকর (রা:) আসলে সাথিরা তাকে এ বিষয়টি অবহিত করল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি লোকদের অনুসরণ করলেন এবং তাদের উট ফেরত দিয়ে নু'আইমান (রাঃ)-কে ছাড়িয়ে আনলেন। রাবী বলেন: নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীরা তাকে নিয়ে এক বছর যাবত হেসেছিলেন।[১১]

জান্নাতের বৃদ্ধ মহিলা

সম্মানিত শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক নবী (সাঃ)-এর নিকট একজন বৃদ্ধ মহিলা আসলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ, আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" নবী (সাঃ) তাকে বললেন, "হে অমুকের মাতা! বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" বৃদ্ধা মহিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। নবী (সাঃ) তার সাহাবাদের বললেন, "তাকে বল যে, সে বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা, আল্লাহ বলেছেন-

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً. فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا.

অর্থ : "আমি সৃষ্টি করেছি। অসাধারণ সব সৃষ্টি। আর তাদেরকে তৈরী করেছি কুমারী, পুতঃপবিত্র, প্রেমময়, সমবয়স্কা।[১২] [১৩]

---

[১০]. কলাইস শব্দটি কুলস এর বহুবচন অর্থ যুবক উট, আন-নিহায়াহ গরীবাল হাদীস ওয়াল আমার –(৪/১০০)

[১১]. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৩৫

[১২]. আল-ওয়াকিয়াহ – (৫৬;৩৫-৩৭)

[১৩]. শাফায়িলুল মুহাম্মাদীয়াহ লিত তিরমিজ, হাদীস নং ২৩৫.

শেষ কথা

যদি কোনো আলেম অথবা ফকিহ ব্যক্তি রসিকতা করাকে অনুমোদন না করেন, তাহলে আমাদের দেখতে হবে এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ﷺ এবং তার সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল। মতবিরোধ নিরসনের এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক, রসবোধ এমন বিষয় যা আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ﷺ-এর বিভিন্ন কথা এবং কাজের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। রসূল ﷺ তার কথা এবং কাজের দ্বারা এমন মানুষের জীবন উপস্থাপন করে গেছেন যিনি হাসতে ভালবাসতেন, কৌতুকে সাড়া দিতে ভালবাসতেন, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে ভালবাসতেন, উত্তম চরিত্রবান হতে ভালবাসতেন, প্রশংসনীয় কাজ করতে ভালবাসতেন, সুন্দর অনুভূতির অধিকারি হতে ভালবাসতেন।

মানুষের প্রবল গাম্ভির্যের সাথে অল্প কিছু রসবোধ উপস্থিত থাকা খুবই উত্তম। বক্তৃতা করার সময় কিছু কৌতুক করা, কথা বলার সময় মাধুর্য্য আর প্রজ্ঞার সুষম বিন্যাস ঘটানো খুবই ভাল কাজ।

খাবারের লবণ

রসিকতা হচ্ছে লবণের মত। একজন শিক্ষক, একজন শায়েখ, একজন বিজ্ঞ আলেম অথবা একজন সমাজ সংস্কারকের উচিত কৌতুককে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা যেমনটি খাদ্যে লবণ ব্যবহার করা হয়। খাবারে লবণের পরিমাণ হতে হয় একদম ঠিক ঠিক। লবণ কম হলে খাবারের স্বাদ পূর্ণ হবে না। আবার বেশী হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণ খাবারকে নষ্ট করে ফেলবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূলকথা

নবী ﷺ-এর যুগ ছিল গাম্ভির্যতার যুগ। তাদের যুগ ছিল কাজ, জিহাদ আর ধৈর্যের। এত কিছু সত্ত্বেও নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যথেষ্ট সুন্দর এবং মায়াবী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। যা থেকে বিকশিত হতো শালীন কৌতুক এবং নিয়ন্ত্রিত রসিকতা। যেগুলো শুরু হতো সত্য দিয়ে আর শেষ হতো উচ্ছাস আর ভালবাসা দিয়ে। এই জীবন ছিল সুন্দর জীবন, সুখী জীবন।

ছয় নং মুক্তাদানা

উসায়েদ ইবনে হুদায়ের ﷺ হতে বর্ণিত। মানুষের মাঝে বক্তৃতা করার সময় আনসারদের মধ্যে একজন এমন কিছু বললেন যা হাসির উদ্রেক করে। যেহেতু সে সবার সাথে ঠাট্টা করছিল নবী ﷺ লাঠি দিয়ে তার পাজরে খোঁচা দিলেন। আনসার ব্যক্তিটি বললেন, "আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন"। রসূল ﷺ বললেন, "ঠিক আছে, তুমি প্রতিশোধ নাও।" আনসার ব্যক্তিটি বললেন, "আপনি তো জামা পরে আছেন, কিন্তু আমার গায়ে জামা নেই।" নবী ﷺ তাঁর জামা উচু করে ধরলেন এবং আনসার ব্যক্তিটি তাকে জড়িয়ে ধরে তার পার্শ্বদেশে চুমু খাওয়া শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আমি এটাই চেয়েছিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ।"[১৪]

মনে রাখা দরকার

একজন যোগ্য নেতা হওয়ার জন্য আপনার উন্নত রসবোধকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিন। আপনার চরিত্র প্রশংসিত হবে, আপনার সম্পর্কগুলি আন্তরিক হবে।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

অর্থ : "তিনি যাকে খুশি প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে। তাকে দান করা হয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আর বুদ্ধিমান ব্যতিত কেহই ইহা আকড়িয়ে ধরে না।"[১৫]

আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে। এটা হচ্ছে জ্ঞান।

বলা হয়ে থাকে, এর অর্থ হলো কোনো বিষয়কে বুঝতে পারা। আরও বলা হয়ে থাকে এর অর্থ সঠিক ব্যাপারটি বলা।[১৬]

---

[১৪]. সুনান আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৫. আল-মুসতারক. হাদীস নং ৫২৪২

[১৫]. আল-বাকারা (২ : ২৬৯)

[১৬]. জুদাতুত তাফসীর লিল আসকার, পৃষ্ঠা নং ৫৭

সপ্তম অধ্যায়

ভীত বিহ্বল হৃদয়

বিখ্যাত আয়াত "পড়" যখন অবতীর্ণ হয় নির্জন গুহাবাসী ব্যক্তিটির নিকট। রসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ সময় তার কাধের গোশত ভয়ে থরথর করে কাপছিল। খাদিজার কাছে পৌছেই তিনি বললেন, আমাকে কম্বলাবৃত কর, আমাকে কম্বলাবৃত কর। তখন সকলেই তাকে কম্বলাবৃত করে দিল। অবশেষে তার ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদিজাকে বললেন, খাদিজা আমার কি হলো? আমি আমার নিজের সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি।" এরপর তিনি তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। এ কথা শুনে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন," "কখনো নয়। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন। নিঃস্ব লোকদেরকে উপার্জন করে দেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত বিপদাপদের লোকদের সাহায্যে করে থাকেন।[১]

অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা

খাদিজা..............

প্রিয় পাঠক, এই নামটি কি আমাদেরকে বিশেষ কোনো ব্যাপার মনে করিয়ে দেয় না?

এই নামটি কি আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না যখন আলোর প্রথম ঝলক মর্তের মাটিতে এসে পৌছেছে, মরুর বুকে আল্লাহর করুণা এবং শান্তি অবতীর্ণ হয়েছে, সেই তীক্ষ্ণ আলোকচ্ছটা স্পন্দিত হয়েছে গ্রহণকারির শিরা উপশিরায়, রক্তের প্রবাহে তৈরি করে দিয়েছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ফুসফুসে প্রবেশ করেছে সত্য উদঘাটনের মুক্ত বাতাস আর ম্লান হয়ে গিয়েছে শিরক আর অজ্ঞতার সব পঙ্কিল অভিশাপ। একদিকে মুক্তির আনন্দ অপর দিকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের বিশাল

---

[১]. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৪৬৮৫।

বোঝা, তার ভিতরে এই দুই অনুভূতির মিশ্র ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। আর সে কারণেই সত্য উদঘাটনের হিমশীতল অনুভূতি এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের তীব্র উত্তাপের মাঝখানে স্থাপিত হয়েছিল একটি হিতৈষী হৃদয়।

অন্তর যখন ভয়ে প্রকম্পিত, বাসায় তখন ছিল উষ্ণতার ছোয়া, যেই ছোয়া সকল হিমশীতল ঠাণ্ডাকে দ্রবীভূত করে দিতে পারে। দেহ যখন ভেঙ্গে পড়ল, বাড়িতেই ছিল তা থেকে মুক্তির উপায় যা সকল প্রকার ধাক্কা দূরিভূত করে। আর উষ্ণতার সেই ঠিকানাটিই হচ্ছে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

খাদিজা, সাফল্যের সেই প্রবেশ দ্বার যার ওপর ভর করে নবীন নবী (সা) তাঁর রিসালাতের চূড়ান্ত শিখরে পদার্পন করেন। খাদিজাই ছিলেন সেই উষ্ণ বাড়ি যা প্রকম্পিত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করেছিল।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সেই মমতাময়ী যিনি সেই ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিয়েছিলেন যিনি নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলেছিলেন, সেই আত্মাকে শান্ত করেছিলেন যেই আত্মা নিজেকে পোশাক আবৃত করে ফেলেছিল। "কখনো নয়! আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, নিঃস্ব লোকদের উপার্জন করে দেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত বিপদাপদে লোকদের সাহায্য করেন।"

মূলত তিনি ছিলেন সেই স্তম্ভ যার ওপর ভর দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আশ্রয় খুজে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সিড়ির একটি ধাপ, যার ওপর ভর দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কঠিন মুহূর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একজন সফল নেতার সপ্তম গোপন রহস্যঃ একজন মহিয়সী স্ত্রী

রহস্যটির মূল ভিত্তি

ঘর হচ্ছে এমন আশ্রয় যেখানে প্রত্যেক পুরুষ তার কঠোর পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম খোঁজে। সারাদিনের খাটা-খাটনির উত্তাপ থেকে ঘরই মানুষকে আশ্রয় দেয়। একজন প্রকৃত সত্যপরায়ণ স্ত্রী হচ্ছে সেই আশ্রয় যেখানে ক্লান্তির পর স্বামী ফিরে আসে এবং দিন শেষে তার কাছে সান্ত্বনা খোজে।

মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে এবং বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে। কিন্তু সেই মানুষটি যখন ঘরে ফিরে আসে তখন শত ঘৃণার পর সে একটু ভালবাসা খোঁজে, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম খোঁজে, দুঃখের পর সুখ খোঁজে।

বিশ্ব সভ্যতা এবং নীতিকথাগুলিতে একটা প্রবাদ আছে। "প্রত্যেক মহান পুরুষের পিছনে থাকে একজন মহান নারী"। সে কিভাবে মহান হবে যদি সে বাসায় যেয়ে পাপাচার আর নষ্টামী খুজে পায়? সে সারাদিনের উত্তাপ থেকে বাড়ি ফিরে আসে বিরক্তির উত্তাপ খুঁজে পেতে? সে কিভাবে সুখী হবে? কখন সে আরাম পাবে? সে মানুষের ঝামেলা থেকে দৌড়ে স্ত্রীর বিচ্ছেদ তার বিবাদের নিকট এসে পড়ে সে কিভাবে সৃষ্টিশীল হবে, সাফল্য লাভ করবে?

প্রাচ্যের মানুষ

আরব সমাজে বিবাহ এবং পারিবারিক ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত আছে। শত শত বছর ধরে চলে আসা প্রবাদ এবং নীতিবাক্যগুলি মানুষের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং সমাজের নীতি নির্ধারণে প্রভাব রাখে। আরব সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ বলেন, "তাকে সেভাবে থাকতে দেয়া উচিত যেভাবে সে তার বাবার বাসায় থাকত" আবার অনেকে বলেন। "স্ত্রী হলো পারস্যের কার্পেট। যত বেশি দিন তা ব্যবহার করা হবে, সে তত বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে"।

এই দুই দৃষ্টিকোণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক রয়েছে। কখনো কখনো তারা প্রথম দৃষ্টিকোণের দিকে ঝুকে পড়েন আবার কখনো কখনো দ্বিতীয়টির দিকে ঝুকে পড়েন।

একজন নেতার স্ত্রী

পথপ্রদর্শক নেতা নবী ﷺ-এর স্ত্রীর গভীরে তিনটি প্রধান বিষয় হলো–

১. তিনি ছিলেন হৃদয়, আত্মা এবং অন্যান্য প্রত্যেকের আশ্রয়।
২. তিনি ছিলেন আত্মার সেই খোরাক যেখানে বাসিন্দারা ছায়া খুঁজে পায়।
৩. তিনি ছিলেন হৃদ্যতাপূর্ণ যেখানে জীবনের বাধা এবং জীবিকার কাঠিন্য সহজ হয়ে যায়।

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

অর্থ : "আর তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের হতে শান্তি লাভ কর, আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। এতে সেই লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে থাকে।"[২]

উত্তম স্ত্রী গড়ার পাঁচটি মূলনীতি

মহান নেতা এবং শিক্ষক নবী ﷺ এবং জীবনের বিভিন্ন দিক, দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত এবং কিছু পরিস্থিতি বিবেচনা করে একই রকম ঘটনাগুলি একসাথে করে কিছু মূলনীতি তৈরি করেছি। আমার মতে সেগুলো মোট পাঁচটি।

প্রথম মূলনীতি : কানায় কানায় পূর্ণ ভালবাসা। ভালবাসা হচ্ছে জীবনের ঔষধ এবং চলার পথের অনুপ্রেরণা। এটা হচ্ছে হৃদয়াকর্ষী সেই অনুভূতি যা সকল সৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে এবং প্রত্যেক জীবনের মধ্যে মিশে আছে। হাসি এবং কান্না যদি শুধু মনুষ্য প্রজাতীর নিজস্ব অনুভূতি হয়ে থাকে,

---

[২] আর রূম-আয়াত : ২১।

ভালবাসা বেষ্টন করে আছে সমস্ত প্রাণীকূলকে এবং ছড়িয়ে আছে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে। পৃথিবীর প্রত্যেক কোনে এবং পৃথিবীবাসীর অন্তরগুলিতে ভালবাসা ছড়িয়ে আছে। জাতি-বর্ণ নির্বেশেষে।

ঘর এবং ভালবাসা

কোনো ঘরে যতই পানির প্রবাহ থাকুক না কেন তা মরুভূমির মত শুষ্ক যদি সেই ঘরে ভালবাসার অস্থিত্ব না থাকে। কোনো ঘরের মানুষ যতই উচ্চস্বরে কথা বলুক না কেন তা নিস্তব্দ যদি সেই ঘরে ভালবাসার চেতনা কাজ না করে। হৃদপিন্ডের গভীরে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যত বায়ুই প্রবেশ করুক না কেন তা বায়ুশূন্য যদি সেখানে ভালবাসার কম্পন না থাকে। আদর্শ মহামানব ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে সর্বপ্রথম যেই জিনিসটি প্রতীয়মান হয় তা হলো উপচেপড়া ভালবাসা। তার বাড়িটি ছিল মরুভূমির ভিতর এক টুকর ছোট সবুজ বাগান আর আনন্দের সবুজ বৃক্ষ।

ভালবাসা পূর্বনির্ধারিত

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে কারো প্রতি এতটুকু ঈর্ষা পোষণ করিনি। যতটুকু খাদিজা (রাযিআল্লাহু আনহা) -এর প্রতি পোষণ করেছি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন বকরি জবাই করতেন, তখন বলতেন, এটা খাদিজার বান্ধবীদের নিকট পাঠিয়ে দাও। আয়েশা বলেন, একথা শুনে একদিন আমি গোস্বা হয়ে বললাম, খাদিজার বান্ধবী? রসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) তার প্রতি ভালবাসা দান করা হয়েছে।।"[৩]

মিষ্টি খাদ্য এবং মিষ্টি ভালবাসা

আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক প্রতিবেশী ছিল পারস্য বংশোদ্ভূত। সে তরি-তরকারী ভাল পাক করতে পারত। একদা সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য (গোশতের তরকারী) পাক করে তাঁকে দাওয়াত দিতে আসল। তিনি বললেন, আয়েশাকেও দাওয়াত দাও। সে বলল, না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে আমিও দাওয়াত গ্রহণ করব

---

[৩]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৪)

না। লোকটি আবার এসে তাকে দাওয়াত দিল, তিনি পুনরায় আয়েশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে এবারও তাকে দাওয়াত দিতে রাজী হলো না। রসূলুল্লাহ ﷺ ও দাওয়াত গ্রহণ করলেন না। সে আবারও তাকে দাওয়াত দিল। এবার রসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন তৃতীয়বার সে বলল, হ্যাঁ অত:পর তারা উভয়ে রওনা হলেন এবং তার বাড়িতে গিয়ে হাযির হলেন।[৪]

ভালবাসার পূর্ণরূপ

উরওয়াহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। মুসলিমগণ জানতেন নবী ﷺ আয়েশা رضي الله عنها-কে কিরূপ ভালবাসতেন। যদি তারা নবী ﷺ-কে কোনো কিছু হাদিয়া পাঠাতে ইচ্ছা করতেন তবে তারা আয়েশা رضي الله عنها -এর গৃহে নবী ﷺ -এর অবস্থানের দিন নবী ﷺ -এর নিকট হাদিয়া পাঠাতেন।[৫]

উদ্বোধনী স্থান

সম্মানিত নেতা নবী ﷺ-এর বিবাহিত জীবনের একটা প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ছিল মানসিকভাবে যার প্রতি দুর্বল থাকুন না কেন তিনি তার সামর্থ্যের আলোকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন সকল স্ত্রীদের মহান সুযোগ-সুবিধা দিত। তিনি সবকিছু ন্যায়পরায়ণতার সাথে বণ্টন করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং বলতেন, "ইয়া আল্লাহ! আমার পক্ষে যা সম্ভব, আমি তা করেছি। আর আপনি যার (অন্তরের) মালিক এবং আমি নই, সে ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করবেন না।[৬]

দ্বিতীয় ভিত্তি : ঘরের কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং বাড়ির মানুষকে আপ্যায়ন করা বাসার কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিন্ন একটা স্বাদ আছে। আপনি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন। বাহিরের কোনো কাজে গেলে মানুষ সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সুন্দরভাবে নিজের আকার ফুটিয়ে তুলতে সুন্দর করে কথা বলতে এবং নিজের যোগ্যতাটা জাহির করতে। কিন্তু সেই মানুষটি যখন বাসায় থাকে, সে তার নিজের স্বত্তাগত আচরণটাই করে থাকে। এই কারণেই ঘরের চার দেয়ালের বাইরে

---

[৪]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩৯১০।

[৫]. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ২৪৯৪।

[৬]. সুনান আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ হাদীস নং ১৮৫৬।

মানুষের অবস্থা দেখে তাকে বিচার করলে তা সঠিক বিচার হয় না। বিচার সঠিক হয় যখন কোনো মানুষের নীতি, মূল্যবোধ এবং যোগ্যতা তার ঘরের ভেতরের অবস্থা থেকে বিবেচনা করা হয়। যেখানে সে তার নিজের স্বভাবজাত ব্যক্তিত্ব এবং সত্যিকারের চরিত্র প্রদর্শন করে।

আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ﷺ এই কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন এইভাবে, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।"[৭]

প্রিয় পাঠক, এখানে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা এবং দয়ালু স্বামী ﷺ-এর গৃহকোণের কিছু মুহূর্ত একত্রিত করা হলো।

একজন সাধারণ মানুষ

একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা -কে প্রশ্ন করা হলো, "রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন" তিনি ছিলেন অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই। তিনি তার পোশাক মেরামত (সেলাই) করতেন। ছাগলের দুধ দোহন করতেন, এবং নিজের পরিচর্যা করতেন।"[৮] অপর বর্ণনায় এসেছে, "তিনি তার পোশাক সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ বাসায় যেসব কাজ করে তিনিও তাই করতেন।[৯]

একজন সাহায্যকারী স্বামী

আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় কি করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় এলে সালাতে চলে যেতেন"।[১০]

রসূলুল্লাহ ﷺ তার সুউচ্চ মর্যাদা এবং উচ্চাসন থাকার পরও ঘরের মধ্যে 'সিংহের মত' ভয়ংকর ব্যক্তিত্ব পছন্দ করেন নি। যা আজকের দিনে অনেকেই পছন্দ করে থাকেন। তারা এটাকে পৌরুষত্ব প্রদর্শনের উপায় বলে মনে করেন। আল্লাহর কসম, তারা সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন।

---

[৭]. সহীঃ ইবনু হিব্বান। হাদীস নং ৪২৪৪।
[৮]. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫৭৫৯।
[৯]. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫৭৬১।
[১০]. সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৬৫৫।

তৃতীয় ভিত্তি : ভাল দাম্পত্য সম্পর্ক এবং হৃদয়বান একজন স্বামী। দয়াবান শিক্ষক নবী ﷺ-কে কোমলতা প্রদর্শনের জন্য কষ্ট করতে হয়নি; বরং এটাই ছিল তাঁর চরিত্র। তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাহাবাদের নিকট তার চরিত্র ছিল কোমলতা, নিখাদ হাসি, পরিমিত রসিকতা এবং উচ্চ রুচিশীলতায় পরিপূর্ণ। তাঁর এই গুণগুলো নিছক লোক দেখানো কিংবা নিজেকে ভাল হিসেবে উপস্থাপন করার নিমিত্ত ছিল না। এই গুণগুলি ছিল তাঁর নিজের স্বভাবজাত গুণ। একজন ভাল আত্মার যেসব গুণাবলি প্রয়োজন তা তার নিষ্কলুষ হৃদয়ে আবাদ করা হয়েছিল। সেগুলি তাঁর চরিত্রের একটি স্থায়ী এবং অকৃত্রিম অংশে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য "তোমার বাহন তো কাচ।[১১] অর্থ হচ্ছে নারী, তারা অল্পতেই আবেগতাড়িত এবং সহজে কষ্ট পায়। এই ছিল ঘরের বাইরে তাঁর স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচরণের নমুনা। আর এই সুন্দর আচরণের সুঘ্রাণ তার স্ত্রীগণ ঘরের অভ্যন্তরেই অনুভব করতেন।

একজন সহজ মানুষ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। (হজ্জ-এর সফরে) আয়েশা (রা) ঋতুবতী হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহ এর তাওয়াফ ব্যতিত হজ্জ এর অন্য সকল কাজ সম্পন্ন করে নেন। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ আদায় করেন। (ফেরার পথে) 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ﷺ সকলেই হজ্জ ও উমরাহ উভয়টি আদায় করে ফিরছে। আর আমি কেবল হজ্জ্ব আদায় করে ফিরছি। তখন নবী ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন যেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে নিয়ে তানইমে চলে যান, (যেখানে যেয়ে উমরার ইহরাম বাধবেন) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হজ্জ্বের পর উমরাহ আদায় করে নিলেন।

মুসলিম এর বর্ণনায়। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোনো ব্যাপারে বায়না করতেন তিনি তা মেনে নিতেন।[১২]

---

[১১]. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৫৮১৫।
[১২]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২২১১।

সহিষ্ণু স্বামী

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সাথে কুরাইশের কতিপয় মহিলা কথা বলছিলেন এবং তাঁরা বেশি পরিমাণ দাবি দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়াজের চেয়ে তাদের আওয়াজ উচ্চকণ্ঠ ছিল। যখন উমর ইবনে খাত্তাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা (মহিলাগণ) উঠে দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সা) তাকে অনুমতি দিলেন। আর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে প্রবেশ করলেন। রসূল করীম (সা) বললেন, মহিলাদের কান্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার কাছে ছিল, অথচ তোমার আওয়াজ শোনামাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকেই অধিক ভয় করা উচিত। তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজ ক্ষতিসাধনকারী মহিলাগণ তোমরা আমাকে ভয় কর। অথচ আল্লাহর রসূলকে ভয় কর না? তারা উত্তরে বললেন, আপনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক রূঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ ঠিকই হে ইবনে খাত্তাব! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, শয়তান যখনই কোনো পথে তোমাকে দেখতে পায় সে তখনই তোমার ভয়ে এ পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যায়।[১৩]

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী বলেন "কুরাইশের কতিপয় মহিলা" বলতে তার স্ত্রীদের বুঝানো হয়েছে। তাদের সাথে অন্য মহিলাগণও থাকতে পারেন তবে "তারা বেশি পরিমাণ দাবি করতে গিয়ে" অংশটি নির্দেশ করে তারা ছিলেন স্ত্রীগণ।[১৪]

সরল বিশ্বাসী মহান নেতা এবং হৃদয়বান স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন। "মুমিনদের মধ্যে তার বিশ্বাসই সবচেয়ে দৃঢ় যে তার পরিবারের সাথে সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করে।[১৫]

---

[১৩]. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৩৫০৪।

[১৪]. উমদাতুল কারী ১৬/১৯৪।

[১৫]. আল মুসতাদরাক লিল হাকীম, হাদীস নং ১৫৯।

চতুর্থ মূলনীতি : সমস্যা সমাধান

যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষই একমত হবেন যে, দাম্পত্য জীবনে সমস্যা থাকবেই। মূলত এগুলো অনেকটা লবণের মত। বেঁচে থাকার সবচেয়ে মধুর অংশ। ইসলাম ঘোষণা করে বাসার পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ এর দায়িত্ব পুরুষের। দুর্ভাগ্যক্রমে, কুরআন প্রদত্ত এই অধিকারের অপব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু মানুষ মনে করেন, এই অধিকার ঘরোয়া ব্যাপারে পুরুষের নিজস্ব মতামত এবং সিদ্ধান্তকে একতরফাভাবে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার এবং নিজেকে অগ্রগণ্য হবার ক্ষমতা দেয়।

আমার অনুধাবন এই যে, নারীর ওপর পুরুষের এই অধিকার এবং ঘরোয়া ক্ষেত্রে তাকে নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে যেন সে উন্নতির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে পারে। বাসার মানুষের ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারে। তাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কারণ আল্লাহ তাকে বিচারশক্তির প্রখরতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভাল ক্ষমতা দিয়েছেন। মহান নেতা নবী ﷺ -এর জীবনের কিছু কাহিনী।

রাগী ব্যক্তিকে শান্ত করা হলো

নু'মান ইবনে বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ-এর নিকট ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং শুনতে পেলেন আয়েশা (রা) উচ্চস্বরে কথা বলছে। তিনি যখন প্রবেশ করলেন, তাকে শক্ত করে ধরে চড় মারতে উদ্যত হলেন এবং বললেন, "আমি দেখছি তুমি রসূলুল্লাহ -এর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছ?" নবী ﷺ তাঁকে মারতে বাধা দিয়ে বিরত করলেন এবং আবু বকর রাগান্বিত অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলেন। আবু বকর যখন চলে গেলেন, নবী ﷺ বললেন, "চিন্তা করে দেখ, কিভাবে এই লোকের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করলাম?" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুদিন অপেক্ষা করলেন, তারপর পুনরায় রসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তারা উভয়ে মিমাংসা করে নিয়েছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "যুদ্ধের সময় তোমরা যেমন

আমাকে আসতে দিয়েছ, তোমাদের শান্তির সময়ও আমাকে আসতে দাও"
নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই!"? ।[১৬]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটি ভুল করলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ বন্ধুত্ব স্থাপনের পদক্ষেপ নিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার গলার স্বর উচু করলেন আর রসূলুল্লাহ (সা) তাকে বাচানোর জন্য তার হাত উচু করলেন। প্রথম পদক্ষেপটি তিনিই নিলেন। স্ত্রীর অভিভাবক এসে এমন কিছু শুনলেন যা তিনি পছন্দ করতে পারলেন না। তিনি কন্যাকে শাসন করতে উদ্যত হলেন। আর আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নবী ﷺ, স্ত্রীর দোষ তার অভিভাবকের নিকট প্রকাশিত এবং প্রমাণিত হবার পরও। ভালবাসা এবং ক্ষমতা দিয়ে তাকে আগলে রাখলেন। শুধু তাই নয়; বরং প্রিয়তম। স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করে তাকে ক্ষুদ্ধ অভিভাবকের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এটাই হচ্ছে কর্তৃত্বের সত্যিকারে সীমারেখা।

ঈর্ষান্বিত স্ত্রী

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক সময় রসূল ﷺ তাঁর জনৈকা স্ত্রীর কাছে ছিলেন। এ সময় উম্মাহাতুল মুমিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন সে স্ত্রী খাদেমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ﷺ পাত্রের ভাঙ্গা টুকরগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন, এবং যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন তার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার কাছেই রাখলেন।[১৭]

---

১৬. সুনান আবু দাউদ হাদীস নং ৪৪০৩

১৭. সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৪৯৪২।

পঞ্চম ভিত্তি : মতামতকে সম্মান করা এবং একসাথে সিদ্ধান্ত নেয়া।

ইসলামের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে নারী অধিকারকে কেন্দ্র করে একটা কথা প্রচার করা হয়। ইসলাম নারীদেরকে তার মৌলিক অধিকার দেয় না। যেমন : তার মতামতকে উপেক্ষা করে এবং তার ক্ষমতাকে অবমূল্যায়ন করে। ইসলামী বিপ্লবের একক নেতা নবী ﷺ এবং তার চারপাশের মানুষদের কিছু ঘটনাবলি নিচে আলোচনা করা হলো। ইনশা আল্লাহ, এই ঘটনাগুলি সকল ভিত্তিহীন অভিযোগের ইতি টানবে। মিথ্যা যুক্তিগুলোকে সকল সন্দেহ সংশয়কে দূর করবে।

"তিনি মাথা মুন্ডন করতে এবং পশু কুরবানী করতে আদেশ করলেন, অথচ তারা তা করতে অস্বীকার করল।" উমর (রা) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়া সন্ধির প্রাক্কালে, যখন সন্ধি লেখা সমাপ্ত হলো রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাদের বললেন, "তোমরা উঠ এবং কুরবানী কর ও মাথা কামিয়ে ফেল।" রাবী বলেন, 'আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না। তাদের কাউকে উঠতে না দেখে রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে এসে লোকদের এই আচরণের কথা বলেন। উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহ নবী, আপনি যদি তাই চান, তাহলে আপনি বাইরে যান ও তাদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন। সে অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে গেলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিলেন এবং ক্ষুরকার ডেকে মাথা মুড়ালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে গেলেন ও নিজ নিজ পশু কুরবানী দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। অবস্থা এমন হলো যে, ভীড়ের কারণে একে অপরের ওপর পড়তে লাগলেন।[১৮]

---

[১৮]. সহীহ আল বুখারীর কিতাবুশ শুরুত বাবুশ শুরুত ফিজিহাদ সম্পূর্ণ।।

ভিন্নমত

উমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, ইসলামের পূর্বে অজ্ঞতার দিনগুলিতে আমরা নারীদের প্রতি মনোযোগী ছিলাম না। অতঃপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করার তা অবতরণ করলেন এবং তাদের জন্য যা নির্দিষ্ট করার তা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

একবার আমি একটি ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলাম। আমার স্ত্রী বললেন, "আমি এরূপ এরূপ করা ভাল হবে মনে করি" আমি তাকে বললাম, "এই ব্যপারে তোমার কি করার আছে? আমি যে কাজ করতে চাচ্ছি তাতে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন?" সে বলল, " হে ইবনে খাত্তাব! তুমি এমন কেন? তুমি আমার সাথে বচসা করতে চাও না। অথচ তোমার কন্যা হাফসা, আল্লাহর রসূলের সাথে বচসা করে। এমনকি এ কারণে রসূলুল্লাহ সারা দিন রেগে থাকেন।[১৯]

সপ্তম অধ্যায়ের নীলকান্তমনি

সুহৃদয় পাঠক, আমাদের পথ নির্দেশক এবং শিক্ষক নবী-এর জীবনে সংগঠিত অসংখ্য সুশোভিত ঘটনাবলি থেকে কোনটি বিশেষভাবে চয়ন করবেন এমন প্রশ্নে যদি বিচলিত হন তবে এই নীলকাণ্ডমনি অংশটি আপনাকে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

নীলকান্তমনি নং সাত

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারে এসে পৌছলাম। এরপর যখন আল্লাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইহুদী দলপতি) হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যা -এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হলো। তার স্বামী (কেনানা ইবনুর রাবী এ যুদ্ধে) নিহত হয়। সে ছিল নববধূ। নবী (সা) তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে সাথে করে খায়বার থেকে রওয়ানা হন। এরপর আমরা যখন মাদ্দুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছলাম তখন সাফিয়্যা তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা লাভ

---

[১৯]. আল জামি আসসহীহ লিল বুখারী হাদীস নং ২৬০৩।

করলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে বাসর ঘরে সাক্ষাত করলেন। তারপর একটি ছোট দস্তরখানে খেজুর ঘি ও ছাতু মেশানো এক প্রকার হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে বিয়ের ওয়ালীমা। তারপর আমরা মদিনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি নবী ﷺ-কে তার পিছনে (সাওয়ারীর পিঠে) সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর জন্য একটি চাদর বিছাতে দেখেছি। এরপর তিনি তার সাওয়ারীর ওপর হাটুদ্বয় মেলে বসতেন আর সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী ﷺ-এর হাটুর ওপর পা রেখে সাওয়ারীর আরোহণ করতেন।[২০]

---

[২০]. সহীহ বুখারীর হাদীস নং ২৭৬১

অষ্টম অধ্যায়

"তোমার বস্ত্র পুরোনো কর ও জীর্ণ কর"

উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। আমার গায়ে তখন হলুদ রং এর জামা ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সানাহ সানাহ। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হাবশী ভাষায় সানাহ" এর অর্থ সুন্দর, সুন্দর। উম্মে খালিদ বলেন, আমি তখন মোহরে নবুয়ত নিয়ে খেলতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার বস্ত্র পুরোনো কর ও জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর, জীর্ণ কর, আবার পুরোনো কর। জীর্ণ কর। তিনবার বললেন।

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হিসেবে লোকের মধ্যে আলোচিত হয়েছিলেন।[৫০]

অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা

আলোচ্য ঘটনাটি নিয়ে একটু ভাবা যাক। ঘটনাটি পড়লে এবং এর প্রত্যেক ছত্র ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়-

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যারাই আগমন করতেন। তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে জানতেন তিনি তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবেন। শিশু কিশোররাও তাঁর নিকট আসত এবং তাঁর চারপাশে খেলাধুলা করত। শিশু কিশোরদের সাথে তাঁর সদাচার তারা মসজিদের অভ্যন্তরে, এমনকি নামাজের সময়ও প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা দেখেছেন হাসান এবং হুসাইন (রা) মসজিদে যেতেন, এর উঠোনে খেলা করতেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠে চড়তেন। তারা লক্ষ্য করতেন প্রশিক্ষক এবং পথ নির্দেশক নবী (সা) বিস্তারিত উপদেশের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের ওপর সদয় আচরণ, তাদের স্নেহ করা এবং তাদের কাজের প্রশংসা করার ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

---

[৫০]. আল-জামি আস সাহীহ লিল বুখারী হাদীস নং ৫৬৬

রসূল ﷺ -কে তারা অনেক সময় নামাজ সংক্ষিপ্ত করতে লক্ষ্য করেছেন। নামাজ হলো কালিমার পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি। শত্রুর আক্রমণ বন্ধুর নিমন্ত্রণ কোনো কিছুই তার নামাজকে সংক্ষিপ্ত করতে পারেনি। কিন্তু যখনই তিনি পেছনের কাতার থেকে কোনো শিশুর কান্নার শব্দ পেতেন, তিনি নামাজও সংক্ষিপ্ত করতেন।

অন্যভাবে বললে, নবী ﷺ শিশুদের জন্য মসজিদের দরজা সবসময় খোলা রাখতেন। তাদের সরলতার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন যদিও তারা শিশুসুলভ খেলাধুলায় মত্ত থাকত।

খালিদ ইবনে সাইদের জন্য উম্মু খালিদ 'দাসী কন্যা'

ছোট মেয়েটি বাবার সাথে নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছানোর সময় তার এমন আশংকা হয় নি সে যে উপেক্ষিত হতে পারে। যখন নবী ﷺ তাকে দেখলেন, তার অলংকার সাজগোজ নিরিক্ষণ করলেন, তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তার সমুচিত প্রশংসা করলেন। সে ছিল ছোট্ট বালিকা, তার বয়স ছিল কোমল, হৃদয় ছিল স্নেহে পরিপূর্ণ। অন্য সকল মানুষের মত তার কিছু চাওয়া ছিল। অনুপ্রেরণার প্রয়োজন ছিল।

বড়দের সাথে সময় কাটানো

ক্ষমাশীল নেতা নবী ﷺ মেয়েটির বাবার প্রতি যতটুকু মনোযোগী ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী ছিলেন মেয়েটির প্রতি, তার সুন্দর বাহারী সাজসজ্জার প্রতি। সেই সময় অলংকার ছিল মোটামুটি দুষ্প্রাপ্য। বহুদিন মুসলিমগণ খাবার এবং পোশাকের মত মৌলিক চাহিদাগুলি ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন-নি। তারা মদিনায় এবং তার পূর্বে মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। এসব পরিস্থিতি তাদেরকে উপাদেয় খাবার এবং বিলাসী খাবার থেকে দূরে রেখেছিল।

যেই কঠিন সময়ে তারা দিনাতিপাত করতেন তা সেই ছোট্ট মেয়েটির চিন্তার জগতে খুব অল্পই প্রভাব ফেলেছিল। তার শিশুসুলভ ঝোক ছিল অলংকারের প্রতি, সুন্দর পোশাকে সাজার প্রতি। কেন তার এই ঝোক? "যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম।"[৫১]

---

[৫১]. আজ জুখরুফ আয়াত-১৮

সুতরাং সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা এমনই যেন মানুষের সত্তাগত টানেই এই সৃষ্টিগুলি অলংকারে সজ্জিত হয়ে বড় হয়ে ওঠে।

মহান শিক্ষক নবী ﷺ একথা ভাল করেই জানতেন। এ কারণেই রিসালাতের ভার এবং আন্দোলনের চাপ ছোট্ট বালিকাটির পরিহিত পোশাকের জাকজমক থেকে তাঁর মনোযোগ দূরে রাখতে পারে নি। সুন্দর জাকজমকপূর্ণ হলুদ জামা। তিনি বললেন, "সানাহ! সানাহ!" ইথিউপিয়ান এই শব্দের অর্থ "সুন্দর! সুন্দর!"

আসবাব ছাড়া বাড়ি

যখন ছোট্ট মেয়েটি তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল, মেজবানের মুগ্ধ প্রশংসায়, ভয়ের যে দেয়াল ছিল তা ভেঙ্গে গেল এবং সংশয়ের বেড়া উপড়ে পড়ল, তখন মেয়েটি তার নিজের স্বভাবজাত স্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ করার জন্য অনুপ্রাণিত হলো। এভাবেই মেয়েটি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বাসায় প্রবেশ করল এবং বাড়ির প্রত্যেকটা কোনায় ঘুরে বেড়াল।

যখন সে তার শিশুসুলভ চোখে আকৃষ্ট হওয়ার মত কিছুই খুঁজে পেল না, সে পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষক নবী ﷺ-এর নিকট আসল। সে দেখল সাধারণ মানুষের মত তিনিও একজন মানুষ, শুধু অন্যান্যদের থেকে তাঁর কিছু উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং সরল মনের মানুষ। তাঁর সরলতা এবং কোমলতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। নবী ﷺ-এর দুই ঘাড়ের, সঠিকভাবে বললে বাম ঘাড়ের কিছু নিকটে, কবুতরের ডিমের মত আকৃতির নবুয়তের মোহরের দিকে বালিকাটির দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। সে মোহরটির কাছে আসল এবং তা তাকে আকৃষ্ট করে ফেলল। তার মনের মধ্যে কিছু সংশয়েরও আবির্ভাব হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ আবার রাগ করেন কিনা, কিন্তু ইতোপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা তার মনে জন্মেছিল, তা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বালিকাটি নবী (সা)-এর পবিত্র পিঠে খেলা করা শুরু করল। সে খেলছিল এবং খেলছিল, এবং তার মনের মধ্যে এই ভয় কাজ করেনি যে, তিনি রাগ করবেন অথবা অস্বস্থি বোধ করবেন। অথচ মেয়েটিই বাবার অভিযোগ করলেন, "আমার বাবা আমাকে তিরস্কার করেছিলেন"

মহান নেতা নবী ﷺ আকাশের দিকে তাঁর হাত উত্তোলনের মাধ্যমে সভা শেষ করলেন, ছোট্ট মেয়েটির ভবিষ্যতের জন্য দুয়া করলেন, তার আগামী দিনগুলি এবং আগামী বয়সের জন্য; তার হলুদ পোশাকের দিকে তাকিয়ে তিনি আল্লাহর নিকট তার দীর্ঘ জীবন চেয়ে দোয়া করলেন যাতে আল্লাহর দাসত্ব এবং আনুগত্যে তার জীবন অলংকৃত হতে পারে।

ইয়া আল্লাহ, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দুরুদ ও সালাম। যিনি ছিলেন দয়াশীল নবী, সদয় রসূল, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দয়াশীল মানুষদের নেতা।

একজন সফল নেতার অষ্টম রহস্যঃ

এই রহস্যের নেপথ্যে একটি মহান শিশু

আজ মুসলমানদের একান্ত প্রয়োজন বাড়ন্ত শিশুদের প্রতি তাদের আচরণ এবং নতুন প্রজন্মের প্রতি তাদের মনোযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত চিন্তা করা। নবী ﷺ, তার কথা এবং কাজের মাধ্যমে, নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করার দিকনির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। দূর্ভাগ্যবসত, আমরা আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখতে পাই যারা শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন সব রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন যা জন-এডওয়ার্ড-জেমস-স্মীথদের দ্বারা পরিকল্পিত। তারা সর্বোচ্চ মর্যাদাবান নবী এবং সর্বপ্রধান নির্দেশক নবী (সা)-এর জীবনী পড়ে দেখেন নি, তাঁর শেখানো পদ্ধতির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েন নি, এমনকি নতুন প্রজন্ম সম্পর্কে তাঁর দিক নির্দেশনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বিবেচনা করে দেখেন নি। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে?

একটা শিশু কোনো প্রকার রাখঢাক ছাড়াই তার প্রকৃতিগত আচরণই প্রকাশ করে এবং তার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। সে হাসতে হাসতে তার বাবার কোলে প্রস্রাব করে দেয়, অথবা হাসতে হাসতে মানুষজনকে আঘাত করে। তারা তাদের বাবার অন্তরের প্রশান্তি এবং মায়ের অলংকার। তাদের কারণেই জীবন লাবণ্যময় হয়ে ওঠে, বেঁচে থাকাটা সুন্দর মনে হয়। তাদের আরামের জন্য পিতামাতা নির্ঘুম রাত কাটান, তাদের নিরাপত্তা দিতে দিন ব্যয় করে দেন।

একজন বাবা তার জীবনের স্বর্ণযুগে কঠোর পরিশ্রম করে, সংগ্রাম করে, নদী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, কখনো আকাশে উড়ে, পূর্ব-পশ্চিম অতিক্রম করে সন্তানের জন্য ভাল খাদ্য, সুন্দর জামা কাপড় এবং ভাল একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনি এগুলো করেন, তারপরও তার হৃদয় প্রশান্তিতে পূর্ণ থাকে। যদিও তাকে ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, শয়তানের কু-প্ররোচনার বিরুদ্ধে সাহসী মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি সকালে ওঠেন, রাত্রে ঘুমাতে যান, কিন্তু দিন রাতের প্রত্যেকটা সময় তার মূল চিন্তা থাকে পৃথিবীতে হেটে বেড়ানো এই মনিমুক্তোগুলির দিকে।

বাচ্চারা বাড়ির যেদিকে যে প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়, একজন মাও বাচ্চার সাথে সাথে সেই প্রান্তে ঘুরে বেড়ান এবং ক্লান্তিকর দিনের শেষে, সারারাত নির্ঘুম নয়নে একবার এপাশ আবার ওপাশ এভাবে সারা রাত কাটিয়ে দেন; প্রত্যেক ছোট্ট শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়; বাচ্চাটা যখন নড়ে ওঠে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন, বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ে তিনিও ঘুমাতে চেষ্টা করেন। বাচ্চার যন্ত্রনায় তিনি কাতর হন, বাচ্চার চিৎকারে তার চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। তারা যখন সুখে থাকে, হাসতে থাকে, পৃথিবী আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন ব্যথা পায়, অসুস্থ হয়, তা যত অল্পই হোক না কেন, মায়ের মন অস্থির হয়ে ওঠে।

আর একারণেই সন্তান থেকে সদ্ব্যবহার পাবার অধিকারের প্রথম তিন-চতুর্থাংশ অধিকার তারই। বাকি এক-চতুর্থাংশ তার স্বামীর সম্মানে, যিনি সার্বক্ষণিক পাশে থেকে সন্তান বড় করতে তাকে সাহায্য করেছেন।

আজ যে শিশু, কাল সে পূর্ণ মানুষ

একটা ছোট্ট শিশু ছোট থাকে কতদিন? আর কতদিনই বা তার পিতামাতা সামর্থবান এবং বড় থাকে?

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ.

অর্থ : "আল্লাহ তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৫২]

আজকের শিশু আগামী দিনের পরিপূর্ণ মানুষ এবং তারাই ভবিষ্যত। এই ছোট্ট দুর্বল আর নিষ্পাপ শিশুরাই নিকট ভবিষ্যতে, সমাজের নেতৃত্ব দেবে, মানুষের মাথা হবে, মানুষের তত্ত্বাবধান করবে।

[৫২]. আর রূম আয়াত-৫৪

উর্বর জমি

তাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের প্রকৃতি স্নিগ্ধ এবং তাদের আত্মা ধার্মিক। "প্রত্যেক শিশুই ফিতরাতের (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী হিসেবে গড়ে তোলে অথবা খৃস্টান হিসেবে গড়ে তোলে অথবা অগ্নি উপাসক হিসেবে গড়ে তোলে।"[৫৩] তাদের মন-মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব আবাদি জমির মতন। আজ আমরা যদি তাদের মধ্যে উচ্চ নৈতিকতা, ভাল চরিত্র, সঠিক মূল্যবোধ এবং সম্মান শ্রদ্ধার বীজ বপন করতে পারি কাল তারা সে অনুযায়ী সঠিক বিবেচনাবোধসম্পন্ন মানুষ, আলেম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, রাজনীতিবিদ, জাজ, নেতা এবং চিন্তাবিদ আমাদের উপহার দেবে।

নতুন প্রজন্মের জন্য নেয়া সফলতার রাস্তা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা। কোনো জাতি কেবল তখনই ধ্বংস হয়, যখন তার শিশুরা ধ্বংস হয়ে যায়। আর শিশু-কিশোররা কোনোদিন পাপের পথে পরিচালিত হয় না যতক্ষণ না তারা অবহেলা, অযত্নের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সম্মানিত নেতা এবং নির্দেশক তার অন্তদৃষ্টি দিয়ে শিশু কিশোর এবং তরুণদের অবস্থান অনুধাবন করেছিলেন। তাদেরকে সেই দিনের জন্য প্রস্তুত করা যেদিন তারা দায়িত্ব কাধে তুলে নেবে এবং সমাজের নেতৃত্ব দেবে সেদিনের জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া এবং বড় করার সকল পদক্ষেপ নিতেন।

মহানতম নেতা এবং সম্মানিত শিক্ষক রসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনকে বিশ্লেষণ করে, আমি পর্যবেক্ষণ করলাম তিনি এই ব্যাপারে যেসব দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন সেগুলোকে চারটি প্রধান দিকে ভাগ করা যায়।

প্রথম দিক : প্রাপ্ত বয়স্কদের সমাবেশে তাদের উপস্থিতি

নবী ﷺ-এর নবুয়তের গুরুদায়িত্ব এবং তার সুউচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও শিশু কিশোররা অবাধে তার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারত। আর তাই, পদমর্যাদা বা সম্মান যতই হোক না কেন, মানুষের উচিত নয় শিশু কিশোর

---

[৫৩]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৪৫১০

ও তার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, এই ভেবে যে, তা তার সম্মান রক্ষা করে এবং গাম্ভীর্য তৈরী করে।

রসুল ﷺ -এর চেয়ে বেশি মর্যাদাশীল কেউ নেই এবং রেসালাতের দায়িত্বের চেয়ে বড় কোনো দায়িত্ব নেই। নবী ﷺ তাঁর এবং তাঁর নাতি-নাতনিদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নি, তার কোনো সাহাবীও তা করেন নি। বরঞ্চ, তিনি তাঁর কথা এবং মর্যাদা দ্বারা সাহাবীদের ব্যাখ্যা করতেন তাদের এরকম চিন্তা নিতান্তই ভ্রান্ত যে শিশুদের খেলাধুলা লাফালাফি তাকে ব্যাথা দেয়, বিঘ্ন ঘটায় বা বিরক্ত করে।

বিপরীতে, তিনি ছোট-বড় উভয়কেই শৃঙ্খলা, নীতিবোধ এবং উত্তম নৈতিকতা শেখানোর সকল সুযোগ গ্রহণ করতেন। শিশুদেরকে বড়দের থেকে আলাদা করা শিক্ষা দিক্ষার ভাল কোনো উপায় হতে পারে না। কত সুন্দর সেই দৃশ্য যখন মানুষরা তার ছোট সন্তানদেরকে মেহমানদের আপ্যায়নের সাথে সম্পৃক্ত করে, যখন বন্ধু বান্ধবদের সাথে থাকে, তাদেরকেও সাথে নেয়। যদি একটা শিশু তার ছোট্ট পরিসরেই আবদ্ধ থাকে তাহলে কিভাবে সে বড় হবে এবং তার চরিত্র উন্নত হবে?

সিজদার সময়ের বীরপুরুষ

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা নবী ﷺ-এর রাতের নামাজ পড়া দেখছিলাম। যখন তিনি সেজদায় যাচ্ছিলেন হাসান এবং হুসাইন رضي الله عنهما লাফিয়ে তাঁর ঘাড়ের ওপর উঠছিল। যখন তিনি তাঁর মাথা উঠাচ্ছিলেন, তিনি তাদেরকে আস্তে করে পাশে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর আবার যখন তিনি সিজদায় যাচ্ছিলেন, তারা আবার একই কাজ করছিল। তাঁর নামাজ যখন শেষ হলো তখন তিনি তাদের একজনকে এখানে এবং অন্যজনকে ওখানে বসালেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম "ইয়া রসূলাল্লাহ! তাদেরকে তাদের মায়ের নিকট দিয়ে আসব?" তিনি বললেন, "না" তারপর যখন বিদ্যুৎ চমকালো, তিনি বললেন, "যাও, তোমাদের মায়ের সাথে দেখা কর" তারা উভয়েই বিদ্যুতের আলোয় পথ খুঁজতে খুঁজতে বাসায় গেলেন"[৫৪]

---

[৫৪]. মুসতাদরাক আল-হাকীম হাদীস নং ৪৭৪৫

মসজিদের শিশু

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোনো ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এ জন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেতেন এবং তার মায়ের ফিত্নায় পড়ার আশংকা করতেন।[৫৫]

অন্য বর্ণনায়, আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় মায়ের সাথে আসা শিশুর কান্না শুনতে পেলে ছোটখাট সুরা দিয়ে নামায শেষ করে দিতেন।[৫৬]

জুময়ার নামাজের বীরপুরুষ

বুরাইদা আল আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) জুময়ার খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, লাল রঙের পোশাক পরে হাটছিলেন এবং গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদেরকে কোলে তুললেন। তিনি তার সামনে তাদেরকে রেখে বললেন, "আল্লাহ সত্য বলেন; তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা বই কিছুই নয়[৫৭]। আমি এ বাচ্চা দুটিকে দেখলাম তারা হাটাহাটি করছে এবং গড়াগড়ি খাচ্ছে, আমার মন মানছিল না। তাই আমি তাদেরকে তুলে আনবার জন্য খুতবা বন্ধ করেছি।"[৫৮]

হুসাইন প্রস্রাব করলেন

লুবাবা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবন আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে প্রস্রাব করেন। তখন আমি বললাম- ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনার কাপড়খানি আমাকে দিন এবং অপর একখানি কাপড় পরিধান করুন। তখন তিনি বললেন : শিশু বালকের পেশাবের ওপর পানি ছিটালেই হবে এবং কন্যা শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।[৫৯]

---

[৫৫]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৬৮৭
[৫৬]. সহীহ আল-মুসলিম. কিতাবুস সলাত হাদীস নং ৭৫৯
[৫৭]. আত্তাগাবুন ৬৪ : ১৫
[৫৮]. আস সহীহ লিল হীব্বান হাদীস নং ৬১৩৮
[৫৯]. সূনান ইবনে মাজ্জাহ-হাদীস নং ৫২৬

তাহলে কি হলো? ব্যাপারটা শেষ হলো এভাবে ... ব্যাপারটি একটি সুন্দর উক্তি এবং ফতোয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল।

দ্বিতীয় দিক : শিশুর স্বাতন্ত্রে বিশ্বাস রাখা

খেলাধুলা হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকতা বেড়ে ওঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তার ব্যক্তিগত মতামত, রসিকতা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বড় মানুষ মনে করে জীবন হচ্ছে সংকীর্ণ, কিন্তু একটা শিশুর কাছে এটা কখনোই সংকীর্ণ নয়। মানুষের বেশভুষা দেখে মনে হয় জীবন মানেই সমস্যা সেখানে শিশুদের বেশভূষা থেকেই বোঝা যায় সেখানে সমস্যার কোনো স্থান নেই। শুধু খেলাধুলা আর মজা করা। সে রেগে যায় আবার পরক্ষণেই তা ভুলে যায়, সে ঝগড়া করে আবার সেই মূহূর্তে মীমাংসা করে, সে দুঃখ পায় আবার মুহূর্তের মধ্যেই সুখী হয়ে ওঠে। তার চোখে জীবন একটা বড় খেলার মাঠ। দিকনির্দেশক এবং দয়াশীল নবী (সা) কোনো অভিব্যক্তিকে কঠিন মনে করতেন না। তাদের প্রতি আস্থা রাখতেন।

শিশুর পা এবং নবীর বুক

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এই দুই কান দিয়ে শুনেছি এবং এই দুই চোখ দিয়ে দেখেছি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান এবং হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তার দুই পায়ের পাতার ওপর ধরে রেখেছিলেন এবং বলছিলেন, "হুজুক্কাহ! হুজুক্কাহ! ও আইনু বাক্কাহ!" তা শুনে ছোট্ট বালক চড়তে থাকল এমনকি সে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বুকে তার পা রাখল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, "খোল" তারপর তিনি তাকে চুমু খেলেন এবং বললেন, "ইয়া আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন"[৬০]

লাভের দিক

আবু আব্দুল্লাহ আল হাকীম বলেন, আমি হাদীসের সংকলককে এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন, হুজুক্কাহ হচ্ছে এমন কেউ যে চলার সময় বড় বড় পদক্ষেপ ফেলে না এবং আইনু মানে চোখ, বাক্কাহ নির্দেশ করে এমন ছারপোকা যা উড়তে পারে। আর

---

[৬০]. আল-মুজাম আল-কাবির লিত্তাবারানী-হাদীস নং ২৫৮৫

ছারপোকার চোখ (আইনু বাক্কাহ) খুবই ক্ষুদ্র। অবশ্য, আল্লাহই সম্যক আবগত।[৬১]

তিন জনের দৌড়

আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর তিনপুত্র আব্দুল্লাহ, ওবাইদুল্লাহ এবং কুছায়েরকে এক লাইনে দাড় করাতেন। তারপর তিনি বলতেন, যে আমার কাছে আগে পৌছাবে তাকে এইটা দেব ... সেইটা দেব ...। তারা নিজেদের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর নিকট আসত এবং তাঁর বুকের ওপর, ঘাড়ের ওপর এসে পড়ত। তারপর তিনি তাদের চুমু খেতেন এবং তাদের নিয়ে মত্ত থাকতেন।[৬২]

সর্বোত্তম পর্বত

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন, তাঁর কাধে ছিলেন হাসান ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একজন দেখা করলেন এবং বললেন, "ও ছোট্ট ছেলে! আরোহন করার জন্য তুমি সবচেয়ে ভাল পর্বতটি পেয়েছ" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আর এটার ওপরে আরোহনের জন্য সে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত"[৬৩]

জুয়াইনাব

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামার কন্যা জুয়াইনাবের সাথে খেলা করতেন। এ সময়ে তিনি বার বার বলতেন, "ও জুয়াইনাব! ও জুয়াইনাব!"[৬৪]

লাল জিহ্বা

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে জিহ্বা সুচালো করতেন। আর ছোট্ট ছেলেটি (হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জিহবার লাল রঙ দেখে এর দিকে ছুটত।[৬৫]

---

[৬১]. আল-হাকিম নং ১৭৯

[৬২]. মুসনাদে ইমাম আহমাদ হাদীস নং ১৭৭১

[৬৩]. মুসতাদরাক আল-হাকিম হাদীস নং ৪৭৫৭

[৬৪]. আল-জামে আস সহীহ লিল বুখারী হাদীস নং ৫০২৫

লা ইলাহা ইল্লাহ! আজ, কিছু মানুষ এটাই বুঝতে পারেন না যে খেলাধুলা এবং শিশুদের সাথে মজা করার মর্ম কি! তারা ভাবেন, এটাই তাদের মর্যাদা এবং গাম্ভীর্য। মূলত তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সম্পূর্ণ ধূলিস্মাত করেন এবং সঠিক পথটি উপেক্ষা করেন।

আরও একটি সুন্দর উদাহরণ পেশ করে আমি আপনার বিস্ময়কে বাড়িয়ে দিতে চাই, যেটি প্রথমটির মতই চমকপ্রদ। মহানবী ﷺ-এর জীবন এ রকম অসংখ্য সুন্দর এবং বিস্ময়কর জিনিসে পরিপূর্ণ-

পানি ছিটানো

শিশুদের মনে অত্যন্ত ভালবাসার একটা খেলা হলো পানি ছিটানো। এটা সহজ, বিপদজনকও নয়। আল্লাহর কসম, আমি পড়েছি, শুনেছি এবং দেখেছি কিন্তু এরকম কিছু আমি পড়িনি শুনিনি দেখিওনি ...

মাহমূদ ইবনুর-রাবী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, নবী ﷺ একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে মুখে করে আমার মুখমন্ডলে কুলি করেছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।[৬৬]

এ হাদীস দিয়ে এটা বোঝানো হচ্ছে যে, নবী ﷺ তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে পানি মেরে শুধুমাত্র একটু রশিকতা, একটু স্নেহ, একটু মমতা করতে চেয়েছেন। যেটা সাহাবীদের বাচ্চাদের প্রতি এরূপ করা তাঁর অভ্যাস ছিল।[৬৭]

তৃতীয় দিক : শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

নবী ﷺ শিশুর শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগ, তার বেড়ে ওঠার ব্যাপারে আলোচনা করে শিশুর অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন যেসব জিনিস তাকে ক্ষতি করতে পারে সেসব থেকে তাকে সুরক্ষা এবং তার দেখাশুনার ব্যাপারগুলিও এড়িয়ে যান নি; বরং মহান নেতা এবং হিতৈষী বাবা তার সন্তানের নিরাপত্তা এবং প্রশান্তি চেয়েছিলেন। কেননা, সে তার হৃদয়ের অলংকার, তার চোখের আলো এবং তার আত্মার প্রশান্তি।

---

[৬৫]. সহীহ ইবনে হিব্বান, ও আখলাকুন্নাবী লিল আসবাহানী নং ১৭৮ ও সিলসিলাতুস সহীহাহ লিল-আল-বানী-হাদীস নং ৭০

[৬৬]. সহীহ আল-বুখারী- হাদীস নং ৭৭

[৬৭]. ফাতহুল বারী লিইবনে হাজার- (১/২২৮)

একটা শিশু তার চারপাশের ভাল মন্দ কিছু না বুঝেই পৃথিবীতে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে সব জিনিসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে না। আর সে কারণে পিতামাতাকে সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয় এবং তার সুস্বাস্থের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সে কারণেই সম্মানিত নবী এবং মহান নেতা নবী ﷺ নিজেই একটা বাচ্চার সুরক্ষা সবচেয়ে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

সুরক্ষিত দুর্গ

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান এবং হুসাইন رضي الله عنه-এর জন্য নিম্নোক্ত দুয়া পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম (আঃ)) ইসমাইল ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্য এ দুআ পড়ে পানাহ চাইতেন। (দুআটি হলো) আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাত দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।[৬৮]

অন্য সকল কিছু তিনি পরিত্যাগ করেন

আবু সাইদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ জ্বিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় চাইতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দুটি গ্রহণ করেন এবং বাকিগুলো পরিত্যাগ করেন।[৬৯]

তোমার সন্তানকে দেখে রাখ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আটকিয়ে রাখবে। কেননা, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রম হলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দরজা বন্ধ করবে। কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করে দেবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে। কমপক্ষে পাত্রগুলোর

---

৬৮. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৩২১২

৬৯. সুনানে তিরমিযী হাদীস- ২০৬১

ওপর কোনো জিনিস আড়াআড়িভাবে রেখে হলেও। আর (শয়নকালে) তোমরা তোমাদের চেরাগগুলো নিভিয়ে দেবে।[৭০]

মহান নেতা এবং স্নেহশীল পিতা নবী ﷺ তার সন্তানদের ততদিন পর্যন্ত দেখাশুনা করেছেন যতদিন পর্যন্ত না তারা বয়ঃপ্রাপ্ত শক্তসমর্থ নারী পুরুষে পরিণত হয়।

ছোট বালক বেড়ে ওঠে

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে। একদা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যাঁতা ব্যবহারে তাঁর হাতে যে কষ্ট পেতেন তার অভিযোগ নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন। তাঁর কাছে নবী ﷺ-এর নিকট দাস আসার খবর পৌঁছেছিল। কিন্তু তিনি নবী ﷺ-কে পেলেন না। তখন তিনি তাঁর অভিযোগ আয়েশার কাছে বললেন। নবী ﷺ ঘরে আসলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে জানালেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন- রাতে আমরা যখন শুয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা উঠতে চাইলাম, কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। এমনকি আমি আমার পেটে তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করেছিলাম। তারপর তিনি বললেন- তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করব না? তোমরা যখন তোমাদের শয্যাস্থানে যাবে, অথবা বললেন- তোমরা যখন তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্ হাম্‌দুলিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহ্ আকবার পাঠ করবে। খাদেম অপেক্ষা ইহা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।[৭১]

চতুর্থ দিক : শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়া

শিশু তার নিজের প্রতি নির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাস সেভাবেই গড়ে ওঠে যেমন তার চারপাশের মানুষ থেকে সে পায়। পড়াশুনা করে যদি মানসিকতাটা উদ্বিগ্ন থেকে যায়, সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, অন্তঃমুখী হয় অথবা লজ্জাহীন হয়, দৃঢ় সংকল্প না হতে পারে, তার সাহস যদি একটা

---

[৭০]. সহীহ্ আল-বুখারী- হাদীস নং ৫৩২০

[৭১]. সহীহ্ আল-বুখারী হাদীস নং ৫০৬৪

মুরগির বাচ্চার সমান হয় তাহলে সেই পড়াশুনা করে ডিগ্রী অর্জন ছাড়া অন্য কোনো লাভ আছে কি? তাই, নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেয়া সুস্থ পড়াশুনার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

দয়ালু প্রশিক্ষক নবী ﷺ শিশুর মনের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানো বলতে প্রাসংগিক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি মহান নেতা নবী ﷺ-এর জীবনীতে এবং শিশুদের আচরণের ব্যাপারে তার নির্দেশনার মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপঃ

সুন্দর নাম রাখা

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাকে একটি উপাধি দিলেন, সে সময় তিনি ছিলেন কিশোর।[৭২]

তার মর্যাদা রক্ষা এবং ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা

সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পানির পেয়ালা আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানদিকে এক বালক ছিল, সে ছিল লোকদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা তাঁর বাঁদিকে ছিল। নবী ﷺ বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে তোমার জ্যেষ্ঠদের এটি দিতে অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে নিজের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না। এরপর তিনি তাকেই সেটি দিলেন।[৭৩]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। নবী ﷺ কিছু কিশোরদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এসময় তিনি তাদের সালাম করেন।[৭৪]

তাদের ওপর আস্থা রাখা

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তখন ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছিলাম। আনাস (রা) বলেন, তিনি আমাদের সালাম করলেন। তিনি কোনো এক প্রয়োজনে

---

[৭২]. আল-তাবাকাত আল-কুবরা লিইবনে সা'দ হাদীস নং ৮১২৩

[৭৩]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২২৪৭

[৭৪]. সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ৪১৪৪

আমাকে পাঠালেন। আমি রাত করে মায়ের কাছে ফিরে আসলাম। আমি যখন আসলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ফিরতে দেরি হলো কেন? আমি বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিশেষ একটি প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, তাঁর সে প্রয়োজনটা কি? আমি বললাম, সেটা গোপনীয় ব্যাপার। মা বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপনীয় বিষয় কাউকে বল না। আনাস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর শপথ! হে সাবিত, আমি যদি এ সম্পর্কে কাউকে বলতাম তাহলে তোমাকেই বলতাম।[৭৫]

তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করা

ইবন আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন। ছোটবেলায় একদিন আমি অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করছিলাম। আমি পিছন ফিরে তাকালাম এবং দেখলাম নবী ﷺ আসছেন। আমি বললাম, "নবী ﷺ নিশ্চয় আমার নিকটেই আসছেন।" আমি দৌড়ে কোনো এক দরজার পিছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। ইবন আব্বাস বলেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারি নি যতক্ষণ না তিনি ঘাড়ের পিছন দিক হতে আমাকে ধরে ফেললেন। তিনি আস্তে একটা চাপড় দিলেন (তিনি তার হাত দিয়ে রসিকতা করে মৃদু আঘাত করলেন)।" তারপর তিনি বললেন, "যাও! মুয়াবিয়াকে ডেকে নিয়ে আস" আর তিনি ছিলেন তাঁর লেখক। আমি মুয়াবিয়া رضي الله عنه-এর নিকট গেলাম এবং তাকে বললাম, "আল্লাহর নবী ﷺ -এর ডাকে সাড়া দিন, তাঁর আপনাকে প্রয়োজন"[৭৬]

অষ্টম অধ্যায়ের নীলকান্তমনি

ছোট্ট শিশুদের দরকার ভালবাসা এবং পর্যাপ্ত খেলাধুলা, ঠিক যেমন বড়দের প্রয়োজন কাজ এবং টাকা। একটি শিশুর চিন্তা কোমল, তার আত্মা সহানুভূতিশীল এবং তার সাহস নির্ভিক। একটা শিশুকে পরিপূর্ণ ভালবাসা না দিয়ে, তার শৈশবকে অনুভব করার মত খেলাধুলা খেলতে না দিয়ে, তার সরলতাকে তাকে না বুঝতে দিয়ে শুধুমাত্র তার খাদ্যপুষ্টি আর বাহ্যিক প্রয়োজনের যোগান দেয়ার মধ্যে কোনো অর্থ নেই। যে কেউ তার সন্ত

---

[৭৫]. সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ৪৬৫৬
[৭৬]. মুসনাদ আহমাদ হাদীস নং ২৯৮৪

ানকে সুস্থ মানসিকতা, নিরোগ শরীর, মধ্যমপন্থি চিন্তাধারার আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান তার উচিত এক দিনের জন্য তার গাম্ভির্যের উচ্চ স্তর থেকে শিশুদের স্তরে নেমে এসে তাদের সাথে রসিকতা করা, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। তারপর কোনো একদিন এই শিশুরাই পুরোপুরি বড় হয়ে, বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটিয়ে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার সম্মানকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে।

আট নং নীলকান্তমনি

সায়ীদ ইবন আবু রাশিদ (র) থেকে বর্ণিত। ইয়ালা ইবন মুররাহ (রা) তাদের নিকট এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ -এর সাথে এক ভোজ-সভায় যোগদান করেন যেখানে তাঁদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এ সময় হুসাইন رضي الله عنه রাস্তার ধারে খেলাধুলায় মশগুল ছিলেন। রাবী বলেন, নবী ﷺ লোকদের সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তার দুহাত বিস্তার করলেন।

তখন ছেলেটি [হুসায়ন رضي الله عنه] এদিক ওদিক পালাতে লাগল এবং নবী (সা)ও তার সাথে কৌতুক করতে করতে তাঁকে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তাঁর মাথায় রাখলেন এবং তিনি তাঁকে চুমু খেলেন। আর বললেন- হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইন رضي الله عنه-কে ভালবাসে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসেন। হুসাইন رضي الله عنه আমার বংশের একজন।[৭৭]

মনে রাখতে হবে

আপনি যদি একজন মহান নেতা হতে চান, তাহলে বাচ্চাদের সামনে নিজেকে বিনয়ী করুন আর তাদেরকে আপনার স্তরে নিয়ে নিন। জন্ম চক্রসম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا.

---

৭৭. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৪৪

অর্থ : অত:পর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পন কর। তারপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও।[৭৮]

তিনি শিশুরূপে-অর্থ শিশুদেরকে বের করে আনেন। তারপর তিনি তোমাদের বর্ধিত করতে থাকেন। একসময় তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও। এ সময়টা হচ্ছে নির্ভরতা ও শক্তি গ্রহণের বয়স।

এরপর তুমি বৃদ্ধ হবে। আর বৃদ্ধ বলতে ঐ ব্যক্তি যিনি ৪০ উত্তীর্ণ করেছেন।[৭৯]

---

[৭৮]. গাফির : আয়াত-৬৭

[৭৯]. জুবদাত আত তাফসীর।

নবম অধ্যায়

মহিমান্বিত সেই নেতার গুরুত্বপূর্ণ একটি রহস্য

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন মদিনার মানুষের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হত্যা করা হয়েছে। তাতে সমগ্র মদিনাতে হট্টগোল ও আর্তনাদে ভরে গেল। একজন আনসার মহিলা তার কোমরে রশি পেচিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তার সাথে তার ছেলে, পিতা, স্বামী এবং ভাইয়ের সাক্ষাত হলো। রাবী বলেন, আমি জানি না এদের মধ্যে কার সাথে তার প্রথমে সাক্ষাত হয়েছিল।

এদের সর্বশেষ জনের সাথে যখন তার সাক্ষাত হয়, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে এটা?" তারা বলল, এটা তোমার বাবা, ভাই, স্বামী অথবা পুত্র। সে বলল, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কি? তারা বলল, তিনি তোমার সামনেই। তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর জামার কিছু অংশ ধরে বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার জন্য আমার বাবা, মা কুরবান হোক। যতক্ষণ আপনি ঠিক আছেন, অন্য কারো মৃত্যুতে আমি পরোয়া করি না"[৮০]

ইসমাইল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বনু যাবরান গোত্রের এক মহিলাকে খবর দেয়া হলো উহুদ যুদ্ধে তার স্বামী এবং ভাই উভয়কে হত্যা করা হয়েছে। তাকে যখন এই কথা বলা হলো, তিনি প্রশ্ন করলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কি?" তারা বলল, "তিনি ঠিক আছেন।" তিনি বললেন, "আমি তাঁকে দেখতে চাই" যখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, "আপনি সুস্থ থাকলে অন্য সকল বিপদ আমাদের কাছে মামুলি ব্যাপার মাত্র।[৮১]

---

[৮০]. আল-মুজাম আল-আওসাত লিত তাবারানী, হাদীস নং ৭৬৬৭

[৮১]. দালাইলুন নুবুওয়াতে লিল বাইহাকী হাদীস নং ১১৮৯, সিরাত ইবনে হিশাম ৩/১০৫

"ইকরমা ﷺ হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, মদিনার মহিলাগণ যখন বুঝতে পারলেন (উহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে প্রকাশিত) খবরগুলি সত্য নয়, তারা (যুদ্ধফেরত) যোদ্ধাদের বরণ করার জন্য এগিয়ে গেলেন।

তারা দেখল উটের ওপর দুইটি মৃতদেহ বহন করে আনা হচ্ছে। আনসারদের মধ্যে একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন, "তারা (দুইজন) কে?" তারা বললেন, অমুক এবং অমুক, অর্থাৎ তার ভাই এবং স্বামী অথবা বললেন তার স্বামী এবং পুত্র। তিনি (আনসার মহিলা) বললেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা কি?" তারা তাঁকে বললেন, "তিনি জীবিত আছেন" মহিলাটি বলল, "আমি কোনোই পরোয়া করি না। কেননা, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে খুশী পছন্দ করেন"। রাবী বলেন, এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহর বাণী -

وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ.

অর্থ : "আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান"[৮২] অবতীর্ণ হয়।[৮৩]

হাদীসের পাঠ

নারী হলো কোমল। তার অনুভূতি প্রবল এবং তার ভালবাসা চাঞ্চল্যকর। আল্লাহ তার হৃদয়কে ভালবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছেন। তার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন গর্ভধারনের গুরুদায়িত্ব, দুধের শিশুকে দেখাশুনা করা এবং তাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব।

وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۭ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْ لَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থ : "সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা জনিত অস্থিরতা প্রকাশ

---

৮২. আল-ইমরান ৩:১৪০

৮৩. তাফসীর ইবনু আবি হাতিম, হাদীস নং ৪২৯১

করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্ব বাসীগণের মধ্যে।"[৮৪]

ভালবাসার অবস্থান হচ্ছে তার হৃদয়ে। এমন ভালবাসা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন দুর্বলতা অন্য কোথাও খুজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তার হৃদয় সহনশীলতা দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ করে দিয়েছেন যদি তা এক গ্রামের মধ্যেও বিতরণ করা হয় তবু তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তার বুকে খুজে পাওয়া যায় এক রাশ স্নেহের গুঞ্জন আর হিমশীতল সহানুভূতিশীলতা।

সে তার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। কারণ তার স্বামী তার বেদনার সময়, দুঃখের সময় তাকে আশার আলো দেখায়। সে যখন বাইরে যায় তখন সে তার অনুপস্থিতিতে কষ্ট পায়, সে যখন ফিরে আসে তখন সে আনন্দে উত্তেজিত হয়। সে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারে এবং তার সেবায় সব কিছু খরচ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

তার ভাই, তারা উভয়ে একই মাতা পিতার সন্তান। তারা উভয়ে তাদের মার ঔরস এবং বাবার শৌর্যকে ভাগাভাগি করেছে। ভাইয়ের জন্য তার হৃদয়ে সবসময়েই একটা বিশেষ অবস্থান থাকে, তার ভাই ছিল তার মার ঔরসে তার প্রতিবেশী, সেই শুরু থেকে। বিয়ে, সন্তানাদি হওয়ার পরও ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা কমে না। এই ভালবাসা হচ্ছে খাটি এবং উজ্জ্বল অলংকার যার উজ্জ্বলতাকে জীবনের ব্যস্ততা আর সময়ের ঘূর্ণন ম্লান করে দিতে পারে না।

তার বাবা। বাবা হচ্ছে তার জীবনের প্রথম পুরুষ। পৃথিবীর বুকে সেই তার চোখ খুলে দিয়েছে, তার দুর্বল সময়ে বাবাকেই সে সবার আগে তার কাছে পেয়েছে। সে তার ক্ষমতার আর দয়ার প্রতি আস্থা রাখে, তার সহানুভূতি আর নিরাপত্তার মধ্যে সে আশ্রয় খুঁজে। তার হাসিতে সে সুখ খুজে পায়, তার আলিঙ্গনে সে প্রশান্তি খুঁজে পায়। সে হলো তার তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক। সে তার পুরোটা জীবন ব্যয় করে তার

---

[৮৪]. আল কসাস ২৮:১০

জীবনকে সুখী করার জন্য এবং দুশ্চরিত্র ব্যক্তির হামলা থেকে তাকে বাচানোর জন্য নিজের জীবনটাও বিলিয়ে দিতে পারেন।

তার পুত্র। সে বাস করত তার গর্ভে। ভূমিষ্টের পর তার হৃদপিন্ডের ঠিক পাশেই সে ত্রিশ মাসের বেশি সময় ব্যয় করেছে। হৃদপিন্ডের প্রতিটি স্পন্দন এবং তার আত্মার সুশীতল পরশে নয় মাসের অধিক সময় সে গর্ভে অবস্থান করেছে। সে যখন তার পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে এবং প্রায় দুই বছর তাকে বুকের দুধ খাইয়েছে। তার দুই বাহু সবসময় তার পাশেই ছিল।

সে তার মুখকে তার বুকের খুব কাছে নিয়ে উভয় স্তন থেকেই তাকে পান করিয়েছে। সে পান করেছে ভালবাসা। বুকের দুধের মাধ্যমে তাকে পান করানো হয়েছে গভীর ভালবাসার অমৃত সুধা। সে সময় তাকে চোখে চোখে রেখেছে, আলিঙ্গন করেছে, যেন সে বলছে, "তুমি আমার গর্ভেই থাকতে, তুমি আমার কাছে ছিলে, ও আমার কলিজার টুকরা! আশার আলো! প্রিয়! আমার সব চেষ্টা যাকে নিয়ে! আমার এই জীবন তোমার জন্য, আমার আত্মার আত্মা, আমার জীবনের অবলম্বন!!"

ইতিহাসের যে সময়টিতে ওপরে উল্লিখিত আনসার মহিলা জীবিত ছিলেন, মৃত্যু শোক প্রকাশের জন্য মহিলারা কাঁদত এবং গাল চাপড়াত। সেটা সে সময়ের সংস্কৃতি ছিল। এরকম অনৈসলামিক প্রথা আজো সমাজে চলতে দেখা যায়।

এখানে আনসার মহিলাটি তার সর্বস্ব উপেক্ষা করলেন, তার যন্ত্রণাকে পিছনে ফেলে দিলেন। তাকে তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু তিনি টু শব্দ করলেন না, তার পিতার মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু এখানেও কোনো যন্ত্রণা প্রকাশ পেল না। তিনি যখন বুঝতে পারলেন তার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তারপরও তার হৃদয় দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল না, তার ঠোঁট দিয়ে কোনো শোকবাক্য প্রকাশ পেল না।

তিনি সবচেয়ে ভয়ংকর এবং সবচেয়ে ভাগ্য বিড়ম্বনার সংবাদ শুনতে পেলেন যে তার সন্তান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এই সংবাদ শোনার পরও তার চোখ থেকে পানি পড়ে নি, তিনি শোকে গাল চাপড়ানো শুরু

করেন নি; বরং তিনি বললেন, "আল্লাহর রসূলের কি হয়েছে? আল্লাহর রসূলের কি হয়েছে?"

অবশ্যই তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়, সকল আত্মীয়দের চেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে ভাল বন্ধু। যখন আনসার সাহাবী নিশ্চিত হলেন যে, রসূলুল্লাহ সব ক্ষতি থেকে নিরাপদ আছেন, তিনি ভাল অবস্থায় আছেন এবং তার স্বাস্থ্যের অবস্থাও ভাল, এরপর আনসার মহিলাটি অন্যান্য নিহতের খোঁজ করলেন। তাঁর স্বামী, বাবা, ভাই, এবং তাঁর সন্তান। প্রিয় রসূলের নিরাপত্তার পরেই সবকিছুর চিন্তা। তিনি বললেন, "আপনি সুস্থ থাকলে অন্য সকল বিপদ আমাদের কাছে মামুলি ব্যাপার মাত্র, হে রসূলাল্লাহ!"

তিনি আরো বললেন, "যতক্ষণ আপনি ঠিক আছেন, অন্য কারো মৃত্যুতে আমি পরোয়া করি না"। তিনি এও বললেন, "আমি কোনোই পরোয়া করি না কেননা আল্লাহ তার বান্দাদের থেকে যাকে খুশী পছন্দ করেন"

এই কিছু সরল অভিব্যক্তি থেকে আর কতটুকুই বা আসল অবস্থা পরিস্কারভাবে প্রকাশ করতে পারলাম? শব্দগুলি হারিয়ে যায়, তার অর্থ মুছে যায়।

ইয়া আল্লাহ! আপনি নবী-এর সাথিদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাদের অবস্থান উচু করে দিন, তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, এবং জান্নাতে আমাদেরকে তাদের নিকট পৌছে দিন।

একজন সফল নেতার নবম রহস্যঃ
অন্তরঙ্গ ভালবাসা এবং মর্যাদাবান প্রেমিক

এই রহস্যের ভিত্তি

অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে যাওয়া যাক। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নিস্তব্ধ একটি রাত-

নবী ﷺ মানসিক শান্তি এবং আধ্যাত্মিক দ্যুতি লাভের প্রত্যাশায় হেরা গুহায় বহুদিন নির্জনে ধ্যানে মগ্ন। মক্কার কোলাহল, প্রবৃত্তির অনুসারী মক্কার নাগরিক এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা পাপের পুজারী নগর থেকে অনেক দূরে। নিস্তব্ধতা গুহাটিকে ঘিরে রেখেছিল এবং একত্ববাদী মুহাম্মাদ ﷺ সেখানে ছিলেন সম্পূর্ণ একা। তার সাথে ছিল শুধু তার প্রশান্ত আত্মা আর সুস্থির মনন।

গুহার নিস্তব্ধতা এবং নির্জনতা জিবরাইল (আঃ)-এর ধ্বনিতে কম্পিত হলো। জিবরাইল (আঃ)-এর আলোর দীপ্তিতে অন্ধকার গুহা আলোকিত হলো। আল্লাহ নবীর আত্মাকে শক্ত করে দিলেন যেন আতঙ্কে তার হৃদপিন্ড থেমে না যায় এবং তিনি যা দেখেছেন তার আকস্মিকতায় তার মন যেন বিচলিত না হয়। জিবরাইল (আঃ) নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং তাঁকে চেপে ধরে বললেন, "পড়" ধীর স্থির কণ্ঠে নবী ﷺ-এর নিকট জবাব দিলেন, "আমি পাঠকারিদের মত নই।

তিনি কিন্তু ফেরেশতার অনুরোধকে অস্বীকার করেন নি। তিনি শুধুমাত্র তাঁর অবস্থা ব্যক্ত করলেন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর, যেমনটি আল্লাহ তাঁকে বানাতে চেয়েছেন, যাতে তার মনের কুঠিতে শুধুমাত্র আলোকজ্জ্বল অবতীর্ণ জ্ঞান আল-কুরআনই ঠাই পায়। তা যেন সকল প্রকার পদ্যের স্তবক, গদ্যের গাথুনী এবং মানবরচিত সকল প্রকার জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। আল্লাহর কিছু জরুরি অধ্যাদেশ জারী করা এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে তার নবী ﷺ -এর ব্যাপারে এটিই চেয়েছিলেন- "আমি পাঠক নই", আক্ষরিক অর্থে, পড়ার কৌশল আমার আয়ত্বে নেই।

ফেরেশতা তাঁর অনুরোধ পুনরায় ব্যক্ত করলেন এবং নবী ﷺ ধীর এবং নির্ভয়ে পুনরায় উত্তর দিলেন, "আমি পাঠক নই"। ফেরেশতা অধিপতি আদম (আঃ) এর বংশধরদের অধিপতির উদ্দেশ্যে তৃতীয়বারের মত বিবৃত

করলেন, প্রথম আলোকজ্জ্বল সেই অক্ষরসমূহ যা আসমান এবং জমীনের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করল। বহু দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো রূপ ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার পর, একত্ববাদের আলোকজ্জ্বল আভা যখন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তখন এটাই ছিল নতুন করে ওহী অবতরণের প্রারম্ভিকা ... অবতীর্ণ হলো ...

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۗ

১. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

৩. পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু,

৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[৮৫]

এই পবিত্র আভা মনোযোগী শ্রোতার হৃদয় ছুয়ে গেল, বিরহের সকল যন্ত্রনা আর সকল ক্লেশ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল। ইয়া আল্লাহ! কত মহান আর সুন্দর ছিল সেই মুহূর্তখানি ...

ফেরেশতা মহান বাণী উচ্চারণ করলেন এবং এর সৌন্দর্যে গুহার প্রতিটি কোনো এবং নবী ﷺ-এর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলোকিত হয়ে উঠল। এটাই ছিল নবুয়তের ঘোষণা, সবচেয়ে যশোধর এবং সবচেয়ে সুন্দর আঙ্গিকে। মানব জাতিকে যত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে মহিমান্বিত এই দায়িত্ব।

নবীন নবী ﷺ-কে আদেশ করা হলো পরিবার, গোত্র, মক্কা-মদিনা সমগ্র আরব পেরিয়ে পৃথিবীর সকল জ্বীন এবং মানব জাতির নিকট এই বাণীকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। তাকে বলা হলো বহুবাদের সকল মিথ্যাচার এবং ইসলামপূর্ব সকল নষ্ট সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার জন্য, এমন একটি সময়ে যখন অধিকাংশ মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণে মহান প্রতিপালক ছিলেন পৃথিবীবাসীর ওপর ক্রোধান্বিত।

---

[৮৫]. আল-আলাক্ব : ৯৬ : ১-৪

সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

নবী ﷺ-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষের নিকট পৌছানোর জন্য কত বছর ছিল তার কাছে? বিশ কিংবা ত্রিশ। একটি জাতির জীবন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে প্রকৃত বিপ্লব ঘটানোর জন্য বিশ কিংবা ত্রিশ বছর অত্যন্ত অল্প সময়।

প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের এর একটু সামনে এগিয়ে নিতে চাই। এই বাণী অবতীর্ণ হওয়ার মাত্র তেইশ বছর পর, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে, মক্কা থেকে মদিনা হিযরতের মাত্র এগারো বছর পর এবং রবিউল আওয়ালের বারতম দিন। নবী ﷺ যার ওপর মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, পর্দা সরিয়ে লক্ষ করলেন তাঁর অনুসারী এবং ছাত্রবৃন্দ কাধে কাধ মিলিয়ে কাতারে সারিবদ্ধ হয়ে বিনয় নম্রতা আর একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর শিখানো নিয়মানুসারে নামাজে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং তাওবা পাঠ করছেন।

প্রশান্তির হাসিতে তাঁর ঠোঁট মৃদু আলোড়িত হলো আর তাঁর দাঁতগুলি দিয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঝিলিক বেরিয়ে এল। তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে, আল্লাহর বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত হয়েছে। এখন সময় হয়েছে, সম্মানিত রসূল ﷺ এবং মহান নেতার অবসর যাপনের। মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজকে সমর্পন করে প্রশান্তির চাদরে আচ্ছাদিত হবার।

কি ঘটেছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা নবী ﷺ-এর জীবনের শেষ দুই যুগে? কিভাবে পূর্ণতা পেল এই বাণী? এই বাণীর বাহক অবশেষে কেমন ফলাফল লাভ করেছিলেন? তাও এই অতি স্বল্প সময়ে!!

সত্যিকারের ফলাফল পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হবে বিচার দিবসের দিন ... "আমার সামনে সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। (তখন আমি দেখেছি) দুএকজন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁদের সংগে রয়েছে লোকজনের ছোট ছোট দল। কোনো কোনো নবী এমনও রয়েছেন যাঁর সংগে একজনও নেই।

অবশেষে আমার সামনে তুলে ধরা হলো বিশাল সমাবেশ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম- এটা কি? এ কি আমার উম্মত? উত্তর দেয়া হলো- না, ইনি মুসা (আঃ)-এর সাথে তাঁর কওম। আমাকে বলা হলো : আপনি উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকান। তখন দেখলাম- বিশাল একটি দল যা দিগন্তকে ঢেকে রেখেছে। তারপর আমাকে বলা হলো : আকাশের দিগন্তের এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করুন। তখন দেখলাম, বিশাল একটি দল, যা আকাশের দিগন্ত সমূহ ঢেকে দিয়েছে। তখন বলা হলো- এরা হলো আপনার উম্মত। আর তাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৮৬]

এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ভালবাসা

তিনি তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর ভালবাসা তাঁর সঙ্গীদের অন্তরের ঠিক মাঝখানে গ্রথিত হয়েছিল। কেন সেই পরিবর্তন তিনি তাঁর অতিপ্রিয় এই মানুষদের মাঝে এনেছিলেন এবং কোনো প্রেরণায় তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী একটি বিপ্লব অতি ক্ষুদ্র সময়ে সংঘঠিত হয়েছিল?

জীবনের প্রয়োজন, প্রথাগত অভ্যাস অথবা আবেগ যা আমাদের আত্মা পূরণ করতে চায় অথবা আমাদের দেহ যেই পাপ করে ফেলে তার গ্লানি সুন্দর একটি বাক্যের সুষম উপস্থাপনের মাধ্যমে কিংবা কুরআনের একটি আয়াতের সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুছে যেতে পারে। এটাই! এটাই হচ্ছে নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় রহস্য এবং মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকর। আপনি যদি হৃদয়ের গভীরে পৌছতে পারেন, দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনার নিকট এমনিই সমর্পিত হবে। আপনি যদি আত্মার বাধনে তাকে বন্দি করেন, দেহ এমনিতেই আপনার বাধনে নিমজ্জিত হবে।

মানুষ যদি আপনাকে ভালবাসে এবং আপনাকে তাদের অন্তরে ঠাঁই দেয় তবেই আপনি একজন সর্বজন মান্য নিয়ন্ত্রক এবং অনুসরণীয় নেতা হতে

---

৮৬. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৫৪৪০

পারবেন। ভালবাসা যদি নাই থাকে আপনি কিছুই নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন না, নেতৃত্বও পরিচালিত করতে পারবেন না।

এবার এই বিষয়ের ওপর কিছু উদাহরণ এবং ভালবাসার কিছু গল্প আমি আপনাদেরকে শুনাতে আগ্রহী। এরূপ গল্পের সংখ্যা অগণিত যার একটি অংশ নিচে সংকলিত হলো।

প্রথম প্রেমিক

আয়েশা হতে বর্ণিত। আবু বকর আল্লাহর জন্য যে সকল নৃশংশতার শিকার হয়েছিলেন, তিনি তার থেকে কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অবিশ্বাসীগণ আবু বকর এবং অন্যান্য মুসলিমের ওপর চড়াও হলো এবং তাদেরকে মসজিদের কোণে আঘাত করা হলো। আবু বকরকে মেঝের ওপর ফেলা হলো এবং তাকে বেদম প্রহার করা হলো। পাপিষ্ঠ উতবাহ ইবনে রাবিয়াহ তার নিকট আসল এবং নতুন সেলাই করা জুতা দ্বারা আবু বকরের মুখে আঘাত করতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না জুতা জোড়া সম্পুর্ণরূপে নষ্ট হলো এবং সে লাফিয়ে আবু বকরের তলপেটে উঠল, পরিশেষে আবু বকরের চেহারা থেকে তার নাক আলাদা করা যাচ্ছিল না।

বনু তাইম গোত্রের লোকজন আসলেন এবং তারা আবু বকরকে অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে মুক্ত করলেন। তারা একটা কাপড় দিয়ে তাঁকে বহন করলেন এবং তাঁকে বাসায় পৌছে দিলেন। তারা মনে করেছিলেন তিনি হয়ত মৃত্যুবরণ করেছেন। দিনশেষে, তিনি কথা বলতে সক্ষম হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "নবী-এর কি হয়েছে?" তারা বলল, "তিনি সুস্থ এবং অক্ষত আছেন"। তিনি বললেন, "তিনি কোথায়?" তারা বললেন, "আল আরকামের বাসায়" তিনি বললেন, "শপথ করে বলছি, রসূলুল্লাহ (সা)-কে না দেখা পর্যন্ত আমি কোনো খাদ্য গ্রহণ করব না আর পানিও মুখে দেব না"

যখন নবী -এর নিকট তাঁকে আনা হলো, নবী তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। সকল মুসলিমগণই একই কাজ করলেন এবং তারা আবু বকরের ব্যাপারে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমার কিছুই হয় নি, শুধু মাত্র ঐ পাপিষ্ট আমার মুখে যা করার করেছে। এই হলো আমার মা, যিনি তার সন্তানের জন্য সর্বাত্মক করেছেন। আপনি সম্মানিত, আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন তিনি তাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন। আপনার দোয়ার কল্যাণে সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত হতে পারে"। তিনি (আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) তার (মায়ের নিকট) অনুনয় বিনয় করলেন এবং তাকে ইসলামের আহ্বান জানালেন। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮৭]

আমি তোমাকে ভালবাসি আর আমার মন যা চায় তার ব্যাপারে আমি কি ব্যাখ্যা দিতে পারি? মন যা চায় তা কি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়?

আনন্দের আশ্রুজল

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। প্রত্যেহ খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যায় দিনের এই দুই প্রান্তের কোনো এক প্রান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই আবু বকরের নিকট আসতেন। কিন্তু যেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হিজরত করার এবং মক্কা ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হলো, তিনি দিনের মধ্যভাগে আমাদের নিকট এলেন, এই সময়ে তিনি কখনোই আসতেন না। তিনি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আবু বকর যখন তাকে দেখলেন, তিনি বললেন, নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটেছে। তা না হলে কিছুতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়ে আসতে পারেন না।

তিনি যখন প্রবেশ করলেন, তাঁকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নিজ আসনে বসার অগ্রাধিকার দিলেন এবং তিনি নিজেও বসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তখন আমার বোন আসমা এবং আমি ছাড়া কেউ ছিল না। তিনি আবু বকরম (রা)-কে বললেন, "সবাইকে এখান থেকে যেতে বল" আবু বকর বললেন, "এরা তো আমার দুই কন্যা! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, কি ঘটেছে?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ আমাকে হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন"। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, "আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"

---

৮৭. আস-সিরাতুন নববীয়াহ লিইবনে কাসির (১/৪৩৯-৪৪১)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবু বকর ছাড়া আর কাউকে আমি আনন্দে কাঁদতে দেখি নি। সেদিন তিনি কেঁদেছিলেন। তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! এই হচ্ছে আমার দুইটি উট, এইগুলিকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছি।" তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত নামে এক অবিশ্বাসীকে পথ নির্দেশক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারা আগে থেকে ঠিক করা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত আব্দুল্লাহ এর নিকট তাদের উট গচ্ছিত রেখে যান।[৮৮]

আমি হয়ত আপনাকে দেখতে পাব না

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনাকে আমি আমার নিজের চেয়ে, আমার পরিবার এবং সম্পদের চেয়ে, এমনকি আমার সন্তানের চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমি যখন বাড়িতে থাকি, আপনার কথা আমার মনে পড়ে, আপনাকে পুনরায় না দেখা পর্যন্ত আমি থাকতে পারি না। আমি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, আমার এবং আপনার, আমি জানি আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং নবীগণের আসনে আরোহন করবেন, আর আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব আমি হয়ত আপনাকে দেখতে পাব না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ জিবরাইল (আঃ)-কে আয়াতসহ প্রেরণ করেন-

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

অর্থ : "আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।"[৮৯] হাদীসের শেষ পর্যন্ত ..[৯০]

---

[৮৮]. মুসনাদ ইসহাক ইবনে বাওয়াইহ, হাদীসনং ১০৩২

[৮৯]. আন-নিসা (৪ : ৬৯)

[৯০]. আল-মুজামুস সগীর লিত্তাবারানী- হাদীস নং ৫২

তিনি তার মাথা মুন্ডন করলেন

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দেখেছি যখন রসূলুল্লাহ (সা) নাপিত দ্বারা মাথা মুন্ডন করাতেন, তার সাহাবাগণ তার চারপাশ ঘিরে থাকতেন এবং তারা আগ্রহভরে চেষ্টা করতেন যাতে হাতের ওপর সব চুল পড়ে, মাটিতে একটাও না পড়ে।[৯১]

একজন সাহাবীর দুইটি চাওয়া

রাবীআ ইবনে কাবা আল-আনসারী ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাত কাটিয়েছিলাম। আমি তাঁর ওযুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। তিনি আমাকে বললেন- কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশতে আপনার সাহচার্য প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন, এ ছাড়া আরো কিছু আছে কি? আমি বললাম, এটাই আমার আবেদন। তিনি বললেন- তাহলে তুমি অধিক পরিমাণে সিজদা করে তোমার নিজের স্বার্থেই আমাকে সাহায্য কর।[৯২]

সবচেয়ে সুস্বাদু সবজি হলো লাউ বা কদু

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দরজী খাবার তৈরী করে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে রুটি এবং সুরুয়া যাতে কদু ও গোশ্‌তের টুকরা ছিল, তা তিনি পেশ করলেন। আমি নবী ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, পেয়ালার পার্শ্ব থেকে তিনি কদুর টুকরা খোঁজ করে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি সর্বদা কদু ভালবাসতে থাকি।[৯৩]

সাবিত তাঁর বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন, আমি আনাস ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এরপর থেকে যখনই আমার জন্য খানা তৈরী করা হতো, আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করতাম যেন কদুই তাতে দেয়া হয়।[৯৪]

---

[৯১]. সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ৪৪১৩

[৯২]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৭৯১

[৯৩]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২১০৫

[৯৪]. সহীহ আল-মুসলিম হাদীস নং ৩৯১৬

সেরা সুগন্ধি

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করিম আমাদের নিকট এসে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়লে তিনি ঘামিয়ে গেলেন। তা দেখে আমার আম্মা একটা কাঁচপাত্র নিয়ে এসে তাতে ঘাম মুছে নিতে লাগলেন। নবী হঠাৎ জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মু সুলাইম! একি করছ? উম্মু সুলাইম বললেন, এ হচ্ছে আপনার ঘাম, তা আমরা আমাদের খুশবুর সাথে মিশাই, আর তা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি।[৯৫]

লাল পানীয়

সাফিনা হতে বর্ণিত। তিনি নবী-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন। তিনি বলেন, নবী সিঙ্গা লাগিয়ে রক্তক্ষরণ করালেন এবং আমাকে বললেন, "জন্তু এবং পাখিদের থেকে দূরে এই রক্ত ফেলে আস" অথবা তিনি বলেছিলেন, "জন্তু এবং মানুষ থেকে" "আমি আমাকে লুকিয়ে ফেললাম এবং তা খেয়ে ফেললাম"। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এবং আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তা খেয়ে ফেলেছি। তিনি হাসলেন।[৯৬]

ভালবাসার উপাখ্যান

যখন মৃত্যু আসে, তখন তা লোমকূপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মৃত্যু প্রত্যেক প্রেমিককে দিগন্তের অপর প্রান্তে পাঠিয়ে দেয়। মনের ইচ্ছাগুলি অপূর্ণই থেকে যায়। পুত্র যত প্রিয় হোক না কেন, ভাই যত মূল্যবান হোক না কেন, স্ত্রী যত প্রেয়সী হোক না কেন, বাড়ি যত প্রাসাদতুল্য বিলাসী হোক না কেন, মৃত্যু এর সব কিছু থেকে পৃথক করে দেয়। কিন্তু ভালবাসা হলো অকপট, স্পষ্ট এবং দাম্ভিক। এটা সব স্থানে উপস্থিত থাকে এবং সকল দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা হচ্ছেন সেই সব মানুষ যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, যে ভালবাসা তাদের সাথে এসেছিল তা এখনো রয়ে

---

[৯৫]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১২৫৪৬

[৯৬]. আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকী, হাদীস নং ১২৫৪৬

গেছে। আর তা থাকবে না কেন? ভালবাসা ছিল তাদের আত্মার চেয়ে বেশি প্রিয়, তারা ভালবাসাকেই আগলে রাখতে চাইতেন।

ভালবাসার উপাখ্যান : ১

হিব্বান ইবনে ওয়াসী তার গোত্রের কিছু বৃদ্ধ লোক হতে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর রসুল ﷺ সাহাবা (রা) এদের কাতারকে সোজা করে দিচ্ছিলেন এবং তার একটি ছড়ি ছিল যা তিনি এই কাজে ব্যবহার করতেন। তিনি আদী ইবনে আন-নাজ্জার গোত্রের মিত্র সাওয়াদ ইবনে গাজিয়াহ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাওয়াদ সঠিক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন না। নবী ﷺ তাঁর ছড়ি দিয়ে তাঁকে মৃদু আঘাত করলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আঘাত করলেন আর আল্লাহ আপনাকে সত্য এবং ন্যায় সহকারে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আপনি আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন"

নবী ﷺ বললেন, "প্রতিশোধ নাও"। তিনি বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি যখন আমাকে আঘাত করেছেন তখন তো আমি জামা পরিহিত ছিলাম না"। নবী ﷺ তাঁকে তাঁর পেট খুলে দেখিয়ে বললেন, "এখন তুমি প্রতিশোধ নিতে পার।" সাওয়াদ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পেটে চুমু খেলেন। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো জিনিস তোমাকে এই কাজ করতে উৎসাহিত করল?" তিনি বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! সার্বিক পরিস্থিতি তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে, আমি বেঁচে থাকব। এই জীবনের সবচেয়ে শেষ কাজ আমি করতে চেয়েছি যাতে আমার ত্বক আপনার ত্বকের স্পর্শ পায়"। নবী (সা) তার জন্য দুয়া করলেন এবং তার মাগফিরাত কামনা করলেন।[৯৭]

[৯৭]. মারিফাতুস সাহাবাহ লিআবি নু'মান আল-আসবাহানী হাদীস নং ৩১৩৫ ও সিলসিলাতিল আহাদিস আস-সহিহাহ লিল-আলবানী (৬/৮০৮)

ভালবাসার উপাখ্যান : ২

আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবূ তালহা ঢাল হাতে নিয়ে নবী করিম-এর সম্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবূ তালহা সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি শবাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী করিম (সা) তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলি আবু তালহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নবী করীম মাথা উচু করে শত্রুদের অবস্থা অবলোকন করতে চাইলে আবূ তালহা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, আপনি মাথা উচু করবেন না। হয়ত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ।[৯৮]

কবির ভাষায়—

বাগানের কিনারায় আমাকে আমার চোখ মুছতে দাও
বেদনার অনল জ্বলে উঠেছে
তোমার প্রেমে আমি আমার পরিবার ভুলেছি, আমার ঘর ভুলেছি
তোমার প্রেমে আমি সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি

---

৯৮. আল-জামিমুস সহীহ লিল বুখারী হাদীস নং ৩৬৩০

ভালবাসার উপাখ্যান : ৩

রসুলুল্লাহ ﷺ একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। (তাদের মাঝে কিছু) মানুষকে হত্যা করা হলো এবং আবু খুবাইব আল-আনসারী এবং ইবনু-আদদাছানাহকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে বন্দি করা হলো।

যায়েদকে যখন হত্যা করা হবে তখন তাকে আবু সুফিয়ানের নিকট আনা হলো। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আমি তোমার নিকট আল্লাহর দোহাই দিয়ে জানতে চাই, তুমি কি চাও যে তুমি মুক্তি পাও এবং তোমার স্থানে মুহাম্মাদের শিরচ্ছেদ করা হোক এবং তুমি তোমার পরিবারের সাথে নিরাপদে থাক"। যায়েদ বললেন, "আমি শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদ এখানে থাকবে এটা আমি মানতে পারব না, এমনকি আমি এটাও মানতে পারি না যে, তার গায়ে ছোট্ট একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে আর আমি পরিবার পরিজন সাথে করে নিরাপদে থাকব।" আবু সুফিয়ান বললেন, "আমি এমন কোনো মানুষ দেখিনি যে তার নেতাকে এরূপ ভালবাসে যতটুকু মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাকে ভালবাসে।"[৯৯]

বহু মানুষ আমার নিকট বিরহ ব্যথার অভিযোগ করেছে

ব্যথার প্রকটতায় তাদের বেঁচে থাকা এবং মৃত্যুবরণের পার্থক্য ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যা এই দুই পাজড়কে একত্রিত করার মত বিষয় এসে উপস্থিত হয় ...

আমি এমনটা দেখিওনি, শুনিওনি।

ভালবাসার উপাখ্যান : ৪

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন। আবু বকর যখন মৃত্যুবরণ করছিলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, "এটা কোনো দিন?" তারা বললেন, "এটা সোমবার" তিনি বললেন, "এখন যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তবে (কবরে সমাহিত করার জন্য) কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর না। কারণ, আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়

---

৯৯. মা'রিফাতুস সাহাবাহ আবু নুয়াইম আল-আসবাহানী হাদীস নং ২৬৩৭

দিন এবং রাত হচ্ছে সেগুলোই যা আমাকে নবী ﷺ -এর নিকটে নিয়ে আসে"[১০০]

ভালবাসার উপাখ্যান : ৫

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু সাসাহ রাঃ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"কেউ কি আমাকে বলতে পারবে সাদ ইবন রাবীর কি হয়েছে?" আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি পারব।" সুতরাং যেখানে অন্যান্যরা নিহত হয়েছেন তাদের মাঝে তিনি তাঁকে খুঁজতে গেলেন এবং তাঁকে আহত এবং মৃতঃপ্রায় অবস্থায় খুঁজে পেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, "ও সাদ! আল্লাহর রসূল আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন খুঁজে দেখি তুমি জীবিতদের মাঝে আছ না মৃতদের" তিনি বললেন, "আমি মৃতদের মাঝে আছি। সুতরাং রসূল ﷺ -এর নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিও এবং তাঁকে বল যে সাদ আপনাকে বলেছে, "আপনার অনুসারীদের ব্যাপারে আল্লাহ আপনাকে অন্যান্য নবীগণের তুলনায় সর্বত্তোম পুরস্কার দান করুন" মানুষজনের নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিও এবং তাদেরকে বল যে, সাদ তোমাদের বলেছে তোমাদের নবী ﷺ যদি আহত হন আর তোমরা জীবিত থাক তাহলে আল্লাহর নিকট তোমাদের কোনো ওযর পেশ করার সুযোগ নেই।"[১০১]

ভালবাসার উপাখ্যান : ৬

কায়েস ইবনে হাযিম রাঃ বর্ণনা করেন। "আমি তালহা রাঃ -এর হাত অবশ (অবস্থায়) দেখেছি। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এ হাত নবী ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।"[১০২]

---

[১০০]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৪৭
[১০১]. কিতাবুল জিহাদ. হাদীস নং ৯৩
[১০২]. সহীহ আল-বুখারী- হাদীস নং ৩৮৬১

শত্রুর দৃষ্টিতে এই ভালবাসা

একজন কাফের গোপন কথা ফাস করলেন ...

"হে আমার কওম! আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা বাদশাহর দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার) সম্রাটের দরবারে দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোনো রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের ন্যায় এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ ﷺ যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোনো সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সংগে সংগে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোনো আদেশ দিলে তারা তা সাথে সাথে পালন করেন; তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমন কি তাঁর সম্মানার্থে তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না।"[১০৩]

ভালবাসার কবিতা

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "কাল তোমরা এমন কিছু মানুষের আতিথ্য করবে যাদের অন্তর তোমাদের চেয়ে বেশি ইসলামের প্রতি অনুরক্ত"। তিনি (রাবী) বলেন, "আশয়ারীগণ, তাদের সাথে আবু মুসা আশয়ারী, আসলেন। যখন তারা মদিনার নিকটবর্তী হলেন তখন তারা গান গাচ্ছিলেন বলছিলেন- কাল আমরা আমাদের কাঙ্খিত মানুষদের সাথে দেখা করব মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গিসাথিগণ"

তারা সর্বপ্রথম মানুষ যারা করমর্দনের প্রচলন করেছিলেন।[১০৪]

---

[১০৩]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ২৬০৩

[১০৪]. মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১৩১০০. ও সিলসিলাতুল আহাদীস আস-সহীহাহ লিল আলবানী হাদীস নং ২/৬২

আনাস ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, "নবী ﷺ যেদিন মদিনায় প্রবেশ করলেন, সবকিছু আলোকিত হলো। যেদিন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা যখন তাকে সমাহিত করা শেষ করলাম, আমরা আমাদের অন্তরকে প্রত্যাখ্যান করলাম (অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন)"[১০৫]

অহী অবতরণের সমাপ্তি

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বক্‌র ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর উমরকে বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে উম্মু আইমানের সাথে সাক্ষা করতে যেতেন- চলো আমরাও তদ্রুপ তার সাথে সাক্ষাত করে আসি। (রাবী বলেন,) আমরা যখন তার কাছে পৌছলাম- তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবু বক্‌র ও উমর ﷺ তাকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন। আল্লাহর কাছে তো তাঁর রসূল ﷺ-এর জন্য কল্যাণকর জিনিসই রয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি না যে, আল্লাহর কাছে তাঁর রসূলের জন্য কি রয়েছে তা আমি জানি না বরং আমি এজন্যই কাঁদছি, যে আসমান থেকে অহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। (রাবী বলেন,) তার একথায় তাদের দুজনেরও কান্না এসে গেল এবং তারাও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন।[১০৬]

প্রিয় মানুষটির সাথে প্রত্যেক রাতে দেখা হয়

আল-মুসান্না ইবনে সাঈদ বলেন, "আমি আনাস ﷺ কে বলতে শুনেছি- এমন কোনো রাত নেই যেই রাতে আমি আমার প্রিয় আল্লাহর রসূল (সা)-কে স্বপ্নে দেখিনি"[১০৭]

---

[১০৫]. আস-সহীহ লি-ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৬২৫২

[১০৬]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৬১৫

[১০৭]. সিয়ার আলামীন নুবালাহ ২/৪০৩

নবম অধ্যায়ের সারমর্ম

যখন একই প্রজাতির যেমন দুইজন মানুষ, দুইটি পাখি, দুইটি প্রজাপতি একে অপরকে ভালবাসে, সেক্ষেত্রে ভালবাসা হচ্ছে একটা হৃদয়ের সাথে অন্য হৃদয়ের, এক আত্মার সাথে অন্য আত্মার বন্ধন এবং দুই দেহের একটি জোড়া। এটা খুবই সাধারণ এবং প্রত্যাশিত যে, একই প্রজাতির দুইটি প্রাণী একে অপরকে ভালবাসবে। কিন্তু এই ভালবাসাটি যখন দুইটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যেমন মানুষ এবং পাখি অথবা মানুষ এবং জড় পদার্থের মধ্যে সংঘঠিত হয় তাহলে অবাক হতেই হয়। যখন আত্মার মিলন হয় এবং একে অপরের সাথে মিশে যায়, তখন এটাও ভালবাসার একটি রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নবম হীরা

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বৃক্ষের ওপর কিংবা একটি খেজুর বৃক্ষের কান্ডের ওপর (হেলান দিয়ে) শুক্রবারে খুত্‌বা প্রদানের জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পার। অতঃপর তারা একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করে দিলেন। যখন শুক্রবার এল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আসন গ্রহণ করলেন, তখন কান্ডটি শিশুর ন্যায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর হতে নেমে এসে উহাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কান্ডটি (আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে) শিশুর মত আরো ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। রাবী বলেন, কান্ডটি এজন্য কাঁদছিল যেহেতু সে খুত্‌বাকালে অনেক যিক্‌র শুনতে পেত।[১০৮]

---

[১০৮]. সহীহ আল-বুখারী হাদীস নং ৩৪১৭

আশার কথা হচ্ছে ...

সাফওয়ান ইবনে আসসাল ﷺ হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, এক বেদুইন অত্যন্ত উচ্চস্বরে ঘোষণা বললেন, "ও মুহাম্মাদ! একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে ভালবাসে অথচ তারা কখনো একসাথে থাকে নি" রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "প্রত্যেক মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে"[১০৯]

মনে রাখতে হবে

যদি আপনি মহান নেতা হতে চান, ভালবাসা ছড়িয়ে দিন এবং আবেগকে মূল্যায়ন করুন।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

অর্থ : "নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ"[১১০]

অর্থাৎ, ধর্মীয় এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে তিনি তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী। মুমিনদের নিজেদের জীবন এর ওপরও তার অগ্রাধিকার রয়েছে। সে কারণে, কোনো মানুষের নিজস্ব চিন্তা চেতনা এবং চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে তাঁর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া অবশ্য কর্তব্য। এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে এটা বলা হয়ে থাকে যে, জিহাদের ব্যাপারে এবং তাঁর জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রশ্নে তিনি তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন।[১১১]

---

[১০৯]. সুনানুত তিরমিযী হাদীস নং ২৩৯৬

[১১০]. আল-আহযাব ৩৩:৬

[১১১]. জুবদাত আত০তাফসির আল-আশযার-৫৪৯

দশম অধ্যায়

সহানুভূতিশীল হাত

সুদর্শন যুবক

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, নবী ﷺ ফাদালাহ ইবনে আব্বাসকে নিজের পিছনে বসালেন যার ছিল সুন্দর চুল, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ এবং সুঠাম দেহ। রসুলুল্লাহ ﷺ যেই পথ ধরে অতিক্রম করছিলেন সে পথ ধরে এক দল মহিলারাও যাচ্ছিল। আল-ফাদল তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে শুরু করলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ আল-ফাদলের মুখের সামনে নিজের হাত রাখলেন, ফাদল অন্য দিকে মুখ ঘুরে আবার দৃষ্টি দিতে থাকলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অন্য দিকে হাত দিয়ে ফদলের মুখমন্ডল ঢেকে দিলেন। ফদল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকলেন।[১১২]

হাদীসের পাঠ

আলোচ্য দৃশ্যপটে, নবী ﷺ তাঁর মাদী খচ্চরে চড়ে পবিত্র হজ্জের যাত্রায় রত ছিলেন। হজ্জব্রত পালনের এই সুমহান অভিষ্ঠ লক্ষ্য এবং পবিত্র উপাসনা তাকে যুবক মুসলিমদের সাহচর্য এবং বন্ধুত্ব থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি আব্বাস তনয় আবুল ফদলকে সফর সঙ্গী হিসেবে আপন খচ্চরের পিছনে নিজের সাথে বসিয়েছিলেন। আবুল ফদল ছিলেন সুদর্শন যুবক, তার ছিল সুন্দর চুল এবং নজরকাড়া গায়ের রঙ।

নবী ﷺ তাঁর যুবক সফরসঙ্গীকে সাথে করে মুজদালিফা অতিক্রম করেছিলেন। এ সময় তাঁদের পাশ দিয়ে মহিলা হজ্জযাত্রীদের একটি কাফেলা অতিক্রম করে। তাঁদের পরনে ছিল শুভ্র পবিত্র সেলাইবিহীন হজ্জের নির্ধারিত পোশাক যা একদিকে তাদের মননকে একনিষ্ঠ করে রেখেছিল এবং অন্যদিকে তাদেরকে বিনম্রভাবে উপস্থাপন করছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং হজ্জ কবুল হওয়ার মনোবাসনায় তারা পূর্ববর্তিদের

---

[১১২]. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮

দেখানো পথ অনুসরণ করে মক্কার পথ অতিক্রম করছিলেন। "আর হে প্রভু! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি, যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।"[১১৩]

এটা হতে পারে যে, মহিলাগণ হয়ত জনমানুষের ভীড় এড়াতে অন্যান্য হজ্জ্বযাত্রীদের পূর্বে মিনায় পৌছানোর চেষ্টা করছিলেন। এটাও অসম্ভব নয় যে তাদের ব্যস্ততার কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের কারো হাত অথবা পায়ের কিছু অংশ প্রতিভাত হয়েছিল।

আমাদের যুবক বন্ধুটি নিজের দৃষ্টিকে সংযত করতে পারলেন না। মহান নেতা এবং পথপ্রদর্শক তার স্নেহের হাত দিয়ে ফদলের মুখমন্ডল ঢেকে দিলেন এবং তাকে মৃদু আঘাত করলেন। যাতে ফদলের দৃষ্টি অন্য দিকে সরে যায়। কারণ, প্রথম দৃষ্টির জন্য ক্ষমা রয়েছে কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টির জন্য নেই।

সুদর্শন যুবকের হৃদয় বিগলিত হলো কিন্তু দৃষ্টি থেমে থাকল না

আদর্শ নেতা এবং শিক্ষক ﷺ-এর হাতের নির্দেশনায় তার মুখ এবং ঘাড় ঘুরে গেল। যখন ফদল তার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তার দৃষ্টি চলে গেল ধাবমান মহিলাগণের দিকে। মহান প্রশিক্ষক, পথপ্রদর্শক নবী ﷺ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার মন যুবক সঙ্গীটির চিন্তায় মগ্ন ছিল এবং তার হাত তার গাল পর্যন্ত চলে গেল। "রসুলুল্লাহ ﷺ পুনরায় অন্য দিকে হাত দিয়ে ফদলের মুখমন্ডল ঢেকে দিলেন।"

মহান নেতা ধর্মনেতাসুলভ উপদেশের পরিবর্তে মৃদু আঘাত করলেন এবং উপদেশ বাণীর পরিবর্তে সরাসরি হাত ব্যবহার করলেন। এভাবেই মহান নেতা এবং দয়ালু শিক্ষক শিক্ষা এবং সংস্কারের অভিনব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন। প্রত্যেক মানুষেরই পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে, "শোনার জন্য কান, ঘ্রাণের জন্য নাক, দেখার জন্য চোখ, স্বাদ বোঝার জন্য জিহবা এবং অনুভব করার জন্য চামড়া"।

তার সম্মোধন, ব্যাখ্যা, শিক্ষা এবং সততা দিয়ে মহান নেতা নবী (সা) ইসলাম প্রচারের, যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে চায় তাদের পথ দেখিয়ে দেয়ার, অভাবী ব্যক্তিটির অভাব পূরণের এবং সুন্নতের অমীয় সুধা পানের তৃষ্ণা নিবারণের বিকল্প পথ উন্মোচন করলেন। সত্যিকারের মহান নেতাদের পথ এমনই হয়। আর নবী ﷺ-এর চেয়ে মহান নেতা আর কে হতে পারে?

---

[১১৩]. ত্ব-হা (২০ : ৮৪)

একজন সফল নেতার দশম রহস্য ঃ স্নেহময় হাত এবং কোমল স্পর্শ

এ গুপ্ত রহস্যের মূলে

মানুষের কিছু আবেগ এবং নিজস্ব কিছু উপলব্ধি রয়েছে। শুধু তার কাছ থেকে একদিকের অবস্থা বিবেচনা করলেই তার অনুমোদন অথবা তার মনকে পাওয়া যায় না। প্রকৃতিগতভাবেই একই স্বাদ এবং রঙ কোনো ব্যক্তির মনে একঘেয়েমী সৃষ্টি করে। সে কারণেই বিভিন্ন রঙ এর স্বাদ এবং ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রত্যেক মানুষের তার স্বত্তাগত এবং অভ্যাসগত কিছু নিজস্ব চাহিদা রয়েছে। রাজনীতিবিদ এবং নেতাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে উত্তম যারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনকে সম্মান করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন। মহান নেতা নবী ﷺ এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই শুধুমাত্র বক্তব্য আর উপদেশ দিয়েই নয়, যারা তাঁর ওপর আস্থা রাখত এবং যারা তার ধর্মে বিশ্বাসী ছিল তিনি তাদের সকল অনুভূতিকেই পরিতৃপ্ত করেছিলেন। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বাণী থেকেই তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন। নবী ﷺ-এর মাধ্যমে এই যে মহান আদর্শ মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে তা বিভিন্ন আঙ্গিকে মানুষকে উপদেশ দেয়ার এবং চাহিদা মিটাবার সুযোগ দেয়।

যেমন কিছু কিছু উপদেশ রয়েছে শাব্দিক। যেমন- কুরআান তেলাওয়াত, জুময়ার খুতবা, আল্লাহর স্মরণে বিভিন্ন যিকির, দোয়া এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জ্ঞান। আবার কিছু কিছু উপদেশ এমন হতে পারে যা চোখে দেখা যায় না, যেমন আগের দিনের ধার্মিক মুসলমান এবং আলেমদের জীবনী।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যেও নিগুড় উপদেশ লুকিয়ে থাকে। যেমন- জামাতে নামাজের সময় কাতার সোজা রাখা, জিহাদের ময়দানের সোজা সারী, দুই মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাতে সালাম, করমর্দন এবং আলিঙ্গন, ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

এমনকি সুস্বাদু রুচিকর খাবার, ঠান্ডা পানীয়, ভেড়ার গোশত, কুমড়া এবং আল্লাহ যেসব রুচিকর খাদ্য হালাল করেছেন তার মধ্যেও অনেক উপদেশ লুকিয়ে থাকে। নবী ﷺ বিভিন্ন কথা এবং কাজ দ্বারা তা দেখিয়ে গিয়েছেন।

সুন্দর উপদেশের একটা প্রকার এটাও হতে পারে, যা ঘ্রাণের মাধ্যমে লাভ করা যায়। যেমন বিভিন্ন সুগন্ধী এবং আতর যা জুময়ার সালাতের সময়, ঈদের দিন এবং অন্যান্য জনসমাবেশে, দম্পত্তিদের কথোপকথোনের সময় ব্যবহৃত হয়।

নবীজী ﷺ-এর জীবনীতে উপদেশ প্রদানের এমন অনেক উদাহরণ আছে যেগুলো অনুভব করতে পারা যায়। যেমন- হাতের সাথে হাত মিলানো, বা আলিঙ্গন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক সাহাবী, অনেক শিশু সাহাবীও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং অবস্থায়, শান্তির সময় বা যুদ্ধক্ষেত্রে, কৌতুকচ্ছলে বা গাম্ভীর্যে এই সম্মান লাভ করেছেন।

ইয়া আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ, তার পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের নিকট সালাত ও সালাম পৌঁছে দিন।

উত্তম হাতের বিবরণ

মখমলের মত কোমল...

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জীবনে কখনও এমন কোনো আম্বর অথবা মেশক অথবা কোনো আতরের সুগন্ধি গ্রহণ করিনি যা রসূলুল্লাহ ﷺ দৈহিক সুগন্ধ থেকে উৎকৃষ্ট, আর আমি কখনও কোনো রেশম বা রেশমী বস্ত্র বা কোনো বস্তু এরূপ স্পর্শ করিনি যা রসূলুল্লাহ (সা) স্পর্শ থেকে অধিক কোমল ও তুলতুলে।[১১৪]

---

[১১৪]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৫৬২০

মিষ্টি ঘ্রাণ ও সুশীতল

জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে দিনের প্রথম নামায (যোহর) আদায় করলাম। অতঃপর তিনি নিজ পরিবারবর্গের নিকট রওয়ানা হয়ে গেলেন, আমিও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি রওয়ানা হলে কিছু সংখ্যক বালক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বালকদের প্রত্যেকের গালে এক এক করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। জাবির বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গালেও হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতের কোমল স্পর্শ অথবা সুগন্ধি এরূপ অনুভব করলাম যেন তাঁর মোবারক হাতখানা কোনো আতর বিক্রেতার আতরদানী থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন।[১১৫]

এই কোমল, শীতল, সুন্দর এবং সুগন্ধি স্পর্শ বন্ধু-শত্রু নির্বেশেষে উভয়ের দেহকেই স্পর্শ করেছে। যে স্থান এ স্পর্শ পেয়েছে তা নিয়ে এসেছে এমন ভালবাসা যা সকল চিন্তাকে দূর করেছে, বিরহের বেদনাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এই সচেতন আবেগ এবং স্পর্শের উষ্ণতা তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একজন অনুগত এবং অনুতপ্ত মুসলিম হিসেবে সোপর্দ করতে বাধ্য করেছে।

তারা পেয়েছিলেন এই বিরল সম্মান

অনেক মানুষই স্নেহময় এ হাতের স্পর্শ পাবার সম্মান এবং সুযোগ লাভ করেছিলেন। যেমন-

-সেই যুবক যে যিনার অনুমতি চেয়েছিল

-ফুদালাহ ইবনে আমির আল লাইছি

-সাইবাহ ইবনে ইশাক আল হুজবী

[১১৫]. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৪১৮

যুবকটি : "তিনি যুবকটির ওপর তাঁর হাত রাখলেন"

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। যিনি বলেন, একজন যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দান করুন" এই কথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকটির ওপর তার হাত রাখলেন এবং বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তার ত্রুটিগুলিকে ক্ষমা করে দিন, তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করুন এবং তার যৌনাঙ্গসমূহকে হেফাজত করুন"

স্নেহময় স্পর্শের প্রভাব

"এরপর থেকে যুবকটি মেয়েদের দিকে অবৈধ দৃষ্টিপাত থেকে বিরত হলো"[১১৬]

ফাদালাহ, "তিনি আমার বুকের ওপর হাত রাখলেন"

ফাদালাহ ইবনে আমর আল-লাইছি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম এবং তিনি কাবা তাওয়াফ করছিলেন। আমি তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে তার নিকটবর্তী হলাম। তিনি বললেন, "তুমি কি ফাদালাহ?" আমি বললাম, "জ্বী হ্যাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ" তিনি বললেন, "তুমি কি চিন্তা করছিলে?" আমি বললাম, "কিছুই না, আমি আল্লাহকে স্মরণ করছিলাম মাত্র" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও" এবং তিনি আমার বুকের ওপর হাত রাখলেন।

ফাদালার ওপর স্নেহময় সেই স্পর্শের প্রভাব

"আল্লাহর কসম! যখন তিনি হাত তুলে নিলেন, তিনি আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেলেন"[১১৭]

শাইবাহ : "তিনি আমার বুক মুছে দিলেন"

শাইবাহ ইবনে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, আমার মনে আছে আমার বাবা এবং চাচা যাদেরকে আলী এবং হামযা হত্যা করেন। আমি বললাম, আজ আমি মুহাম্মাদ (সা)-এর

---

[১১৬] মুসনাদে ইমাম আহমাদ : মুসনাদ নং ২১৬৭৬

[১১৭] আল-ইসাবা লিইবনু হাজার ২খণ্ড. হাদীস নং ৬৯৯৮

প্রতিশোধ নেব। আমি তার নিকট গেলাম কিন্তু আব্বাস তার ডানদিকে রূপার মত চকচকে ঢাল পরিহীত ছিলেন। তিনি তার ঢালটি দেখালেন যেটা ছিল পরিস্কার। আমি বললাম, এটা তার চাচা তিনি তাকে হত্যা করতে দিবেন না। আমি বাম দিক হতে তার নিকট গেলাম এবং সেখানে আবু সুফিয়ান ইবনে আল হারিসকে সেখানে পেলাম। আমি বললাম, "এ হচ্ছে তার চাচাতো ভাই, এও তাঁকে হত্যা করতে দিবে না" আমি পিছন দিক হতে নবী ﷺ-এর নিকট পৌছালাম এমনকি তার আর আমার মধ্যবর্তী তলওয়ার ব্যতিত অন্য কোনো প্রতিবন্ধক রইল না। আমি বৃহৎ একটি অগ্নিকান্ড দেখলাম যা ছিল বজ্রের মত। এটা আমাকে গ্রাস করতে পারে এই ভয়ে আমি পিছনে সরে আসলাম। নবী ﷺ আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "শাইবা, এদিকে এসো" তিনি তাঁর হাত আমার বুকের ওপর রাখলেন এবং আল্লাহ আমার হৃদয় থেকে শয়তান বিদূরিত করলেন।

স্নেহময় স্পর্শের প্রভাব

শাইবাহ বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকালাম তিনি আমার নিকট আমার শ্রবণ, আমার দৃষ্টি এবং এগুলোর চেয়েও বেশি প্রিয়। তিনি আমাকে বললেন, "ও শাইবাহ, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর"[১১৮]

আমার বুকে এবং পিঠে

উসমান ইবনে আবুল আস-সাকাফী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে বলেছেন, তুমি তোমাদের গোত্রের লোকদের নামাযে ইমামত কর। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার অন্তরে কিছু একটা অনুভব করি। তিনি আমাকে বললেন, নিকটে আস। তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসালেন। অতঃপর আমার বুকের মাঝখানে হাত রাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি তোমার গোত্রের লোকদের ইমামত কর। যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামত করে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে।

---

[১১৮]. আল-মুজাম আল-কাবির লিত তাবরানী হাদীস নং ৭০২০৮ মাজমা আল-জাওয়ায়ীদ ৬/১৮৭ দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকী ৫/১৪৫

কেননা, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল এবং বিভিন্ন কাজে ব্যাস্ত লোক রয়েছে। তোমাদের কেউ যখন একাকি নামায পড়ে, সে তখন নিজ ইচ্ছেমত নামায পড়তে পারে।[১১৯]

কান মলে দেয়া

ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী মায়মুনা বিনতে হারিস ﷺ-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী ﷺ তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাকআত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন, বালকটি কি ঘুমিয়ে গেছে? বা এ ধরনের কোনো কথা বললেন। তারপর (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাকআত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দুরাকআত আদায় করলেন। এরপর শুয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।

দুই নওমুসলিম

আবু আব্দুর রহমান আল-জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম, এসময় দূর থেকে দুই আরোহী দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি যখন তাদের দেখলেন তখন বললেন, "দুই কিন্দি এবং মাজঝী ব্যক্তি" তারা তার নিকট আসলেন এবং সেখানে মাজঝী গোত্রের কিছু মানুষ ছিল।

রাবী বলেন, তাদের মধ্যে একজন বাইয়াত গ্রহণের জন্য নবী ﷺ-এর নিকটবর্তী হলেন। যখন নবী ﷺ তার হাত ধরলেন তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! তার কি হবে যে আপনাকে দেখেছে, আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আপনার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আপনাকে অনুসরণ

---

১১৯. সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৭৫৪

করেছে? তার পুরস্কার কি হবে?" নবী ﷺ বললেন, "কল্যাণ তার জন্য" নবী ﷺ তার হাতে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং লোকটি চলে গেল।

অন্য ব্যক্তি এগিয়ে এলেন এবং বাইয়াত গ্রহণের জন্য তাঁর হাত ধরলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! তার কি হবে যে আপনাকে বিশ্বাস করেছে, আপনার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে, আপনাকে অনুসরণ করেছে কিন্তু আপনাকে দেখেনি? তার পুরস্কার কি হবে?" নবী ﷺ বললেন, "কল্যাণ তার জন্য! কল্যাণ তার জন্য! কল্যাণ তার জন্য!" তিনি লোকটির হাত বুলিয়ে দিলেন এবং লোকটি চলে গেল।[১২০]

জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হয়ে যাক

আবু আল-সুলাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। নবী ﷺ-এর সাহাবাগণের মধ্যে একজন মানুষজনকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং তার নিকট অনেক মানুষ আসত। এমনকি তিনি তার পাঠ প্রদানের জন্য বাড়ির শীর্ষে উঠতেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল বললেন, "কোনো আয়াতটি সবচেয়ে মহিমান্বিত?" উক্ত ব্যক্তি বললেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়।"[১২১]

রাবী বলেন, নবী ﷺ তাঁর হাত আমার কাধে রাখলেন এমনকি আমি তাঁর হাতের শীতলা আমার বুকে অনুভব করছিলাম। তিনি বললেন, "ও আবুল মুনযির! জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হয়ে যাক"[১২২]

ইয়া আল্লাহ! তাকে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান দান করুন।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ আমার কাধে তাঁর হাত রাখলেন এবং বললেন, "ইয়া আল্লাহ! তাকে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান দান করুন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা তাকে শিক্ষা দিন"[১২৩]

---

[১২০]. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- হাদীস নং ১৭০৮৪

[১২১]. আল-বাকারাহ (২ : ২৫৫)

[১২২]. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- হাদীস নং ২০১১৯

[১২৩]. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- হাদীস নং ২৭৭৩

সে কুরআন ভুলে যেত

উসমান ইবনে আবুল আস বর্ণনা করেন। আমি কুরআন মুখস্থের ক্ষেত্রে আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলাম। নবী ﷺ বললেন, “খানযীব নামক এক শয়তানের কারণে এমনটি ঘটে থাকে”, তিনি বললেন, “উসমান! আমার নিকটে এস”। অতঃপর তিনি আমার বুকে হাত রাখলেন এবং আমি আমার বুকে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, “শয়তান! উসমানের বুক থেকে দূর হও” এরপর থেকে, আমি যাই শুনি, তা আমার মনে থাকে।[১২৪]

একজন চিকিৎসকের স্পর্শ

আবযাদ ইবনে হাম্মাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তার মুখে একটি দাদ ছিল যেটা তার নাককে আক্রান্ত করেছিল। নবী ﷺ তাকে ডাকলেন এবং তাঁর মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে ঐ দাগের আর কোনো চিহ্ন রইল না।[১২৫]

তিনি আমার মাথার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন

আমর ইবনে হুরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মা আমাকে নিয়ে নবী করিম (সা)-এর খিদমতে হাযির হন। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং আমার রিযকের (জীবিকার) জন্য দুয়া করেন।[১২৬]

তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন

সাইব ইবন ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, আমার খালা (একদিন) আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার ভাগিনা পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। (আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করুন!) তখন নবী ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দুআ করলেন। তিনি ওযু করলেন তাঁর ওযুর

---

[১২৪]. দালাইলুন নুবুওয়াই লিল বায়হাকী-২০৪৮

[১২৫]. দালাইলুল নুবুওয়াহ লি আবী নুয়াইম আল-আশবাহানী- হাদীস-৫৪৪

[১২৬]. আল-বুখারী আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৬৫২

অবশিষ্ট পানি আমি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে "মোহরে নবুওয়াত" দেখলাম।[১২৭]

দশম অধ্যায়ের সারমর্ম

মানুষকে ভালবাসার ছোয়া দেয়ার ব্যাপারটি ভাগ্যবান মানুষগুলির বুকে হাত রাখা বা যাদের ভালবাসতেন তাদের গালে হাত বুলানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে বুকে জড়িয়ে ধরা পর্যন্তও। এই জড়িয়ে ধরা, এই আলিঙ্গন একান্ত ভালবাসার, একান্ত তৃপ্তির।

ইয়া আল্লাহ! কত মহান ছিলেন সেই নেতা! কত মহান মানুষ ছিলেন তিনি! সেই প্রথম যুগের মানুষ যারা তাঁর সংস্পর্শ পেয়েছিলেন তারা ঈমানের দৃপ্তি নিয়ে এমন স্তরে পৌঁছেছিলেন যা আর কেউ পারে নি। নবী ﷺ -এর সাহচর্য পাবার সম্মান অন্য সব সম্মানের উর্ধ্বে। সুতরাং কত মহান ছিল আমার মহান নেতা নবী ﷺ -এর নিজ হাতে গড়া প্রজন্ম!!

সাহাবাদের যুগ ছিল সকল যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাহাবাদের প্রত্যেকেই ছিলেন স্বাধীন চরিত্রের অধিকারী এবং তার স্বত্ত্বায় অদ্বিতীয়। শ্রেষ্ঠত্ব আর গৌরবে তাদের প্রত্যেকের অংশগ্রহণ ছিল। আর তাদের মূল অনুপ্রেরণা ছিল তাদের নেতা রসূলুল্লাহ ﷺ।

ইয়া আল্লাহ! নবী মুহাম্মাদ, তার স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তান-সন্ততিগণের ওপর আপনার সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন। যেমনটি আপনি সালাত ও সালাম প্রেরণ করেছেন ইবরাহীম এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর। আপনি সকল প্রশংসা এবং মর্যাদার অধিকারী!

দশ নং নীলকান্তমনি

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ...

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন, "ইয়া আল্লাহ তাকে কিতাব শিক্ষা দিন"[১২৮]

---

[১২৭]. সহীহ আল-বুখারী- হাদীস নং ৩৩৭৫

[১২৮]. আল-বুখারী কিতাবুল ইলম-হাদীস নং ৭৫

মনে রাখবেন

একজন মহান এবং প্রেরণাময় নেতা হবার জন্য সহানুভূতিশীল হাত এবং মোলায়েম স্পর্শ থাকতেই হবে।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"[১২৯]

"তোমাদের কাছে এসেছে" এর দ্বারা আরব এবং অনারব সকল মানুষকেই বোঝানো হয়েছে।

"একজন রসূল" একজন নবী যিনি মর্যাদাশীল আসনের অধিকারী হবেন।

"তোমাদের মধ্য থেকেই" অর্থাৎ মানুষ জাতির মধ্য হতে।

"তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ" অর্থাৎ তোমাদের দুঃখ কষ্ট তাকে ব্যথিত করে।

"তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী" অর্থাৎ তোমাকের বিশ্বাসের

"মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"[১৩০]

◆◆◆

---

[১২৯]. আত-তাওবাহ (৯ : ১২৮)

[১৩০]. জুবদাতুত তাফসীর পৃ: ২৬৪